হিন্দুজাতি ও শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কাহিনী—প্রথম খণ্ড।

(অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ হইতে কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত।)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। এম. ডি.

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীকালী ঘোষ।

[illegible]পুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম খণ্ড।

সূচনা।

অশুদ্ধি সংশোধন।

প্রথম খণ্ড।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃ।	পং।
গভর্ণমেণ্ট	গভর্ণমেণ্টের	১২৩	৮
২৬	২৬১	১৪৫	১৩
১৭৭৭	১৭৭৪	১৬০	৭

হিন্দুজাতি ও শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

সূচনা।

এ দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে স্বভাবতঃ মনে অনেক গুলি প্রশ্নের উদয় হয়। কোন্ শিক্ষার কথা বলিতেছি? কাহাদের শিক্ষার কথা বলিতেছি? প্রথমে এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। যতদিন এদেশে হিন্দুগণ বাস করিতেছে ততদিন হইতে এদেশে শিক্ষাব প্রচলন আছে। মুসলমান রাজত্বের সময় এদেশে শিক্ষার অসদ্ভাব ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের সহিত এদেশে পাশ্চাত্য-প্রণালীতে শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। এস্থানে কি প্রকার শিক্ষার আন্দোলন হইবে? যে দেশে লোকেরা যেরূপ শিক্ষার অভাব অনুভব করে, সেই দেশের অধিবাসিগণ সেই অভাব পূরণের অনুরূপ আয়োজন করে, একথা সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মত। কোন কোন দেশের অধিবাসিগণ কোন কারণ বশতঃ স্বেচ্ছানুযায়ী পথ অবলম্বন করিতে অসমর্থ হয়। শিক্ষাসম্বন্ধে পোলেণ্ড ও ফিনলেণ্ড তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। মুসলমান অধিকার অথবা ইংরেজ রাজত্ব সময়ে ভারতবাসিগণ শিক্ষাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। পুথি বা পুস্তক, চতুষ্পাঠী বা পাঠ-শালা স্থাপন, দেশীয় বা বিদেশীয় ভাষা পাঠ এসকল সম্বন্ধে কোন

বিদেশীয় বিজেতা হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা কিছু নিষেধ তাহা হিন্দুরা স্বধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় বিশেষের সম্বন্ধে নিজেরাই করিয়াছিল। এই নিষেধ কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলা যায় না; অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর আমাদের সমাজ এই নিষেধ মানিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ও তাহাদের সময় আমাদের দেশে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা করে। সে ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই।

ইংরেজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বোধ হয় এই ভাব ছিলঃ—ব্রাহ্মণবিদ্যার্থী, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী অধ্যাপকগণের নিকট চতুষ্পাটীতে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিত। নবাব সরকারে কাজ করিতে হইলে, জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্মচারী হইতে হইলে, ফারসী শিক্ষার প্রয়োজন হইত। দরবারে, আদালতে, মজলিসে, মহফিলে যাইতে হইলে ফার্সীর জ্ঞান প্রয়োজন হইত। রাজার জাতি মুসলমানদের ভাষা ফার্সী ছিল; আমির ওমরাহ অথবা অপরাপর সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সঙ্গে মিশিতে হইলে, আদব কায়দার পরিচয় দিতে হইলে ফারসী না জানিলে চলিত না। পরাজিতেরা প্রায় সর্ব্বত্রই জেতৃগণের অনুকরণ করে। ফলে আমাদের দেশে সময়ে এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে ফারসী না জানিলে চলিত না। তারপর দেশের সাধারণ লোক—সকল গ্রামেতেই পাঠশালা ছিল, অনেকেই অল্প বিস্তর বাংলা শিখিত। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন ও বিস্তার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রসারের অন্যতম ফল।

তখনও শিক্ষা সম্বন্ধে তিনটি প্রধান শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণী অধ্যাপক সম্প্রদায়; দ্বিতীয় তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়,—যাঁহারা ফারসী জানিতেন; তৃতীয় গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গলা-শিক্ষা-প্রাপ্ত দেশের লোক। সে কালেও বাঙ্গলা সাহিত্যসেবী বলিয়া শ্রেণী ছিল;

ইঁহারা কাব্য, গীত, অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা বা আলোচনা করিতেন। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এখন শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে এই কয়টি বিভাগই আছে; পূর্ব্বের ন্যায় টোল ও চতুষ্পাঠী আছে ও তখন তাহারা যে শিক্ষা দিত এখনও সেই শিক্ষা দিতেছে। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও আছে। এই সম্প্রদায় পূর্ব্বে ফারসী শিখিত, এখন ইহারা ইংরেজী শিখে। পূর্ব্বে যে যে কারণে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ফারসী শিখিত তাহাদের বংশধরগণ এখনও সেই সেই কারণে ইংরেজী শিক্ষা করে। তৃতীয় শ্রেণী, দেশের জনসাধারণ। শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে প্রায় সকলেই নিরক্ষর থাকিত: এখনও সেই ভাবেই আছে। যে যে কারণে এই শ্রেণীর জনকয়েক লোক পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিত এখনও সেই সেই কারণে ঐ শ্রেণীর সামান্য সংখ্যক লোক লেখা পড়া শিখে। পূর্ব্বে লেখা পড়া শিখিতে তাহাদিগকে কেহ সাহায্য করিত না, এখনও করে না। পূর্ব্বে পড়িত পাঠশালায়; এখন তাহার নাম হইয়াছে প্রাইমারী স্কুল। আর একটু প্রভেদ হইয়াছে; পূর্ব্বে এই শ্রেণীর বালকদের পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে তাহারা বিনা বেতনে অথবা নাম মাত্র প্রতিদানে লেখা পড়া শিখিতে পারিত। এখন প্রাইমারী স্কুলে পড়িতে যাহা খরচ পড়ে তাহা ইচ্ছা থাকিলেও অনেকস্থলে সঙ্কুলান করা কঠিন অথবা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

যখন মুসলমানেরা এ দেশ অধিকার করে তখন আফগান ও মোগল বিজেতৃগণ তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য-পদ্ধতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি এ দেশে লইয়া আসে। এ দেশে সেই সময়ে হিন্দুদিগের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য-পদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় জাতীয় জীবনের উপাদান সকলই

ছিল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা সংঘর্ষের অনিবার্য্য ফল। পরে দীর্ঘকাল-ব্যাপী একত্র বাস হেতু, এমন সময় উপস্থিত হইল, যখন প্রকাশ্য অথবা অব্যক্ত সম্মতিক্রমে দেশে উভয় জাতির মধ্যে সকল বিষয়ে শান্তি স্থাপিত হইল। উপরি উক্ত সকল প্রশ্নেরই সম্বন্ধে স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী মীমাংসা হইল। ইংরেজদিগের এ দেশ জয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা এইরূপ ছিল।

যখন ইংরেজরা এ দেশে রাজত্ব সংস্থাপন আরম্ভ করে তখন তাহারাও তাহাদের সহিত স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থ-নীতি, বাণিজ্য-পদ্ধতি প্রভৃতি লইয়া আসে। এই সকল বিষয় লইয়া পুনরায় তাহাদের সহিত এ দেশবাসীদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পুনরায় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে পরিবর্ত্তনের স্রোত এখন পর্য্যন্ত রোধ হয় নাই।

মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের সংঘর্ষ, আর ইংরেজদিগের সহিত হিন্দুদিগের সংঘর্ষ, এ উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। মুসলমানগণ এ দেশে বাস করিতেন, ইংরেজ তাহা করেন না। মুসল-মান-রাজত্ব এ দেশ হইতে পরিচালিত হইত; ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য ইংলণ্ড হইতে পরিচালিত হয়। মুসলমানগণ স্থিতিশীল জাতি, তাহা-দিগের প্রথম আক্রমণের ফলে সকল বিষয়েই এ দেশে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সময়ক্রমে সেই বিপ্লব ক্ষীণবল হইয়া আসিল। মুসলমান-গণের নিকট হইতে হিন্দুরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিল, পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের নিকট হইতে মুসলমানরাও অনেক সামগ্রী গ্রহণ করিল। ইংরেজরা গতিশীল, অন্ততঃ পরিবর্ত্তনশীল জাতি। পৃথিবীর সকল জাতিরই সহিত ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উপনিবেশ লইয়া বৃটিশ-রাজ্য আয়তনে মহাপ্রদেশ অপেক্ষা বৃহৎ। তাহাদের ভারত-সাম্রাজ্য এই বিশাল সাম্রাজ্যের একটী অংশ মাত্র। এই সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের

শাসন ইংলণ্ড হইতে পরিচালিত হয়। অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে নিত্যই রাজ্যশাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ভারতবাসী দিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরেজদিগের বিশেষ সম্পর্ক নাই। বাণিজ্য ও রাজকার্য্যে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ ভিন্ন অন্য ইংরেজ এদেশে বাস করে না। এরূপ অবস্থাতে এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সহিত ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিশেষ প্রতিঘাত সম্ভব নয়। তবে যে কোন প্রতিঘাত হয় নাই, অথবা প্রতিঘাতে ফল হয় নাই, তাহা সত্য নয়। এ প্রতিঘাতের মূল কি?

শিক্ষাসম্বন্ধে মুসলমানশাসনকর্ত্তৃগণের আচরণ প্রথম হইতে প্রায় এক প্রকার ছিল। এ দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত তাঁহারা কখন রাজস্ব হইতে সাহায্য করেন নাই। অপর পক্ষে প্রতিকূলতা আচরণও কখন করেন নাই। হিন্দুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিরপেক্ষ ছিলেন। ইংরেজদিগের শাসন প্রণালী এ সম্বন্ধে অন্য প্রকার। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত ইংরেজ শাসন ১৭৭৪খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসন-কর্ত্তৃগণ কি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সে বিষয়ের বিচার চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল হইবে না। এ দেশের সকল বিষয়ের শাসন ও রাজ-কার্য্য-পরিচালনার ভার তাহাদের হস্তে রক্ষিত। তাঁহাদের বিবেচনায় যে প্রণালী অবলম্বন করা সমীচীন, বোধ হয় তাঁহারা সেই প্রণালী অবলম্বন করেন, শিক্ষাসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তবে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা একত্র করা যাইতে পারে, তাহা হইতে এ দেশের শিক্ষার সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ কিছু বুঝা যাইতে পারে।

তদপেক্ষা আলোচনার গুরুতর বিষয় আছে। ইংরেজরা এ দেশে আসিবার পর আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছি? পাশ্চাত্য জ্ঞান ও

পাশ্চাত্য ভাষা ইংরেজদিগের সহিত এ দেশে আসে। আমাদের পুরাতন জ্ঞান, পুরাতন শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার সংঘর্ষ হইল। এই ঘাত প্রতিঘাতের কি ফল হইয়াছে ?

এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ যদি কোন অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকে, সময়ক্রমে রৌদ্রের প্রভাবে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, বায়ুতে ক্ষয় হয়, বৃষ্টিতে পচিয়া যায়। সেই আয়তনের একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুতে পরিপুষ্টি লাভ করে ও সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জীবনবিহীন কাষ্ঠ খণ্ড ও সজীব বৃক্ষ এ দুয়ের উপর বহিস্থিত তেজ আসিয়া পড়িল, ফলে নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু সজীব বৃক্ষ অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তির প্রভাবে সেই তেজ নিজ পুষ্টি সাধনের উপায়ে পরিণত করিল ও তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে এই প্রভেদ।

যদি জার্ম্মেনী অথবা ফ্রান্স্ দেশে, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প অথবা অন্য কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন আবিষ্কার হয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপে অপরাপর দেশে সেই নব আবিষ্কারের সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইবে। সকল জাতিই সেই আবিষ্কার পরীক্ষা করিবে। পরীক্ষার ফল যদি অনুকূল হয়, সেই আবিষ্কারটি স্বায়ত্তীকৃত করিবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে, রসায়ন শাস্ত্রে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিয়তই এইরূপ ঘটিতেছে। সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। ফরাসী সাহিত্যের ফলে জার্ম্মান সাহিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; আবার জার্ম্মান সাহিত্যের প্রভাবে ফরাসী সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিতেছে, উভয়ই সজীব জাতি, পরস্পরের আদান প্রদানের শক্তি আছে ; এ অবস্থায় সংঘর্ষে আসিলেই তেজের বিনিময় অবশ্যম্ভাবী।

আলেকজান্দারের সময়ে, বোধ হয় তাহার পূর্ব্বেও, গ্রীকদিগের সহিত আমাদের এইরূপ আদান প্রদান চলিত। তখন উভয় জাতিই

সজীব ছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে এরূপ বিনিময়ের বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। আরবদিগের সহিতও এরূপ সংঘর্ষজনিত ফলের উদাহরণ বিরল নহে। তবে মুসলমান অধিকারের পর হইতে অপর দেশের সহিত আমাদের এরূপ প্রতি-যোগিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ইংরেজরা এদেশে আসে তখন আমাদের জাতীয় জীবনী-শক্তি অন্তিম অবস্থায় উপনীত। তখন পাঁচ শত বৎসর মুসলমান সাম্রাজ্য এ দেশে স্থাপিত হইয়াছে।

ইংরেজরা প্রথমে এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসে। প্রথম আসি-বার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে পলাশী-ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশ জয় করে। তাহারও বিশ বৎসর পরে এ দেশে প্রকৃত ইংরেজ শাসন আরম্ভ হয়। এত দিন পর্য্যন্ত এ দেশের লোক ইংরেজদিগের সংঘর্ষে আসে নাই। পাশ্চাত্য জ্ঞান অথবা ইংরেজী ভাষা ইংরেজদিগের মধ্যেই ছিল। দেশের লোক তাহার সম্বাদ রাখিত না। ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্টিত হইতে এ দেশের লোক তাহাদিগের সংসর্গে আসিল। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন হইতে ইউরোপীয় জ্ঞান এ দেশে প্রবেশ করিল। এ সংঘর্ষের ফল কি হইয়াছে তাহা নিঃশেষে নিরূপণ করিবার এখনও সময় আসে নাই।

আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হইল বাঙ্গলা দেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এগার বৎসর পূর্ব্বে যে মানুষ-গণনা (Census) হয় তাহার যখন ফল প্রকাশ হইল তখন দেখা গেল যে একশত হিন্দু বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যে আট জন মাত্র বাঙ্গলা ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারে ও তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র ইংরেজী ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারে। এই আমাদের শিক্ষার সীমা। দেড়শত বৎসর এই পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান অথবা ইংরেজী শিক্ষার যে বিশেষ বিস্তার হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংরেজদের সহিত এ দেশীয়

লোকের সংসর্গ, সম্পর্ক, সংঘর্ষ, এ সকল কথার অর্থ কি? যে ভাবে ফরাসী, জারমন, ইংরেজ, ইটালীয় প্রভৃতি জাতির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধ কি ইংরেজদের সহিত আমাদের আছে? এখনকার কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। এ দেশে যে ইংরেজরা আসে, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সরকারী ও বে-সরকারী; হয় রাজ্য সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নতুবা ব্যবসাদার। ইহাদিগের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, এ দেশের লোকের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। দুই জাতির মধ্যে সাধারণ কিছু নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কার্য্যানুরোধ ভিন্ন পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় না; কার্য্য ফুরাইলে উভয়ই স্বস্ব স্থানে ফিরিয়া যায়। মিশিতে বা মিলিতে উভয় জাতির মধ্যে কোনটিরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। বহুবৎসর যাবৎ এক-স্থানে বাস করিয়াও উভয় জাতি পরস্পরের নিকট এক হিসাবে সম্পূর্ণ-রূপে অপরিচিত। পরিচয়ের বাসনা পর্য্যন্ত কাহারও নাই। প্রায় দেড়-শত বৎসর ইংরেজ শাসন চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ ইংরেজ আসিয়াছে, আসিতেছে, গিয়াছে ও যাইতেছে। দেড়শত বৎসর পরে উভয়ের মধ্যে এখন এই ভাব। প্রথমে যখন ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয় পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ যে ঘনিষ্টতর ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। ফল কথা, ইংরেজ ও বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষ ভিন্ন কখনও পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে নাই। এরূপ স্থলে সম্বন্ধ, সম্পর্ক অথবা সংঘর্ষ এ সকল কথার অর্থ বুঝা কঠিন।

তাহার পর আদান প্রদান ও বিনিময়ের কথা। কাহারও সহিত কোন বস্তুর বিনিময় করিবার পূর্ব্বে, কতক গুলি বিষয় স্থির করিতে হয়। আমার যাহা আছে অপরে তাহা গ্রহণ করিবে ও তাহার বিনিময়ে পর-স্পরের স্বীকৃত তুল্য মুল্যের সামগ্রী আমাকে দিবে, তবেই বিনিময় হয়। শিক্ষা অথবা জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ দোকানদারী সম্ভব নয়। এখানে

স্বেচ্ছায় অথবা প্রয়োজন অপেক্ষায় আদান প্রদান চলে। আমাদের দেশের জ্ঞান-শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজদিগের বিশেষ ঔৎসুক্য বা আগ্রহ দেখা যায় না। সে জ্ঞানের অভাব অথবা প্রয়োজন তাঁহাদিগের মধ্যে নাই। আমরা কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য লালায়িত; এরূপ স্থলে আদান প্রদানের কথা আসে না। তাহার পর প্রতিযোগিতা। যাহারা বল পরীক্ষা করে তাহারা জানে যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত একই সমতল ভূমিতে উভয়কে পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়। জ্ঞান সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা থাকিলেও ইহাতে জয় বা পরাজয় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইউরোপে সকল জাতিই জ্ঞানোপার্জ্জনে অথবা জ্ঞান-বিস্তারে পরস্পরের প্রতিযোগী, সকলেই জ্ঞান সম্বন্ধে একই ক্ষেত্রে অবস্থিত। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিক্ষুক, ইংরেজগণ এক হিসাবে সেই শিক্ষার মালিক। দাতা ও ভিক্ষা-গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা কিরূপে সম্ভব হইবে?

তথাপি পাশ্চাত্য জাতিদিগের মানসিক প্রভাব আমাদিগের মধ্যে কতকটা আসিয়াছে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। এ প্রভাব সংসর্গ অথবা সংঘর্ষ জনিত নহে; ইহার মূল প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শাসন নীতি ও পাশ্চাত্য বাণিজ্য-পদ্ধতি আর অতি সামান্য ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা। ইংরেজদিগের প্রতিষ্ঠিত রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, ইংরেজি আদালত, পুলিস, রাজস্বআদায় প্রথা, ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য,—এমন বাঙ্গালী নাই যে ইহাদের এক বা অপরের সহিত যাহার পরিচয় নাই। ইংরেজি অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত সাধারণ বাঙ্গালীর সম্পর্ক আদৌ ঘনিষ্ঠ নহে। বাঙ্গলা দেশে এমন কুটীর নাই যেখানে ইউরোপজাত সামগ্রী না প্রবেশ করিয়াছে, অথবা ইংরেজ শাসনের কোন না কোন উপাদানের সহিত গৃহস্থের পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু শতকরা দশ জন বাঙ্গালীর গৃহে কোন প্রকার পুস্তক প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ; শতকরা পাঁচ জন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজ অধি-

কার ফলে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে আসিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ শিক্ষার পরিমাণ অতি সামান্য, তথাপি এই সামান্য শিক্ষা কি প্রকারে আসিল, কেন আসিল, কে আনিল ?

আমরা ইংরেজদিগের নিকট হইতে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, একথা সাধারণ হিসাবে সত্য। আমাদের মধ্যে কেহ ইউরোপে যাইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা আনে নাই কিন্তু কেবল মাত্র একথা বলিলে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইবে না। ইংরেজগণ আমাদের দেশে শিক্ষা আনিয়াছে একথার অর্থ কি ?

শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ বলিলে আমাদের নিকট অনেক প্রকার ইংরেজ বুঝায়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এক শ্রেণীর ইংরেজ, মহাসভার সভ্যগণ এক শ্রেণীর ইংরেজ, ইংলণ্ডস্থিত তৎকালীন ভারতবর্ষ পরিচালনা সভার (Court of Directors) সদস্যগণ আর এক শ্রেণীর ইংরেজ, এদেশস্থিত রাজকর্ম্মচারিগণ আর এক শ্রেণীর ইংরেজ, এদেশের বে-সরকারি ব্যবসাদার ইংরেজগণ আর এক শ্রেণীর ইংরেজ, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীগণ আর এক শ্রেণীর ইংরেজ। এই কয় শ্রেণীর সহিত ইংরেজ-রাজত্ব-স্থাপনের সময় হইতে এদেশের লোকের সহিত সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। এই সকল শ্রেণীর ইংরেজগণ প্রত্যেকে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার নিমিত্ত কি করিয়াছে ? এদেশের লোকেরাই বা পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কি চেষ্টা করিয়াছে ? এক কথায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস কি ?

বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে হইলে এ দেশেতে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস জানা আবশ্যক। এ বিবরণে সম্পূর্ণ অথবা বিস্তারিত ভাবে এই শিক্ষার ইতিহাস লিখিবার স্থান নাই। তথাপি ইহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এখনকার শিক্ষার অবস্থা পরিস্ফুট হইবে না। এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় গঠন পর্য্যন্ত শিক্ষার ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে অতি সংক্ষেপে লিখিলাম। ঘটনাগুলি এক সঙ্গে পাঠ করিলে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রায় একশত বৎসরের শিক্ষার প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বুঝা যাইবে। যাহা লিখিলাম তাহার অনেক ভুল আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে যতদুর পারিয়াছি, যাহা প্রকৃত, তাহাই লিখিয়াছি। যে প্রণালীতে এই বিবরণ লেখা হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থলে পুনরুক্তি দোষ অপরিহার্য্য; পাঠকগণ সে দোষেরও বহুল উদাহরণ পাইবেন। পুস্তক মধ্যে উদ্ধৃত বাক্যের (Quotation) কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ দোষও এক কারণে অপরিহার্য্য। আমার কথা কে প্রত্যয় করিবে? এ কথা কেবল আমার সম্বন্ধে খাটে এমন নহে, প্রায় বাঙ্গালী মাত্রেরই সম্বন্ধে এ কথা খাটে। আমরা যদি কোন কথা বলি আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃই সে কথা বিশ্বাস করে না। ইহা আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে আমাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের কথা আমাদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও বিশ্বাসের সামগ্রী। বিদেশীয়গণের কথা হইল আমাদের সকল যুক্তির প্রমাণ। এ স্থলে তাহাদের বচন উদ্ধৃত না করিলে দেশের লোকের নিকট আমাদের কথার কোন মূল্য থাকে না। অগত্যা সেই আশ্রয় বহুল পরিমাণে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শেষ কথা, আমি ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই আমাদের দেশের কোন বিষয়ের ইতিহাস লিখিবার উপাদান সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। যাহা লিখিলাম তাহা প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তক হইতে সংকলন মাত্র।

যখন ইংরেজ রাজত্ব এ দেশে স্থাপিত হইল, তখন ইংরেজী রাজভাষা হইল। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যস্থাপনের অনেক পরে ফারসী ভাষায় প্রায় সকল প্রকার শাসন কার্য্য চলিত। এ ভাব অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে।

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন পূর্ব্বের ন্যায় ফারসী পড়িত। যে সকল বিভাগকে আমরা এখন সরকারী-বিভাগ (Government Departments) বলি, ইংরেজশাসন অধিষ্ঠানের অনেক পরেও সে সব বিভাগের সৃষ্টি হয় নাই। রাজস্ব-আদায়, জমার বন্দোবস্ত, দেশেতে শান্তি স্থাপন, এই সকল কাজ লইয়া নুতন শাসন কর্ত্তারা ব্যস্ত ছিলেন। এ সকল কাজ করিতে ইংরেজীর অধিক প্রয়োজন হইত না। ফারসী ভাষার সাহায্যেই অনেক কাজ কর্ম্ম চলিত। ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতে ও সুপ্রিম কোর্টে ফারসীর সাহায্যে কাজ চলিত তথাপি দুই এক কথা ইংরেজী জানিলে কিছু সুবিধা হইত। সে কালে ইংরেজ এটর্ণিদিগের 'বাবু' হওয়া বিশেষ লাভের কাজ ছিল। এ দেশে যে সকল ব্যবসাদার ইংরেজ আসিত তাহাদের কথা বুঝিতে পারিলে বা তাহাদিগকে এ দেশবাসীদের কথা বুঝাইতে পারিলে বিলক্ষণ দু পয়সা লাভের সম্ভাবনা ছিল। সে সময় শাসন কার্য্যে ইংরেজী এককালে প্রয়োজন হইত না, তাহা নহে। সময় সময় ইংরাজীতে অভিজ্ঞ এমন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইত। তখন প্রধানতঃ পর্টুগিজদের বংশধরগণ ইংরেজী শিখিয়া সেই সকল কার্য্য করিত। পর্টুগিজ ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ও শেষ ভাগে এদেশে ইউরোপিয়ান জাতিদিগের চলিত ভাষা (Lingua Franca) ছিল। ইউরোপীয় জাতিগণ পর্টুগিজ ভাষার সাহায্যে এ দেশীয় লোকদের সহিত কাজ করিতেন; স্বয়ং ক্লাইভ এদেশী ভাষা জানিতেন না, পর্টুগিজ ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইংরেজ সওদাগরগণের সহিত এদেশীয় লোকের কেনা বেচার সাহায্য করা ও বে-সরকারী ইংরেজদের অধীনে অতি সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা ইংরেজী শিখিলে এ দুইটী উপায়ের দ্বারা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা থাকিত। তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে (ঊনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বে) ইংরেজী শিক্ষা

দেশের লোকের নিকট অর্থকরী বিদ্যা হয় নাই। ইংরেজ রাজ-সরকারে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিস সে পথ রুদ্ধ করেন; যে অভাব ছিল, তাহা পর্টুগিজগণ পূরণ করিত। তখনকার দেশের লোকসংখ্যার হিসাবে কলিকাতার বাহিরে বোধ হয় পঞ্চাশ সহস্রের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও ইংরেজী জানিত না; ইংরেজী শিক্ষার কথাও যে ভাবিত তাহা মনে হয় না।

তাহার পর বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কেহ চিন্তা করিত না। কলিকাতা বা বড় সহরে ইংরেজী শিখিলে কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু তখনকার প্রচলিত পাঠশালায় পাশ্চাত্য ভাবে বাংলা শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা কেহই প্রয়োজন বোধ করে নাই। অধ্যাপকগণ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। বাংলা ভাষার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফারসী নবিস শিক্ষিত সম্প্রদায় ফারসী আরবী পড়িতেন; বাঙ্গলার বড় ধার ধারিতেন না। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা পড়ান হইত। তবে সে শিক্ষা অতি সামান্য; যে যে বিষয় আমরা মনে করি, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, ভূগোল, ইতিহাস, উচ্চগণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি সে সময় এ সকলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। যে সামগ্রীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব হয় না, সে সামগ্রীর অভাব পূরণের চেষ্টা সম্ভব নয়। যে ভাবে তখন পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত তখনকার লোকে সেই শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর কথা তাহারা জানিত না। বলা বাহুল্য এ সংবাদ ইংরেজদের নিকট হইতে প্রথমে আমরা অবগত হই।

তবে কি কারণে দেশের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাংলা শিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তার হইল? ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃদের চেষ্টায় বা নেতৃত্বে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত অথবা বিশেষ বিস্তার

হয় নাই। চাকরীর লোভে যে বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিখিত তাহা একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু ইহা বলিলে কথাটি অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পূর্ব্বে নানা শ্রেণীর ইংরেজের কথা বলিয়াছি। এখানে বলিয়া রাখি (David Hare) ডেভিড্ হেয়ার ভিন্ন কোন বে-সরকারী ইংরেজ এদেশে ইংরেজী অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তির নাম আমার স্মরণ হয় না। ইংলণ্ডের মহাসভা, (English Parliament), ভারত-পরিচালনা-সভার (Court of Directcrs) সভ্যগণ, এদেশস্থিত ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারিগণ, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রীগণ এদেশে শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও বিস্তার সম্বন্ধে কিছু না কিছু সকলেই করিয়াছেন। এই সকল শ্রেণীর ইংরেজেরা যাহা করিয়াছেন ও বাঙ্গালীরা নিজের চেষ্টায় যাহা করিয়াছে এই দুই লইয়াই প্রথমে বাংলা দেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকে কি কি করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দির আরম্ভ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় লাগে। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত, এই সময় কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এক এক অংশে লিখিলাম। পরে সেই ঘটনাগুলি একত্র করিয়া একশত বৎসরের এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করিরাছি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মিশনারিগণ।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত)

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে ধারণা আছে যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা শিক্ষা এ উভয়ই মিশনারীগণের চেষ্টায় ও যত্নে প্রচলিত হইয়াছে। মিশনারীগণ আমাদের শিক্ষাদাতা এরূপ সংস্কার সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে আছে। কিরূপে এরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হইল তাহা বলা কঠিন। শিক্ষার সম্বন্ধে এরূপ ধারণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না; তথাপি সকলেরই মনে একপ্রকার স্থির বিশ্বাস আছে যে, এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষার যে প্রচলন হইয়াছে তাহা খৃষ্টান মিশনারী-গণের পরিশ্রম ও যত্নের ফল।

এইরূপ বিশ্বাস কতদূর সত্যমূলক তাহা পরে দেখা যাইবে। তবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস জ্ঞানের অভাবে যে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নিজেদের ইতিহাস লেখা বা পড়া আমাদের অভ্যাস নাই, দেশের কোন সময়ের প্রকৃত ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়া পূর্ব্বাপর সম্পর্ক রক্ষা করিয়া এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ধারাবাহিকরূপে দেশের ইতিহাস লিখিতে আমরা জানি না। সে চেষ্টা আমরা কখন করি নাই, সে ইচ্ছা পর্য্যন্ত কখন আমাদের মনে উদয় হয় নাই। না হইবার বিশেষ কারণ আছে। সমষ্টি ভাব, সমগ্র ভাব অথবা এক ভাব মনে ধারণা করিতে না পারিলে

দেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তি-গত জীবনী অথবা কারিকার অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী-জাতি, হিন্দুধর্ম্ম, এই সকল কথার নীচে যে একতার ভাব আছে সে ভাব আমাদের মনে কখন উদয় হয় না; সেই কারণে ইউরোপীয়গণ যাহাকে ইতিহাস বলেন কিম্বা মুসলমানগণ যাহাকে তোয়ারিখ বলেন সেইরূপ রচনার উদাহরণ আমাদের ভাষায় নাই। আমাদের মধ্যে লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতি ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এ জনশ্রুতির ভিত্তিতে কতদূর সত্য অথবা মিথ্যা আছে তাহা আমরা কখনও পরীক্ষা করি না, করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের বিশেষ নাই। সময়ে এই অপরীক্ষিত ও অনেক স্থানে অপ্রকৃত জনশ্রুতি আমাদিগের নিকট ইতিহাসের স্থান অধিকার করে।

মিশনারিগণের শিক্ষাদান সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে। তবে এখানে একটু কথা আছে; আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস লিখি না কিন্তু অন্য দেশের অধিবাসীগণ আমাদের দেশের ইতিহাস লিখেন। যাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন তাঁহারা লিখেন, যাঁহারা আসেন নাই তাঁহারা ঘরে বসিয়া লিখেন। যাহা লিখিবার উপযুক্ত মনে করেন তাহাই লিখেন। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা জনশ্রুতির উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর না করেন তাঁহাদিগকে এইরূপ বিদেশীয়গণ লিখিত আখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ বাঙ্গালার ইতিহাসের সন্ধিস্থল। এই সময়ে ইউরোপীয়দিগের সহিত তাহা-দিগের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, তাহাদিগের আচার ও ধর্ম্ম, তাহা-দিগের পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্য-পদ্ধতি, তাহাদিগের চরিত্র ও নীতি এই সকলেরই সহিত এদেশীয় লোকের প্রথম পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের ফলে এদেশেও প্রতিঘাত ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। বাঙ্গালার বর্ত্তমান

ইতিহাস বুঝিতে হইলে ও ভবিষ্যতে কি হইবে অনুমান করিতে হইলে এ সময়ে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে খাটে।

মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছিল তাহা বলিতে হইলে অনেক কথা আসে। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসে; ইহাই হইল তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও এক মাত্র কার্য্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে তাহাদের দেশস্থিত মিশনারী সমিতি সকল তাহাদিগকে এদেশে পাঠায় ও অর্থ দিয়া প্রতিপালন করে। শিক্ষা বিস্তার মিশনারীগণের ধর্ম্ম প্রচারের অঙ্গ মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে মিশনারীগণ কি ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিত তাহা জানিতে হইলে সে সময়কার ইংরেজ শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়কার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে এদেশীয় ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারিগণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কোর্ট অফ ডিরেক্টারস, বোর্ড অফ কণ্ট্রোল (Board of Control) পার্লামেণ্ট মহাসভা এ সকলের সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানা প্রয়োজন।

নিম্নে যে মিশনারী সংবাদ লিখিলাম তাহা একটু দীর্ঘ হইয়াছে। অনেক নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। আবশ্যক বোধে এই সব কথা লিখিলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষা যে সময়ে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয় সেই সময়কার দেশের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন; এই কারণে সে অবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উৎপত্তির কথা আমরা সকলে অবগত আছি। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জনকতক ইংরেজ সওদাগর একত্র হইয়া স্থির করে যে তাহারা ভারতবর্ষ, যাভা প্রভৃতি পূর্ব্ব ভূভাগস্থিত দেশের সহিত বাণিজ্য করিবে: এই বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যৌথ কারবারের

নিয়মানুসারে প্রত্যেকে, অর্থ দিয়া এই কারবারের অংশীদার হয়; কোম্পানীটির নাম হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। অংশীদারদিগের (Share-holders) নাম হইল প্রোপ্রাইটারস্ (Proprietors)। যখন ইংরেজ সওদাগরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে সেই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতিরাও, দিনেমার, ডাচ্ পর্টুগীজ, ফরাসী, পূর্ব্ব ভূভাগে বাণিজ্য করিতে আপন আপন দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। সকল দেশে সওদাগরেরা আপনাদিগের স্বার্থ ও বাণিজ্য রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশের অধিপতিদিগের নিকট আবেদন করে। তাঁহারাও আহ্লাদের সহিত তহাদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এলিজাবেথ রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি ও সনন্দ প্রদান করেন। যাহাতে ব্যবসায়ে কোন প্রকার বাধা বা বিঘ্ন না ঘটে, যাহাতে অংশীদারগণের স্বার্থ হানি না হয়, অপর কোন কোম্পানী প্রতিযোগিতা না করিতে পারে, যাহাতে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে, অথবা বিপদ ঘটিলে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সনন্দে এ সকল কথার উল্লেখ ছিল। এতদ্ভিন্ন পণ্যদ্রব্য, শুল্ক, বাণিজ্য পদ্ধতি এ সকল কথারও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল।

প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত এই কোম্পানী এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এক সময়ে দেশে আর একটি প্রতিযোগী কোম্পানী স্থাপিত হয়; ১৭০৮ সালে উভয়ে মিলিয়া পুনরায় একটি কোম্পানী গঠিত হয়। কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় ইংলণ্ডে ছিল; সে স্থান হইতে কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিত। সকল ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে কাজকর্ম্ম চলিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এদেশ হইতে তুলা, মসলা, কাপড়, রেশম, হাতীর দাঁত প্রভৃতি এদেশজাত বস্তু ইংলণ্ডে লইয়া যাইত। ইংলণ্ড

হইতে বনাত, পশমের সামগ্রী, লোহার সামগ্রী, প্রভৃতি এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্যবসাদার কোম্পানী এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। পূর্ব্বে ইহার কাজ ছিল বাণিজ্য পরিচালনা, এখন আর এক কাজ হইল সাম্রাজ্যশাসন। এই সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে বলা বাহুল্য ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সাহায্য করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এদেশের লোক লইয়া সিপাহী পণ্টন গঠন করিত। কোম্পানীর অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এই সকল পণ্টনের সৈনিক পুরুষ (Officers) নিযুক্ত হইতেন। ইহাদিগকে (Company's Officers) কোম্পানীস্ অফিসারস্ বলিত। এই সকল পণ্টন ভিন্ন ইংরেজ সরকারী পণ্টন অনেক সময় এ দেশে আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিত। ইহাদিগকে (King's or Queen's Regiment) কিংস্ বা কুইনস্ রেজিমেণ্ট বলিত। বলা বাহুল্য ইংলণ্ডের অধিপতি ও মহাসভার সাহায্য না পাইলে এই যৌথ-কারবারের অংশীদারগণ এদেশে রাজ্য-সংস্থাপন করিতে পারিত না।

সাম্রাজ্য-স্থাপনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বদেশীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত (English Government) সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ট হইতে লাগিল। কোম্পানীর স্বার্থপরতা, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার, কুশাসন ও দুর্নীতি-পরায়ণতা ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের ভারতবর্ষের বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়া এই সমস্ত কারণে পার্লামেণ্ট মহাসভা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য পদ্ধতির এবং শাসনকার্য্যের উপর ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এতদিন ইংলণ্ডের জন-সাধারণের ভারতবর্ষের সহিত কোন স্বার্থ ছিল না; এখন ভারতবর্ষের বাণিজ্যের প্রতি দেশের লোকদিগের লোভ পড়িল। তাহার উপর সাম্রাজ্যশাসন ব্যবসাদার কোম্পানীর লোক

দ্বারা কথন সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের সমস্ত বাণিজ্য একটি কোম্পানীর একচেটিয়া হইয়া থাকে, এই বাণিজ্যের সমস্ত লাভ একটি কোম্পানী উপভোগ করে ইহাতে দেশের অপরাপর সওদাগরেরা একান্তই অসম্মত ছিল ও এই এক চেটিয়ার বিপক্ষে জন সাধারণের প্রতিনিধিগণ পার্লামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন করিতে ছাড়িত না। কোম্পানীর পক্ষের লোকেরাও আত্মরক্ষা করিতে ক্রটি করিত না।

উপরে বলিয়াছি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পায় তখন তাহারা কতকগুলি অধিকার পাইয়াছিল। সময়ে ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে এই অধিকার গুলির সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথম হইতেই এদেশের বাণিজ্য কোম্পানীটির একচেটিয়া ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সেই ভাবে থাকে। প্রতি বিশ বৎসরে পার্লামেণ্ট মহাসভায় (Parliament) কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত হইত; অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিশ বৎসরের নিমিত্ত তাহারা এদেশে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পাইত; এই সময়ে পার্লামেণ্ট মহাসভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যের সমালোচনা হইত। তাহাদের দোষ গুণের বিচার হইত; ইংলণ্ডের লোকদিগের কোম্পানী সম্বন্ধে আবেদন অভিযোগ শুনা হইত; তাহারপর পরবর্ত্তী বিশবৎসরের নিমিত্ত কোম্পানীর অধিকার ও ক্ষমতা নির্দ্ধারিত হইত। তাহারা কি কি সর্ত্তে অথবা নিয়মে বাণিজ্য করিবে ও সাম্রাজ্যশাসন করিবে তাহা স্থির হইত। কোম্পানী সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাহার পর বিশ বৎসর কার্য্য করিত।

১৭৭৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত হয়। সেই বৎসর পার্লামেণ্ট মহাসভায় (Regulating Act) শাসন-নিয়ামক আইন পাশ হয়। তাহার ফলে কোম্পানীর অনেক বিষয়ে ক্ষমতার হ্রাস হয়। তাহাতে স্থির হইল যে কোম্পানী, ভারতবর্ষস্থিত নিজ কর্ম্মচারী

দিগের নিকট যে সমস্ত চিঠি পত্রাদি পাঠাইবে অথবা তাহাদিগের নিকট হইতে পাইবে, সে সমস্ত ইংলণ্ডের রাজ সচিবদিগের অবগতির নিমিত্ত তাহাদের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এত দিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এ দেশে নিজেরাই আপনাদিগের বিপক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিত। এই বৎসর কলিকাতায় রাজকীয় আদালত (Crown Court) স্থাপন করিতে আদেশ হইল। তাহার ফলে কলিকাতায় পর বৎসরে Supreme Court স্থাপিত হয়। স্বয়ং গভরর্ণর জেনারল এই আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালনে নিয়ন্ত্রিত হইলেন।

বিশ বৎসর পরে ১৭৯৩ সালে পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হয়। ১৭৭৩ হইতে ১৭৯৩ পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরে বাঙ্গালা দেশে প্রথম ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয়। এই বিশ বৎসরের বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিলে এখনকার অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এ বিবরণে স্থান নাই; তথাপি সে সময়কার অবস্থা কিছু না বুঝিলে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার ইতিহাস বুঝা সহজ হইবে না। সেই কারণে সে সময়কার দেশের অবস্থা একটু সংক্ষেপে লিখিলাম।

উপরে বলিয়াছি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটী যৌথ কারবারের নাম ছিল। ইহার অংশীদারগণকে প্রোপ্রাইটারস্ অফ্ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (Proprietors of the East India Company) বলিত। কার্য্য-নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহারা একটী পরিচালনা সভা গঠন করে। পূর্ব্বে বোধ হয় অংশীদার লইয়াই এ সভা গঠিত হইত। যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন কোম্পানীর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত কর্ম্মচারিগণও এই পরিচালনা-সমিতির কর্ম্মচারী ও সময়ে সভাপতি পর্য্যন্ত হইতে পারিত। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ পরিচালনা-সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে তাহাদের বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা হইত। ভারত-

বর্ষস্থিত কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার এই পরিচালনা-সভার হাতে ছিল। পরিচালনা-সভাতে প্রবেশ করিতে পারিলে ভারতবর্ষে আত্মীয় কুটুম্বগণের পরিপোষণ অতি সহজেই সম্পন্ন হইবার সুবিধা হইত। এই পরিচালনা-সভার নাম ছিল (Court of Directors) কোর্ট অফ্ ডাইরেকটরস্। লণ্ডনে লিডনহল ষ্ট্রীটে (Leadon Hall Street) ইহাদের আফিস ছিল। এই আফিসকে ইণ্ডিয়া হাউস্ (India House) বলিত। কোম্পানীর বাণিজ্য সম্বন্ধে ও পরে সাম্রাজ্য-স্থাপন হইলে সাম্রাজ্য-শাসনের নিমিত্ত যাহা কিছু নিয়মাবলি বা বিধি সময়ে সময়ে লিপিবদ্ধ হইত তাহা এই পরিচালনা-সভা অথবা কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ (Court of Directers) স্থির করিত। এই সভার সদস্যগণ ভারতবর্ষের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদেরই আদেশমত এই কর্ম্মচারিগণ কার্য্য করিত। এমন কি স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল তাঁহাদের নিযুক্ত আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী ছিলেন।

ইং ১৭৮৪ সালে Pitt's India Act রাজ-সচিব পিটের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আইন্ পাশ হয়। ইহার ফলে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্দিগের ক্ষমতার পুনরায় অনেক হ্রাস হয়। ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) জনকতক সভ্য লইয়া (Board of Control) বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল নামে এক সভা গঠিত হইল। একজন রাজ সচিব (Minister of the Crown) ইহার সভাপতি হইলেন। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্গণের সমস্ত কার্য্য সমালোচনা, পরিবর্ত্তন ও নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ইহাদের হস্তে দেওয়া হইল। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট (English Government) ভারতবর্ষ শাসনের ভার লইলেন। সময়ে এই বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের (Board of Control) সভাপতিই Secretary of State for India নামে কর্ম্মচারী হইলেন। এই সভার

আফিস ছিল ক্যানন ষ্ট্রীটে (Cannon Street)। এই সভা স্থাপনের পরও কোর্ট অফ্ ডিরেক্টার্স দিগের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। সে ক্ষমতা প্রতি ২০ বৎসর অন্তর যখন কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত হইত, পর পর হ্রাস হয়; পরে ১৮৩৩ সালে বাণিজ্য সম্বন্ধে কোম্পানীর সকল অধিকারই লোপ পায়। তথাপি সভা (বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল) গঠন হইবার পরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষে বাণিজ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অধিকার ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারী ভিন্ন কোন ইংরেজের এ দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে অধিকার ছিল না। এমন কি কোনও ইংরেজ, কোম্পানীর বিনানুমতিতে এ দেশে বাস করিতে পারিত না। কোম্পানীর কর্ম্মচারি ভিন্ন এ দেশে সকল ইংরেজকেই কর্ত্তৃপক্ষ দিগের নিকট নাম খাতায় লিখিয়া রেজেষ্টারী করিতে হইত।

ইংলণ্ড হইতে আসিবার নিমিত্ত কোম্পানীর জাহাজ ছিল। এ দেশে আসিবার নিমিত্ত জাহাজদিগকে East "Indiaman" বলিত। এই সব জাহাজে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ও যাহারা অনুমতি পাইত তাহারাই আসিত। জাহাজগুলি কলিকাতায় পৌঁছিলে সমস্ত যাত্রীগণের নাম, নিবাস, কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করিয়া, কাপ্তেন কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট দাখিল করিত। কোম্পানীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন সকলকেই অনুমতি (permission) লইয়া এ দেশে আসিতে হইত। প্রতি বৎসর তাহাদিগের নাম, ঠিকানা, বৃত্তি প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে হইত। যাহারা কোম্পানী সংক্রান্ত নহে তাহাদিগকে Interlopers or Pirates বলিত। যাহাতে এই শ্রেণীর লোক এ দেশে আসিতে না পারে Court of Directors যথা সাধ্য চেষ্টা করিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে এ শ্রেণীর লোকদিগকে এ দেশে প্রবেশ করিতে নিবারণ করিতে পারিত ও এ দেশবাসী এই শ্রেণীর ইংরেজদিগকে পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যা-

বর্দ্ধন করাইতে পারিত। এক কথায় যে সকল ইংরেজের এ দেশে আসা বা বাসকরা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ অনভিপ্রেত মনে করিত তাহারা তাহাদিগকে এ দেশে আসিতে বা বাস করিতে নিবারণ করিতে পারিত। এ অধিকার তাহারা Parliament মহাসভা হইতে প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত (১৮১৩) এ ক্ষমতা তাহাদের ছিল। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনে দুটি আশঙ্কা হইত। প্রথম, অপর ইংরেজ সওদাগর এ দেশে আসিয়া ব্যবসা করিলে তাহাদের একচেটিয়া লাভের হানি হইতে পারে। দ্বিতীয়, অপর লোকে এ দেশে আসিলে তাহাদিগের শাসন-কার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে। এই দুই কারণে তাহারা সদাই শঙ্কিত থাকিত। ১৭৮৩ সালে এ শ্রেণীর ইংরেজ এ দেশে আসিবার বিপক্ষে পার্লামেণ্ট মহা সভায় এক কঠোর নিয়ম জারী করে।

"If any subjects of His Majesty not being lawfully licensed should, at any time, repair to or be found in the East Indies, such persons were to be declared guilty of a high crime and misdemeanour and be liable to fine and imprisonment."

উপরে যে নিয়মের কথা লিখিলাম তাহা কিন্তু কার্য্যে অধিক পরিণত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বহুসংখ্যক স্বাধীন ইংরেজ সওদাগর এ দেশে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এ দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন নাই; (Fairly) ফেয়ারলী বলিয়া এক জন সাওদাগর এই শ্রেণীর ইংরেজ-দিগের মুখপাত্র ছিলেন। ১৭৯২ হইতে ১৮১২ সাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দুইটি ইংরেজকে স্বদেশে পাঠান হয়। ইহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের

কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা করিতেন। পাছে দেশের লোকের মনে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অসন্তোষের উদয় হয় সেই কারণে তাহাদিগকে এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

বোর্ড অফ ডিরেকটারস্ আপনাদিগের কর্ম্মচারিদিগের সম্বন্ধে কিরূপ ভাবিতেন নীচে যাহা লিখিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে। "In the complicated scenes of corruption which had been revealed, they found gentlemen, who had served in the highest offices, implicated, who had shown that no ties of honour could control that unbounded thirst for riches which pervaded the whole settlement and threatened a dis-solution of all Government."

তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মপ্রণালীর সম্বন্ধে লিখিতেন "The most tyrannic and oppressive conduct that was ever known in any age or country."

স্বয়ং গভর্ণর জেনারল সারজন শোর Sir John Shore নিজেই বলিতেন—"I could easily make ten thousand pounds a year if I had not been burdened with a Conscience."

এই সকল কর্ম্মচারিদিগের প্রায়ই চরিত্র অতি কলুষিত হইত। সিভিলিয়ানগন ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই এ দেশে আসিত। লেখা পড়ার সহিত কাহারও বিশেষ সংশ্রব থাকিত না। ইহাদেরই শিক্ষার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেস্‌লী College of Fort William স্থাপন করেন। পরে হেলিবারীতে ভারতবর্ষের সিভিলিয়নগণের শিক্ষার নিমিত্ত College খোলা হয়, সে কথা পরে লিখিব। অধিকাংশই এদেশীয় স্ত্রীলোক লইয়া বাস করিত। To stock a zenana চলিত কথার মধ্যে ছিল। অনেকে নবাব আমীরদের অনুকরণে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক লইয়া হারামে

বাসা করিত। "In the course of a morning's ride, he (Mr. Ward) passed the grave of the former judge of the district (Jessore), and it may serve to illustrate the low morality which prevailed in European Society at that early period to note, that to gratify his native mistress, he directed that his body should be partly burnt in accordance with native custom, and partly buried."

প্রায় সকলেই এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের গর্ভজাত জারজ পুত্র কন্যা-দিগকে প্রতিপালন করিত। ১৮০২ সালে যখন Civil Fund খোলা হয় তখন ইহাদের পেন্‌সন লইয়া কথা উঠে। অধিকাংশ ইংরেজ কর্ম্মচারী বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কন্যাদিগের সহিত এই সকল জারজ পুত্র কন্যার সমান পেন্সন (pension) দাবী করেন। ইংলণ্ডের Court of Directors সে আবেদন অগ্রাহ্য করে।

ধর্ম্মের সহিত তখনকার এ দেশস্থ ইংরেজদিগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতার বাহিরে গির্জ্জা ছিল না। যখন সিরাজউদ্দোলা কলিকাতা আক্রমণ করে, তখন কলিকাতায় যে গির্জ্জা ছিল তাহা ভূমিসাৎ হয়। পলাশীর যুদ্ধের সাতাইশ বৎসর পরে এই গির্জ্জা—এখনকার Cathedral—নির্ম্মিত হয়। শাসনকর্ত্তা সারজন শোর পরে Lord Teignmouth ইহার সম্বন্ধে লেখেন :—

"Our church has lately been built. Though begun at first by subscriptions—a pagan gave the ground—all parties subscribed, lotteries, confiscations, donation received contrary to law, have been employed in completing it. The Company have contributed but little, no

proof that they consider the morals of their subjects connected with their religion."

রাজা নবকৃষ্ণ জমিটি প্রদান করেন; তিনিই উপরি উক্ত বিধর্ম্মী (pagan)—তখনই তাহার দাম ত্রিশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়।

ইংরেজ-ধর্ম্ম-যাজক যে একেবারেই দেশে থাকিত না তাহা নহে। ইংরেজ সৈন্যদের সহিত ধর্ম্মযাজক (Chaplain) থাকিত। যেমন গোরা পল্টনের ডাক্তার থাকে, ইহারাও সেই ভাবে থাকিত। সৈনিক কর্ম্মচারী (Military officers) দিগের ন্যায় ইহাদিগের মর্য্যাদা হইত। কাপ্তেন ও মেজর ইহাদিগের পদের সীমা ছিল। ইহারা নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পাইত, নিয়ম অনুসারে ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হইত, সময় পূর্ণ হইলে পেন্সন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। এই চ্যাপলেন-গণের সংখ্যা অতি সামান্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গবিভাগে সাত কি আট জনের অধিক চ্যাপলেন কখন থাকিত না। যখন গাজীপুরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু হয় তখন তাঁহার দেহ কবর দিবার সময় কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পাওয়া যায় নাই। এই সকল সৈনিক বিভাগের ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মকার্য্য অতি সামান্যই করিত। ইংরেজদিগের বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, এই সকল উপলক্ষে উপস্থিত থাকিত। গির্জায় ভজনা করা ইহাদিগের কার্য্যের মধ্যে ছিল না। সকলেই সে কালের অপরাপর ইংরেজের ন্যায় ব্যবসা করিত। অনেকেই অর্থের জন্য এদেশে আসিত। Claudius Buchanan নামে একজন ধর্ম্মযাজক কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি গভর্ণর জেনারেলের Chaplain ছিলেন। ইহাঁর কথা পরে উল্লেখ করিব। তিনি তখনকার শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েলেস্‌লীর অবগতির নিমিত্ত ইহাদের সম্বন্ধে এক মন্তব্য লিখেন। তিনি বলেন "that the salaries were so small, and the situation so ineligible

that few men respectable for learning or character would accept the appointments. At that time Chaplaincies were given away at the India House, like Assistant surgeonships, from favour or importunity and without any reference whatever to the merit or fitness of the candidates. The description given of two out of the 5 Chaplains by one of the most eminent of their own body at this time, runs thus :— Mr.—is avaricious in extreme and pockets more than half the allowance of his clerk. Mr.—just arrived came out preferably to get bread for his children. I know one clergyman on our establishment who had neither Bible nor Prayer-book.

সে কালের Civilian গণের চরিত্র কিরূপ ছিল, পূর্ব্বে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু বুঝা যাইবে। সকলেই ব্যবসা করিতে পারিত ও অনেকেই তাহা করিত। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ম ছিল যে ইংরেজগণ এদেশে ভূসম্পত্তি কিনিতে পাইবে না। পঞ্চাশ বিঘার উর্দ্ধ ইংরেজদিগের আইন অনুসারে জমী কিনিবার অধিকার ছিল না। তবে আর এক উপায়ে তাহারা জমীর অধিকারী হইতে পারিত। কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের কর্ম্মচারিদিগকে যত ইচ্ছা জমী দান করিতে পারিতেন। ১৭৮০ সালে কিম্বা তাহার কিছু পরেই এদেশে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। কোম্পানী-প্রদত্ত জমীতে অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী নীল বুনিতে আরম্ভ করে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে জমী পাইয়া অনেক ইংরেজ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ আরম্ভ করে। তখন ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ ব্যবসাদার কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিল। এদেশজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা ও সংগ্রহ করিয়া

ইংলণ্ডে কোম্পানীর গুদামে পাঠান তাহাদের কর্ম্মের মধ্যে ছিল। যে সকল কর্ম্মচারী এদেশজাত সামগ্রী কোম্পানীর পক্ষ হইতে সংগ্রহ করিত তাহাদিগকে স্থানীয় ব্যবসায়ী কর্ম্মচারী (Commercial Resi-dent) বলিত। দেশের তুলা এবং তুলার প্রস্তুত সামগ্রী, রেশম, নীল এই সকল প্রধানতঃ ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষে শাসন-কার্য্য-পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের প্রতি-নিধিগণ পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে আন্দোলন করিত। তাহার ফলে Regulating Act বা শাসন-নিয়ামক আইন, পিটের ভারতবর্ষ Pit's India Act পাশ হয়। ইংরেজ সওদাগরেরা, যাহাতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একচেটিয়া উঠিয়া যায় তাহার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে আর এক শ্রেণীর লোক ভারতবর্ষে নিজেদের কার্য্য-ক্ষেত্র বিস্তার করিতে ব্যগ্র হয়। ইহারা ইংরেজ ধর্ম্ম-প্রচারক অথবা Missionary. এই মিশনারীদিগের কথা বলিতে হইলে প্রথমে ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। কথাটা নীরস হইলেও প্রয়োজন অনুরোধে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে কিছু লিখিলাম।

ইংরেজ খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান্যান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট (Roman Catholic and Protestant) এই দুইটী প্রধান বিভাগ ইহা আমরা সকলেই জানি। ইংলণ্ডে রোম্যান ক্যাথলিকদিগের সংখ্যা অতি সামান্য। ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে রোম্যান ক্যাথলিক প্রচারক দিগের কার্য্য প্রণালী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কার্য্য প্রণালী হইতে বিভিন্ন। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মের গ্রন্থ (Bible) প্রটেষ্টাণ্টরা সকল দেশের চলিত ভাষায় অনুবাদ করে ও সেই অনুবাদ দেশের সাধারণ লোকে পড়ে। রোম্যান ক্যাথলিক দিগের মধ্যে এ পদ্ধতি নাই। ধর্ম্ম যাজকের সাহায্য

বিনা বাইবেল পাঠ প্রচলিত নাই ; দেশের চলিত ভাষায় বাইবেল পাঠ ইহাদের মতে অনুমোদিত নহে। গির্জ্জাতে ধর্ম্মযাজকদের সাহায্যে বাইবেল পাঠ বা শ্রবণ ইহাদের মধ্যে নিয়ম। প্রটেষ্ট্যাণ্ট প্রচারকদিগের সহিত তুলনা করিলে আর একটু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভাবে প্রটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারীগণ ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করে, রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারীগণ সে ভাবে কাজ করে না। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ স্কুল খুলে, ধর্ম্মশিক্ষা দেয় হাঁসপাতাল স্থাপন করে। নিঃস্ব বালক বালিকাদিগের আহার ও বাসের সংস্থান করে, রোগীর পরিচর্য্যা করে। কিন্তু এসকল কাজ যাহারা রোমান ক্যাথলিক তাহাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ করে। অন্য ধর্ম্ম অবলম্বী কিম্বা মতাবলম্বী লোকদিগকে ভজাইয়া স্বমতে দীক্ষিত করিতে ইহা-দিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না সেই কারণে বাঙ্গালা দেশের রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের সম্বন্ধে বলিবার বেশী কিছুই নাই।

ইংরেজ প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে অসংখ্যদল আছে। কিন্তু একদলের প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে দলের নাম এাংগ্লিক্যান (Anglican) সম্প্রদায়। ইহাদিগকে চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ড অথবা এষ্টাব্লিস্ড্ চার্চ্চ বলে। (Church of England or Established Church)। দেশের বার আনা লোক, স্বয়ং ইংলণ্ডের অধীশ্বর এই সম্প্রদায় ভুক্ত। এই চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ড অথবা এষ্টাব্লিস্ড চার্চ্চ ইংলণ্ডের সরকারী ধর্ম্ম (State Religion)। বিচার বিভাগ, সৈনিক বিভাগ প্রভৃতি সরকারী বিভাগের ন্যায় (Church of England) চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ড একটী অন্যতম সরকারী বিভাগ। সরকারী রাজস্ব হইতে ও প্রজাদের প্রদত্ত অর্থ (Tithe) দ্বারা এই খ্রীষ্টান বিভাগের বিপুল আয় হয়। এই আয় হইতে এই বিভাগের ধর্ম্মযাজক কর্ম্মচারি-গণ প্রতিপালিত হয়।

সরকারী ধর্ম্ম বিভাগ ভিন্ন বেসরকারী খ্রীষ্টান ধর্ম্মবিভাগ অনেক আছে। এই সকল দল রাজস্ব হইতে ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত বিশেষ কোন সাহায্য পায় না, এই সকল বেসরকারী খৃষ্টান দিগের সাধারণ নাম, নন কনফরমিষ্ট অথবা ডিসেণ্টারস (Nonconformist or Dissenters)। ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল কর্ম্মের নিমিত্ত এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা আপনাদের মধ্য হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করে। গির্জ্জানির্ম্মাণ, স্কুল স্থাপন, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মযাজকদিগের বেতন প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আপনারাই টাকা প্রদান করে। এই নন কনফরমিষ্ট অথবা ডিসেণ্টারদিগের মধ্যে ওয়েস্লিয়ান, (Wesleyan) ব্যাপটিষ্ট (Baptist) প্রেসবিটেরিয়াণ (Presbyterians) এই তিনটিদল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্কটলণ্ডবাসীরা প্রধানতঃ প্রেসবিটেরিয়াণ। ইংলণ্ডে এ সম্প্রদায় অতি বিরল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডবাসীদিগের ধর্ম্মভাব কতদূর ছিল তাহা বলা কঠিন। তবে ধর্ম্মের ভাণ ও গোঁড়ামি যথেষ্ট ছিল। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের অসদ্ভাব ছিল না। তখনও এখানকার ন্যায়, আংলিকান সম্প্রদায়, দেশের সরকারী ধর্ম্ম, রাজ-বল ইহার পৃষ্ঠ-পোষক। নন কনফরমিষ্ট অথবা ডিসেণ্টার এবং রোমান ক্যাথলিক-দিগের বিপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত অনেক কঠোর আইন ছিল। তখনও Catholic Emancipation Bill পাস হয় নাই। Test and Corporation আইন রদ হয় নাই। এ সকল কথা স্থানান্তরে লিখিয়াছি, (Hinduism and The Coming Census The Christianity and Hinduism)—তখনও অনেক সরকারী কর্ম্ম আংলিক্যান সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ করিতে পারিত না। Oxford এবং Cambridge বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ননকন-ফরমিষ্ট অথবা ডিসেণ্টার বালক পড়িতে পারিত না।

যখন ইংরেজ রাজসচিবগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসনভার ধীরে ধীরে নিজেদের অধীনে আনিতে ছিলেন তখন ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর ভাব এদেশের শাসন প্রণালীর উপর আসিয়া পড়িল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম হইতে ধর্ম্ম লইয়া নিজ কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বিচার করে নাই। কর্ম্মচারিরা আংলিকান হউক অথবা ডিসেণ্টার্স হউক সে সম্বন্ধে তাহাদের ভেদ জ্ঞান ছিল না। এ পার্থক্য বিচার ও ভেদজ্ঞান পরে হইল।

ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিবার সময় ইংলণ্ডস্থিত সরকারী ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রথম প্রথম অনেক বিষয়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টারদিগের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টারস্‌দের এদেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখা সে সময়ে এক মহান্ উদ্দেশ্য ছিল। কোনপ্রকারে এদেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে পাছে তাহাদের মনে বিরাগ জন্মে এসম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। অনেক সময় যুদ্ধে জয় হইলে এদেশের দেব মন্দিরে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ পূজা দিতেন।

"Last week (1802) a deputation from the Government went in procession to Kalighat and made a thank offering to this goddess of the Hindus in the name of the Company for the success which the English have obtained in this country. Five thousand rupees were offered." "On the occasion of replacing the sacred relic in the principal temple in Ceylon, the only Crown colonyin the East. Mr. Doyly though it was Sunday, accompanied by a magnificent procession of priests, elephants and dancing girls

and having taken off his shoes, entered the temple and presented a grand musical clock, as an offering to the shrine, in the name of his Excellency the Governor.

এরূপ অবস্থায় খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকগণ আসিয়া এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিবে ইহাতে পরিচালনা-সভার সদস্যগণ একেবারে অসম্মত ছিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশে ফিরিয়া গিয়া এই মতের পোষকতা করিতেন। স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস এদেশে খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের বিপক্ষে ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ও ইংরেজ রাজসচিবগণ, অসন্তোষ উদ্রেকের ভয়ে, এদেশে খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে পরিচালনা সভার সহিত একমত প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে দেশের লোক কিন্তু, যাহাতে এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তাহার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত ও সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সময়ে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিত। স্বয়ং রাজা হইতে দেশের জনসাধারণ সকলেরই এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত এইরূপ আগ্রহ ছিল। তবে রাজনৈতিক কারণে প্রকাশ্য চেষ্টা বা কোন প্রকার সমবেত উদ্যোগ করিবার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। এদিকে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল; লোকের মনে রাজ্যহানির আশঙ্কা ও সেই অনুপাতে হ্রাস হইতে লাগিল। ইংরেজ সওদাগরেরা যেমন এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিতে চঞ্চল হইতে লাগিল সেইরূপ ইংলণ্ডস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজ খৃষ্টানধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলেরও, এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার জন্য ব্যগ্রতা বাড়িতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়।

এ দেশে খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস লিখিবার আমার সঙ্কল্প নয় তবে খৃষ্টান মিশনারীদিগের ধর্ম্ম-প্রচার কাহিনীর সহিত মিশনারীগণ

কর্ত্তৃক আনিত শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সে সময়কার মিশনারীগণের মনে শিক্ষার অর্থ ছিল ধর্ম্মশিক্ষা—খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষা—এই ধারণা ইংলণ্ডবাসিদের মধ্যে, তখন যাঁহারা এ কথা ভাবিতেন তাঁহাদেরও—ছিল; তখন তাঁহাদের মনে খৃষ্টান-ধর্ম্ম-শিক্ষা ও সাধারণ-শিক্ষা এই দুইটি পৃথক সামগ্রী ছিল; খৃষ্টান ধর্ম্মে মতি জন্মায় এই শিক্ষাই প্রথম ভাবিবার বিষয়। অনেক পরে সাধারণ শিক্ষার কথা উঠে। এই কারণে শিক্ষার কথা বুঝিতে হইলে তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হয়। মিশনারীগণের, খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা ও এ দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া, খৃষ্টান করা, উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষার—বিশেষতঃ খৃষ্টান-ধর্ম্ম-শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এই কারণেই প্রধানতঃ তাঁহারা শিক্ষা দিতে কল্পনা করিলেন। মিশনারীগণ এ দেশে কতদূর শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা পরে দেখা যাইবে।

এ দেশে প্রথম খৃষ্টান-ধর্ম্ম—প্রচারের সহিত তিন ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথম, এ দেশস্থ একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, চার্ল‍্স্ গ্র্যাণ্ট (Charles Grant), দ্বিতীয়—সরকারী ধর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্মচারী (Chaplain) Claudius Buchanan, তৃতীয় শ্রীরামপুরস্থিত ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত পাদরী Carey ও তাঁহার দুইজন সহযোগী পাদরী ওয়ার্ড ও পাদরী মার্শমান। চার্ল‍্স গ্রাণ্ট একজন বাঙ্গালাদেশের সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭৭৩ সালে তিনি এদেশে আসেন। ইঁহার চরিত্র তখনকার ইংরেজদিগের ন্যায় ছিল না, স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। যাহাতে এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার হয় প্রথম হইতে তাঁহার চেষ্টা ছিল। তিনি যখন প্রথমে এদেশে আসেন তখন কিরন্যানডিয়ের ভিন্ন (Kiernandier) কোন ইউরোপীয় Protestant Missionary বাঙ্গালাদেশে আসে নাই। কিরন্যানডিয়ের (Kiernandier) নামে একজন সুয়েডন (Sweden) বাসী Protestant

প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারী অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে মাদ্রাজে আসিয়া মিশন কার্য্য আরম্ভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর এই ব্যক্তি সপরিবারে কলিকাতায় আসেন ও তৎকালীন পর্টুগীজদিগের নিমিত্ত একটী গির্জ্জা খোলেন। তখন পর্টুগীজ ভাষায় ইউরোপীয়দিগের ভজনা হইত। কলিকাতায় আসিয়া কিরন্যানডিয়েরের একটি পুত্র জন্মে; ক্লাইভ ও তাঁহার পত্নী শিশুটির ধর্ম্ম পিতা ও ধর্ম্মমাতা হইলেন। প্রথম পত্নী বিয়োগ হইবার পর কিরন্যানডিয়ের দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন এবং সেই উপলক্ষে কিছু অর্থও পান। লোকটি কিছু অমিতব্যয়ী ছিলেন। চারি ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি রাখিয়া শীঘ্রই সে অর্থ নষ্ট হয়। পরে প্রাচীন বয়সে হুগলীতে গিয়া বাস করেন ও তথায় দরিদ্র অবস্থায় ১৭৯৩ সালে তাঁহার কাল হয়। কিরন্যানডিয়ের যে গির্জ্জাটী তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠে; পূর্ব্ব লিখিত গ্রাণ্ট সাহেব নিজ অর্থে সেই গির্জ্জাটী খরিদ করিয়া রাখেন।

১৭৮৩ সালে গ্রাণ্ট সাহেব মালদহের (Commercial Resident) কমারসিয়াল রেসিডেণ্ট ছিলেন। সেখানে সরকার হইতে অনেক জমী প্রাপ্ত হন। তখন নীলের চাষ এদেশে প্রথম আরম্ভ হয়। গ্রাণ্ট সাহেব সেই জমীতে গোয়ামাণ্টি নামক স্থানে নীল বুনিতেন।

এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা প্রথম হইতেই গ্রাণ্ট সাহেবের বাসনা ছিল। তিনি নিজে Anglican Church অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত (David Brown) ডেভিড ব্রাউন বলিয়া একজন ইংরেজ পাদরী শিক্ষক ছিল। এই পাদরী, Brown পরে সরকারী প্রধান ধর্ম্মযাজক (Senior Chaplain) হন। পূর্ব্ব কথিত পাদরী বুক্যানন ও পাদরী ব্রাউন দুই জনই কলিকাতা কিম্বা বারাকপুরে বাস করিতেন। কর্ম্ম উপলক্ষে সেই সময়কার শাসনকর্ত্তৃদিগের সহিত এই দুই জন কারই সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৮৬ সালে

এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিবার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও পাদরী ব্রাউন ও পাদরী বুক্যাননের দ্বারা সেই প্রবন্ধটি তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সে কথায় বড় কর্ণপাত করেন না।

"It was determined, therefore, to break the plan to Lord Cornwallis, the Governor General and the task was entrusted to the two Chaplains. The draft of the address was drawn up by Mr. Grant and as it was necessary to approach him by "gentle gradations" and not to startle his mind abruptly with the idea of a Mission, the plan of "Native Schools" was pressed on him preparatory to the main business of giving Christian light to the heathen. The very guarded and almost pusilanimous language of the Address even on the subject of secular education shows how entirely foreign any such proposal was to the feelings of the age.

But the Chaplains found it impossible to make any impression on Lord Cornwallis. He manifested an utter indifference to the conversion or even enlightenment of the natives. He dismissed them with the remark that he had no faith in such schemes, and thought they must prove ineffectual. He thought, in fact, that our duty to India was complete when we had framed a code of laws and created a landed aristocracy and fixed the revenue in perpetuity."

এই সময়ে টমাস বলিয়া একজন ইংরেজ ডাক্তারের সহিত গ্রাণ্ট সাহেবের পরিচয় হয়। টমাস সাহেব কোম্পানীর অধীনে ডাক্তারী করিতেন, নিজে ব্যবসা করিতেন; খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করাও তাঁহার অভ্যাস ছিল। উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া এই টমাস সাহেবকে গ্রাণ্ট সাহেব উপরি লিখিত মালদহ জেলার 'গোয়ামালতী' নামক স্থানে তাঁহার নীলের কারখানায় পাঠাইয়া দেন। টমাস সাহেব তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। রাম রাম বসু, পার্ব্বতী ও মনোহর, বলিয়া তিনটি ব্যক্তি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট আসে; কেহই খৃষ্টান হয় নাই। রাম বসুর কথা পরে বলিব। পার্ব্বতী পরে পাগল হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট ভগ্ন মনোরথ হইয়া গ্রাণ্ট সাহেব নিরুৎ-সাহ হন নাই। এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া, তিনি তৎকালীন মহাসভার সদস্য, মিষ্টার উইলবারফোর্সকে (Mr Wilberforce) এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান ও, যাহাতে এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। Mr. Wilberforce তৎকালীন দেশের প্রধান সরকারী পাদরীর (Archbishop of Canterbury) সাহায্যে দেশের অধিপতি তৃতীয় জর্জের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। রাজা সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু বলিলেন যে এ কার্য্যের নিমিত্ত সময় তখনও উপযোগী হয় নাই।

"After a considerable interval the Archbishop submitted the plan again to the King who appeared to feel the propriety and even the importance of the scheme but hesitated to countenance it, chiefly in consequence of the alarming progress of the French Revolution, and

the proneness of the period to moment's subversion of the established order of things. From the King, therefore, Mr. Grant had nothing to hope on behalf of a scheme which involved no national interest. The Archbishop had also mentioned the subject of the Bengal Mission to Mr. Pitt and Mr. Dundas and found them on the whole favourably disposed."

পিট প্রভৃতি অপর অপর রাজ সচিবও সহানুভূতি দেখান। তবে রাজনৈতিক কারণে এদেশে সেই সময়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পুনর্ব্বার বিফল মনোরথ হইয়াও গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন একার্য্যে ইংলণ্ড দেশের লোকের সহানুভুতি তাহার সহিত আছে। তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বিশবৎসরের নিমিত্ত পুনরায় নবীকৃত হয়। গ্রাণ্ট সাহেব তখন স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে উইলবারফোর্স সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া পার্লমেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে একটী মন্তব্য (Resolution) উপস্থিত করা হইল। পরে তাঁহার এবং প্রধানতঃ মিঃ উইলবারফোর্স সাহেবের চেষ্টায় ও যত্নে পার্লমেণ্ট মহা সভায় এই মন্তব্যটি পাশ হইল। "That in the opinion of this House it is the peculiar and bounden duty of the Legislature to promote, by all just and prudent means, the interests and happiness of the inhabitants of the British Dominions in the East, and that for these ends such measures ought to be adopted as may gradually tend

to their advancement in useful knowledge and to their religious and moral improvement.

মহা সভার নিয়ম অনুসারে মন্তব্যটি পাশ হইয়া সলিসিটার ও এটর্ণি জেনারেলদিগের (Solicitor and Attorney General) হস্তে গেল। তাঁহারা ভিতরকার কথা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন যে যে ভাবে মন্তব্যটি লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা যাইবে না; আর ভারতবর্ষীয়গণের নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত। ইহা প্রকাশ করিতে হইলে মিশনারীগণকে উৎসাহ প্রদান ও সেই দেশে শিক্ষকনিয়োগ এই দুইটি কথা ভিন্ন পরিষ্কার অর্থ হয় না। "They considered that the general terms of the first Resolution to be legally efficacious, must be embodied in specific language, and that the measure to be pursued for the moral and religious improvement of the people of India was the encouragement of Missonary and School master."

অর্থ পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত মিশনারী ও স্কুল মাষ্টার এই কথা দুইটী যোগ করিতে হয়। বোর্ড অফ্ কন্‌ট্রোলের সভ্যগণ এই কথায় অতিশয় বিচলিত হইলেন। ভারতবর্ষে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার এই দুই কাজে আদৌ তাহাদের মত ছিল না। পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ও সলিসিটর এবং এটর্ণি জেনেরাল যে ভাবে মন্তব্যটি সংশোধিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সেই ভাবে পাশ করিতে অসম্মত হইলেন। তাহার ফলে পূর্ব্বকার মন্তব্যটি বজায় রহিল। শিক্ষা ও ধর্ম্ম এই দুটী কথা যোগ হইল না।

গ্রাণ্ট সাহেব পুনরায় বিফলমনোরথ হইলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। ভারতবর্ষ হইতে অবসর পাইলে তিনি ভারত পরিচালনা

সভার সদস্য হন (Court of Directors)। সেই পদে থাকিয়া যাহাতে মিশনারীগণ এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন; পরে যখন আইন পাশ হইল, প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে খৃষ্টান মিশনারীগণ এদেশে অবাধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি পায়। গ্রাণ্ট সাহেবের দুটী পুত্র হইয়াছিল। একটি পরে Lord Glenelg ও দ্বিতীয়টি Sir Charles Grant পরে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (Governor of Bombay) হন। ইঁহারা উভয়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে পিতার মত ছিলেন, Lord Glenelg সময়ে Board of Control সভার সভাপতি হন।

যে সময় সিভিলিয়ন গ্রাণ্ট সাহেব এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময়ে Claudius Buchanan বলিয়া একজন পাদরী গভর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের ধর্ম্মযাজক (চ্যাপলেন) ছিলেন একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইনি ও পাদরী ব্রাউন কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় এবং বারাকপুরে বাস করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সার জন শোর, লর্ড ওয়েলেস্‌লি প্রভৃতি সে সময়কার শাসনকর্ত্তৃদিগের সহিত প্রায় প্রত্যহই ইঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। বলা বাহুল্য ইঁহারা দুই জনই য়্যাংলিকান চার্চ্চ অন্তঃর্গত ছিলেন। য়্যাংলিকান চার্চ্চ অন্তর্গত না হইলে তখন সরকারী বিভাগের চ্যাপলেন হইতে পারিতেন না। ১৮০০ সালে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন ব্রাউন সাহেব কলেজের Provost ও বুক্যানন সাহেব Vice Provost নির্ব্বাচিত হন। কলেজের সহিত সম্পর্কের হেতু ইঁহাদের আয়ও যথেষ্ট হইত। ব্রাউন সাহেব বাৎসরিক ৪০ হাজার টাকা পাইতেন। পাদরী বুক্যাননের কলেজ হইতে বাৎসরিক ৩৪ হাজার টাকা আয় ছিল।

যাহাতে এদেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে একটি সরকারী খৃষ্টান ধর্ম্ম বিভাগ স্থাপিত হয় ও বিশপ, ডীন, ক্যানন, রেকটর, প্রভৃতি ধর্ম্ম

বিভাগের কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হয় প্রথম হইতেই পাদরী বুক্যাননের চেষ্টা ছিল। এদেশে শাসনকর্ত্তৃদিগের সহিত এবিষয়ে যুক্তি করিতেন; ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত এসম্বন্ধে লেখা লিখি করিতেন। শ্রীরামপুরে যখন ব্যাপটিষ্টদল অন্তর্গত পাদরীরা খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত কার্য্যারম্ভ করে তিনি তাহাদের সহায়তা করিতেন। তবে শ্রীরামপুরের পাদরীরা ছিল ব্যাপটিষ্টদলের লোক তিনি ছিলেন য়্যাংলিকান অথবা সরকারী বিভাগভুক্ত। বলা বাহুল্য যাহাতে সরকারী (য়্যাংলিকান) ধর্ম্ম বিভাগ স্থাপিত হয় তিনি তাহারই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি Memoir of Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India, both as the means of perpetuating the Christian Religion among our countrymen and as a foundation for the ultimate civilisation of the Natives শীর্ষক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এবং ইহা তৎকালীন Archbishop of Canterbury নামে উৎসর্গ করেন; এই পুস্তকের বহুখণ্ড ছাপাইয়া এ দেশে ও ইংলণ্ডে বিতরিত হয়।

বুক্যানন সাহেব বলিতেন—

"When once our national church shall have been confirmed in India, the members of that church will be the best qualified to advise the State as to the means by which from time to time, the civilization of the natives can be promoted."

একটা জাঁকাল সরকারী ধর্ম্ম বিভাগ করিলে এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহাই তাঁহার মত ছিল।

"One observation I would make on the proposed ecclesiastical establishment. A partial or half measure

will have no useful effect. A few additional Chaplains can do nothing toward the attainment of the great object in view. An Archbishop is wanted for India, a sacred and exalted character, surrounded by his bishops, of ample revenue and extensive sway; a venerable personage, whose name shall be greater than that of the transitory governors of the land; and whose fame for piety and for the will and power to do good may pass through every region. We want something royal, in a spiritual or temporal sense, for the abject subjects of this great Eastern empire to look up to."

এই পুস্তিকা ছাপাইবার আট বৎসর পরে এ দেশে অবাধ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি হয় ও সেই বৎসর সরকারী ধর্ম্ম বিভাগ স্থাপিত হয়। বুক্যানন সাহেবের চেষ্টার ফলে অনেকটা এইরূপ ঘটিয়াছিল। বুক্যানন সাহেব মনে করিয়াছিলেন ও অনেকে ভাবিয়াছিল যে যখন এদেশে সরকারী ধর্ম্ম বিভাগ খোলা হইবে তখন তিনি তাহার প্রধান কর্ম্মচারী Bishop নিযুক্ত হইবেন। ইহা কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১৮১৩ সালে যখন এ বিভাগ খোলা হইল তখন তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন; ডাক্তার মিডল্‌টন (Middleton) বলিয়া একজন পাদরী এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পাদরী বুক্যাননের আশা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসর পরে একজন পাদরী যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The Episcopal Establishment has exerted little influence except in its own community and even in that circle, chiefly by strengthening "Church Principles."

No change, such as Mr. Buchanan contemplated, has been produced by it in the great interests or prospects of the country. No Governor general has ever deemed it necesssry, or even advantageous, to consult the bishop or the ministers of the episcopal church "as to the means by which the civilisation of the natives may be promoted." Semineries have been established for the education of natives in and around Calcutta, which include more than ten thousand Scholars, yet no body of men have had so little to do with these plans as the episcopal clergy."

চ্যাপলেন ব্রাউনও এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন তবে তিনি চ্যাপলেন বুক্যাননের ন্যায় উদ্যোগী ছিলেন না। ইংলণ্ডেও তাহার প্রতিপত্তি সেরূপ ছিল না। এই কারণে তাঁহার নাম বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন শ্রীরামপুরে মিশনারীর দল আসিয়া আড্ডা করিল ও খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার কাজ আরম্ভ করিল তিনি তাঁহাদের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হইলেন। শ্রীরামপুরে নদীর ধারে তিনি একটি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন; তাঁহার বাড়ীর হাতার মধ্যে রাধা বল্লভের একটি সুবৃহৎ পরিত্যক্ত মন্দির ছিল। ইহার মধ্যে পাদরী ব্রাউনের গির্জ্জা বসিত।

শ্রীরামপুরের ব্যপটিষ্টদল অন্তর্গত কেরি, মার্শমান ও ওয়ার্ড Carey Marashman ও Ward এই তিন জন পাদরীর নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। (Civilian Grant অথবা Chaplain Buchanan) সিভিলিয়ন গ্রাণ্ট অথবা চ্যাপলেন বুক্যানন ইহারা য্যংলিকান চার্চ্চ অথবা সরকারী ধর্ম্ম বিভাগের অন্তর্গত ছিলেন; ও যাহাতে এই বিভাগ

এই দেশে গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার ও বিস্তার হয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন।

দুইজনই সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন; এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার ও প্রবর্ত্তন নিমিত্ত দুইজনকারই একান্ত আগ্রহ ছিল। একার্য্য সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত দুইজনই একপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ডস্থিত ভারত পরিচালনা সভা (Court of Directors) কিম্বা ইংলণ্ডের মহাসভা (Parliament) এ ভার গ্রহণ করে, সেই জন্য উভয়ে চেষ্টা করিতেন। যাহাতে পরিচালনা সভা এ সম্বন্ধে নিয়ম বা আইনজারী করিয়া এদেশস্থিত নিজ কর্ম্মচারিদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আদেশ পাঠায় অথবা পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিয়া এ কার্য্য করে তাহাই গ্রাণ্ট ও বুক্যানন সাহেবের চেষ্টা ছিল। উপরিউক্ত শ্রীরামপুরের তিন জন পাদরী এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র। ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি তাহাদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে এদেশে পাঠায়। এই তিনজন পাদরীর সহিত সময়ে ব্যাপটিষ্ট দলের অন্য পাদরীরা আসিয়াও যোগদান করে। ইঁহারা নিজে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এ কার্য্যের নিমিত্ত কাহারও সাহায্য কিম্বা কোন প্রকার আইনের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। প্রথমে ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটীষ্ট সভা ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিত; সময়ে ইঁহারা এদেশে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; পরে সে কথা লিখিব। গ্রাণ্ট ও বুক্যানন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। যাহাতে ধর্ম্ম প্রচার হয় তাহার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কির্ণানড়িয়েরের পর উপরি উক্ত এই তিন জন মিশনারী খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে এদেশে আসেন।

কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ইঁহাদিগের এদেশে আসিবার পূর্ব্বে

এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার যে এককালে হয় নাই তাহা ঠিক বলা যায় না। উপরে গবর্ণমেণ্ট সৈনিক বিভাগ অন্তর্গত ধর্ম্মযাজকদিগের (Chaplain) কথা বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুই একজন কখন কখন এদেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিত। ইহাদিগকে ইভেনজিলাইজিং চ্যাপলেন Evangelising Chaplain বলিত। Chaplain Martin ভিন্ন এরূপ পাদরীর নাম আমার স্মরণ হয় না। কেরী সাহেবের এদেশে আসিবার দুই বৎসর পরে ইংলণ্ডস্থিত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি Forsyth বলিয়া একজন মিশনারীকে এ দেশে পাঠায়। এ ব্যক্তি কখন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে নাই। এ দেশীয়গণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার অথবা শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার কৃত উল্লেখ-যোগ্য কোন কথা আমার স্মরণ হয় না।

কেরী সাহেব ১৭৯৩ সালে এদেশে আসেন। তাঁহার দুইজন সহযোগী পাঁচ বৎসর পরে তাহার সহিত যোগদান করেন। ইঁহারা সকলেই ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন ও ইংলণ্ডের ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। সময়ে এই সোসাইটি আরও অনেক মিশনারী পাঠায়। তাহারাও এই তিন জনের সহিত শ্রীরামপুরে বাস করিত। কিন্তু শ্রীরামপুরের পাদরী বলিলে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকেই বুঝায়। বাঙ্গালা দেশে প্রথম মিশনারী চেষ্টা বলিতে হইলে এই তিনজন পাদরীর কথা বলিতে হয়। কেরীর অনেকগুলি পুত্র ছিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র Eustace Carey ইংলণ্ড হইতে আসে। ইহারাও শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের মধ্যে পরিগণিত। ১৮১২ সালে May, Lawson, Pearce নামে তিনজন পাদরী এদেশে আসেন, ইহারাও ননকনফরমিষ্ট অথবা ডিসেনটার্স দলভুক্ত ছিলেন। চুঁচুঁড়াতে ইঁহারা আড্ডা করেন। বাঙ্গলা শিক্ষার ইতিহাসে ইহাদিগেরও স্থান আছে। সে কথা যথাস্থানে লিখিব। কিন্তু মিশনারী আনিত অথবা মিশনারী প্রদত্ত

পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিয়া যে কথা আছে সে কথা প্রধানতঃ কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের কাহিনী। শ্রীরামপুর ও চুঁচুঁড়ার দল ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৮১৩ পর্য্যন্ত) অন্যান্য দলভুক্ত আরও জনকতক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে শ্রীরামপুরের পাদরীরা কেবল একক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিলেন; সেই কারণে নিম্নে যে পাদরী কাহিনী লিখিলাম তাহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের কথা।

উপরি উক্ত তিনজন পাদরী ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন তাঁহারা ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিষ্টমিশন সোসাইটি কর্ত্তৃক এদেশে প্রেরিত হন। এই সভা অপরাপর খৃষ্টানদল হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিত। কিরণ্যানডিয়র (Kiernandier) কথা ছাড়িয়া দিলে এই তিনজন ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশের প্রটেষ্ট্যাণ্ট মতাবলম্বী খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের পথ প্রদর্শক।

১৭৬১ সালে ইংলণ্ডে নর্দ্দাম্পটন শায়ারে উইলিয়ম কেরী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পাদরী কেরী বাল্য-কালে সামান্য লেখা পড়া শিখেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে এক জুতাওয়ালার দোকানে কাজ শিখিতে শিক্ষানবীশ (Apprentice) হইয়া প্রবেশ করেন। ১৯বৎসর বয়সে যাহার দোকানে কাজ শিখিতেন তাহারই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। জুতা তৈয়ারী করিয়া কিছুই লাভ হইত না; এমন কি অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইত। ২৫ বৎসর বয়সে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কুলমাষ্টারী আরম্ভ করেন। ইহাতেও বিশেষ কিছুই উপার্জ্জন হইত না। "The income which it gave him was reduced to 7s. 6d. a week. স্ত্রী পুত্র লইয়া মাসিক ১২৲ টাকা আয়ে ইংলণ্ডে অন্নের সংস্থান হওয়া সম্ভব নয়। কেরীর

পিতা মাতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অ্যাংলিকান চার্চ্চের অন্তর্গত ছিলেন। ২১ বৎসর বয়সে কেরী সাহেব আংলিকান চার্চ্চ পরিত্যাগ করিয়া নিজে ব্যাপটিষ্ট দলে প্রবেশ করেন। যখন স্কুল মাষ্টারী করিতেন তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জায় পাদরীর কাজ করিতেন এবং তাহা হইতে তাঁহার মাসে আরও ১৫৲ টাকা উপার্জ্জন হইত। মাষ্টারী করিয়া ও পাদরী গিরি করিয়া যাহা আয় হইত তাহাতে সংসার চলিত না। তিনি সেই সঙ্গে জুতা তৈয়ারী ও জুতা বিক্রয় করিতেন। এ সকল কাজ করিয়াও সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত জন কতক ব্যক্তি বিদেশে ব্যাপটিষ্ট মত প্রচারের নিমিত্ত "ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটী" স্থাপিত করে। পূর্ব্বে যে পাদরী ডাক্তার টমাসের কথা লিখিয়াছি ১৭৯৩ সালে তিনি একদিন এই সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের কথা উপস্থিত হয়। সভায় স্থির হইল যে ডাক্তার টমাস ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সভার পক্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া বাঙ্গালা দেশে যাইবেন। ডাক্তার টমাস একজন সহকারীর নিমিত্ত আবেদন করেন; কেরী সাহেব সে পদের প্রার্থী হন ও সেই পদে নিযুক্ত হন। সেই বৎসর (১৭৯৩ সালে) নভেম্বর মাসে কেরী সাহেব সপরিবারে (স্ত্রী, স্ত্রীর ভগ্নি ও চারিটি পুত্র) ও টমাস সাহেব কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছেন। তখন এদেশে পাদরীগণ আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করে, ভারতপরিচালনা সভার এক কালে মত ছিল না সেই কারণে ইঁহারা কোম্পানী অথবা ইংরেজ জাহাজে না আসিয়া দিনেমারদের এক খানি জাহাজে যাত্রা করেন। মালদহ জেলায় গোয়া-মালটীতে টমাস সাহেবের সহিত রাম রাম বসুর পরিচয় ছিল। রাম বসু কলিকাতায় আসিয়া কেরী ও টমাস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে; কেরী সাহেব তাহাকে নিজের মুন্সী নিযুক্ত করিলেন।

"The little knowledge which he had acquired of English made his services the most acceptable to them who were totally ignorant of the language of the country."

সে সময়ে এদেশে সকল ইংরেজই ব্যবসা করিত। টমাস্ ও কেরী সাহেব ইংলণ্ড হইতে বাণিজ্যের সামগ্রী লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তবে ব্যবসাতে সুবিধা হইল না। তাহার উপর টমাস লোকটি অমিতব্যয়ী ছিলেন। খরচ কম হইবার আশায় কেরী সাহেব সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দিন কতক হুগলীর উত্তরে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। সেস্থানে তখন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ প্রথম খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক কিরনানডিয়েরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ব্যাণ্ডেলেও তেমন সুবিধা হইল না। কেরী সাহেব পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এ সময় অর্থের অভাবে তাঁহাকে অতিশয় কষ্টে পড়িতে হয়। দিন পাত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থাতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক অনুকম্পা পরবশ হইয়া কেরী সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণকে মানিকতলাস্থিত নিজের বাটীতে আশ্রয় দান করেন।

"In these distressing circumstances Mr. Carey was indebted for shelter to the generosity of an opulent native who offered him the use of a small house he possessed at Manicktallah in the northern suberb of Calcutta." (1794).

আহার সংগ্রহ একপ্রকার অসম্ভব দেখিয়া কেরী সাহেব স্থির করি- লেন যে সুন্দর বনে গিয়া বাস করিবেন ও চাষ করিয়া আর শীকার লব্ধ পশু হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তখন গবর্ণমেণ্ট সুন্দরবনে অনেক ইংরেজদিগকে আবাদ করিবার নিমিত্ত ভূমিদান করিতে ছিলেন। তিনি কলিকাতার প্রায় ২০ ক্রোশ পূর্ব্বে দেহাটী বলিয়া

একস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেন ও যথাসাধ্য লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করিতেন।

টমাস সাহেবেরও আর্থিক অবস্থা কেরী সাহেবের মত হয়। উডনি (Udney) বলিয়া একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। এই উডনিও গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায় একজন মালদহ জেলার কমারসিয়েল রেসিডেণ্ট ছিলেন ও নীল বুনিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক জমী পাইয়াছিলেন। মালদহ হইতে ১৫ক্রোশ উত্তরে মদনাবতী নামক স্থানে তাঁহার একটি নীলকুঠি ছিল। আর তাহার আট ক্রোশ দূরে মহীপালদীঘি বলিয়া স্থানে আর একটি কুঠি ছিল। উডনি সাহেব মহীপালদীঘিতে টমাস সাহেবকে ও কেরী সাহেবকে মদনাবতীর নীলকুঠিতে সহকারী নিযুক্ত করিলেন। কেরী সাহেবের বেতন ২০০ শত টাকা স্থির হইল। এতদ্ভিন্ন নীল বেচিয়া লাভের উপর কমিশন বরাদ্দ হইল। মদনাবতীতে কেরী সাহেব নীলকর হইলেন। তিনি নীল বুনিতেন, খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কোম্পানীর খাতায় তাঁহার নাম "নীলকর" বলিয়া লিখিত হইল। রাম বসু তাঁহার নিকট থাকিতেন তবে তত সুবিধা হইল না ; "he committed adultery," রাম বসু সে সময়কার মত মদনাবতী হইতে বিতাড়িত হইলেন। মদনাবতীতে কেরী সাহেব রামবসুর নিকট বাঙ্গালা শিখিতেন ও তাঁহার সাহায্যে বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'জেনেসিস্' বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায় উডনি সাহেব খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এবিষয়ে তিনি কেরী সাহেবকে সকলপ্রকারে সাহায্য করিতেন। ১৭৯৮ সালে কলিকাতার একখানি ইংরেজী সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয় যে—"a letter-foundry has been established

in Calcutta for the country languages. এ অক্ষর ঢালাইবার কারখানা কোথায় ছিল, কে ইহার স্বত্বাধিকারী ছিল, তাহার কোন তত্ত্ব এখন পাওয়া যায় না। তবে উইলকিন্স বলিয়া একজন সিভিলিয়ান জন কতক এদেশীয় লোককে হরফ খোদাই শিখাইয়াছিলেন—সে কথা পরে লিখিব, তাহারাই তখন একাজ করিত। সেই বৎসর ১৭৯৮ সালে কলিকাতায় একটি ছাপাখানা চারিশত টাকায় বিক্রয় হয়। উডনি সাহেব সেই ছাপাখানা কিনিয়া মদনাবতীতে কেরী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাই শ্রীরামপুরের ছাপাখানার প্রথম সূচনা।

কেরী সাহেব পাঁচ বৎসর মদনাবতীতে ছিলেন। সে স্থানে তিনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন। একজনও খৃষ্টান হয় নাই। আর্থিক অবস্থারও বিশেষ উন্নতি হইল না বরঞ্চ ক্ষতি হইয়াছিল। পরে এমন সময় আসিল যে তাঁহাকে মদনাবতী পরিত্যাগ করিতে হইল। এই স্থানের ৪ ক্রোশ দূরে কেদারপুর (Kidderpur) বলিয়া স্থানে, তিনি নিজে ৩০০০ টাকা মূল্য দিয়া একটি নীলকুঠি ক্রয় করেন। ইহাতেও তাঁহার সুবিধা হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্যাপটিষ্টমিশন সোসাইটির অধীনে কেরী সাহেব ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া এদেশে আসেন, ১৭৯৯ খৃঃ এই সোসাইটি আর চারিজন মিশনারী এদেশে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের নাম ছিল ওয়ার্ড (Ward) মার্শম্যান (Marshman) গ্রাণ্ট Grant ও ব্রুন্‌সডেন (Brunsden)। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি এদেশে পৌঁছিবার অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়। ওয়ার্ড দেশে ছাপাখানায় কাজ করিতেন। পরে পল্লীগ্রামে একখানি কাগজের সম্পাদক হন। লোকটি বোধ হয় উগ্রপ্রকৃতি ও অসংযতবাক ছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন করিবার কালে রাজনৈতিক অপরাধে দুইবার অভিযুক্ত হন। মার্শম্যান নামে ব্যক্তিটি স্বদেশে তন্তুবায়ের কাজ করিতেন। তাঁহার পিতা কামারের কাজ

করিতেন। তাঁহারা আসিয়া শ্রীরামপুরে বাস করেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার দিগের অধীনে ছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ৬০ বিঘা জমী দিনেমার দিগকে এদেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত কুঠি করিতে দান করেন। তাহা হইতে শ্রীরামপুর সহরের উৎপত্তি হয়। যাহারা ইংরেজ দিগের রাজ্য হইতে পলাইতে ইচ্ছা করিত তাহারা তখন শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইত। যে সময়ে এই পাদরীগণ এদেশে আসে তখনও ভারত পরিচালনা সভা এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের বিপক্ষে ছিল। পাছে বিপদে পড়িতে হয় সেই আশঙ্কায় এই নবাগত পাদরীরা শ্রীরামপুরস্থিত দিনেমার শাসনকর্ত্তার শরণাগত হন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওলেসলি এদেশে শাসন কর্ত্তা। তিনি একজন স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। ভারতবর্ষ পরিচালনা সভার সহিত তাঁহার বনিত না। তাঁহার সময়ে এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয় কিন্তু তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া দেশ জয় করেন ইংলণ্ডস্থিত পরিচালনা সভা প্রথম হইতেই তাহার বিপক্ষে ছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি পাদরীদিগের বন্ধু ছিলেন। এদেশে আসিয়াই তিনি প্রকাশ করেন যে —" He was resolved to show that the Christian religion was the religion of the State."

তাঁহার যে স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল তাহা বোধ হয় না—

" He had none of that warm religions fervour like the character of his predecessor Sir John Shore but like other statesman of Mr. Pitt's School, he censidered religion as the safeguard of social order, and the most effectual promoter of human happiness and he determined to throw the whole weight of the Government into the scale."

n

যে সময়ে ইংলণ্ডস্থিত পরিচালনা সভা এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের বিরোধে থাকিতেন, সেই সময়ে লর্ড ওয়েলেস্‌লি যাহাতে পাদরীগণের খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে সুবিধা হয় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

"Lord Wellesley not only permitted the introduction of other missionaries into India but he allowed them to travel freely through the country, preaching the Gospel and distributing tracts of Scripture without injury .... He was personally favourable to the conversion of the heathen; but enquired whether it would be safe to circulate the Bible, which taught the doctrine of Christian equality, without the safeguard of a commentary.

যখন শ্রীরামপুরে গির্জ্জা নির্ম্মাণ হয় তিনি তখন সরকারি রাজস্ব হইতে ৮০০০ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করেন। ইহার তলে কতদূর ধর্ম্ম ভাব ছিল বলা যায় না।

It was popularly believed that his donation of Rs. 8000 originated quite as much in his taste for the picturesque as in feeling of piety and that he accompanied it with the remark that nothing was wanting to complete the view from his park but a spire in the foreground.

শ্রীরামপুরের পাদরীগণকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এদেশে আসাতে শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের সকল বিষয়েই উপকার হইয়াছিল। পাদরী কেরী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ১৮০০ সালে ৫০০ টাকা বেতনে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তখন ফোর্ট উলিয়ম কলেজে অধ্যাপকদিগের মাহিয়ানা ছিল মাসিক ১০০০ টাকা। এংলিক্যান চার্চ্চ অন্তর্গত ব্যক্তি

ভিন্ন এই উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। পাদরী কেরী ডিসেণ্টার ছিলেন সেই কারণে তিনি নিম্নতন বিভাগে শিক্ষক (Teacher) নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার বেতন ১০০০ টাকা হয়।

১৭৯৮ খৃঃ মালদহ পরিত্যাগ করিয়া কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে আসিয়া Baptist দলভুক্ত আর চারিজন ব্যক্তির সহিত যোগদান করেন। এই সময় হইতে, শ্রীরামপুরে পাদরীদিগের আড্ডা রীতিমত স্থাপিত হয়; পূর্ব্ব পরিচিত রাম রাম বসু, ডাক্তার ও ধর্ম্ম-প্রচারক টমাস্ সাহেব ইঁহারা আসিয়াও পাদরীদিগের সহচর হন। এই সময় হইতে পাদরীদিগের নিয়মিত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়; কর্ণেল বী (Bie) নামে একজন দিনেমার সৈনিক কর্ম্মচারী শ্রীরামপুরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ইনি এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং যথাসাধ্য পাদরীদিগকে সাহায্য প্রদান করিতেন।

পাদরী কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ব্যতীত ব্যাপটিষ্ট মিশন অন্তর্গত অপরাপর মিশনারিগণ সময় সময় আসিয়া তাহাদের সহিত ধর্ম্ম-প্রচার করিত। ইহারা সকলেই একত্র বাস করিত। পরস্পরের মধ্যে সময়ে ২ কলহ বিবাদ হইত। সময়ে পুরাতন তিনজন পাদরী শ্রীরামপুরের আড্ডার প্রধান হইয়া থাকেন।

সকলেই যে বিশেষ ধর্ম্মভাবে প্রপীড়িত হইয়া এদেশে আসিত তাহা বলা যায় না। পাদরী কেরীর পত্র হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"You send us raw young men, perhaps religious adventurers. One of them tells me he wanted to go to the West Indies as a clerk or something in a plantation, then to become an officer, last of all he became

a missionary. He is really a good man but to him the Mission is a sinecure."

যখন ইংলণ্ডস্থিত Baptist Mission Society, কেরী প্রভৃতি পাদরীদিগকে এদেশে পাঠায় বলা বাহুল্য, এই সকল পাদরীদিগের জাহাজ ভাড়া, ভরণপোষণের ভার তাঁহারা গ্রহণ করেন। Baptist দলের লোকেরা চাঁদা করিয়া এই টাকা তুলিত। যখন Carey সাহেব মালদহে নীলকর হইলেন, তখন ইংলণ্ডস্থিত Baptist সমিতি অন্তর্গত অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলিলেন যে Carey সাহেবকে তাঁহারা খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন—ব্যবসা করিতে পাঠান নাই। এই কথায় Carey সাহেব নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন; ইনি তাঁহাদের জানাইলেন যে নীল বোনা ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না "You may just as well call a journeyman tailor, a merchant"

প্রথম কয়বৎসর পরে Baptist Mission fund হইতে সাহায্যের আর প্রয়োজন রহিল না। এদেশ হইতেই এই সকল পাদরীগণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেন। মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী ইউ-রোপীয় বালক বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত করেন; এই স্কুল হইতে তাঁহাদের যথেষ্ট আয় হইত। তাঁহারা সময় সময় এই স্কুল হইতে মাসিক ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেন।

এদেশস্থিত ও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ, সম্প্রদায় অভেদে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিত—সেই টাকা পাদরীদিগের হাতে জমিত। তখন কোম্পানী কাগজের সুদ শতকরা বার টাকা ছিল। সময় সময় East India company এত অধিক সুদ দিয়াও টাকা ধার করিতে পারিত না—পাদরীরা তাহাদের হস্তে সঞ্চিত অর্থ সুদে খাটাইতেন। পরে শ্রীরাম-

পুরের ছাপাখানা অর্থ উপার্জ্জনের প্রশস্ত উপায় হইল। School Book Society স্থাপিত হইবার পরে, সোসাইটির অনেক পুস্তক শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা হইত, তাহাতে পাদরীদিগের বিলক্ষণ লাভ হইত, সে কথা পরে লিখিব। পাদরীরা সময়ে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত করিতেন সেই পুস্তক গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ দিয়া খরিদ করিতেন। এতদ্ভিন্ন সকলেই সে সময়ে ব্যবসা করিত। এই সকল উপায়ে শ্রীরামপুরের পাদরীরা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮১৮ সালে কেরী সাহেব লিখিলেন।

It was twenty years, within a fortnight, since they first met at Serampore and read Mr. Fuller's farewell communication, in which he informed them that the funds of the Society would not allow him to promise £ 360 a year for the support of six families and found themselves driven by necessity to provide means for their own support. They had not only succeeded in this object, but during this period had acquired a surplus of £ 40,000 or £ 50,000 which they had devoted to the cause in which they were engaged. They had also been entrusted with the administration of public donations to the extent of £ 80,000.

পরে এই সম্পত্তি লইয়া শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের সহিত ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির বিশেষ গোল বাধে। ১৮১৭ সালে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। ব্যাপটিষ্ট মিশন সমিতি বলিল, যে শ্রীরামপুরের পাদরীরা তাহাদের নিযুক্ত ও প্রতিপালিত কর্ম্মচারী। মিশনারীগণের যাহা কিছু সম্পত্তি ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি

সে সকলের অধিকারী। শ্রীরামপুরের পাদরীগণ বলিলেন, যে সেই সম্পত্তি তাহাদের অর্জ্জিত ধন। ইহাতে আর কাহারও দাবী নাই। এই কথা লইয়া অনেক দিন বিবাদ চলে, তাহার ফলে ১৮১৭ সালে কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরের পাদরীগণ তাহাদের পূর্ব্ব পৃষ্টপোষক ব্যাপটিষ্ট মিশন সমিতির সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করে। এমন কি সময়ে শ্রীরামপুর পরিত্যাগের প্রস্তাব হয়। এই তিনজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর মিশন সংলগ্ন সমস্ত সম্পত্তি ও শ্রীরামপুর কলেজ পুনরায় ব্যাপটিষ্ট মিশন সভার হস্তগত হয়।

এ সব বহু দিন পরের কথা। যে সময়কার কথা বলিতেছি (১৮০০খৃঃ) তখন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সভা হইতে প্রতিপালিত হইত। তবে এদেশ হইতে তখনই তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা উঠিতেছিল ও লর্ড ওয়েলেসলি আসাতে তাহাদের ভাগ্য ফিরিল। মিশনারীগণ সকলেই এক সঙ্গে থাকিতেন। নির্দ্দিষ্ট হারে প্রত্যেকে প্রয়োজনোপযোগী অর্থ পাইতেন ; বাকি টাকা মিশন ফণ্ডে জমিত।

"We live moderately", writes Mr. Ward, and drink only rum and water. We have always a little cheap fruit; goat's flesh— the same as mutton, broth, fowls, with a little beef sometimes, and curry but we have good wheaten bread."

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের আড্ডা প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয়। যাহাতে এদেশের লোক হিন্দু ও মুসলমান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্য্য ছিল। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় গির্জ্জানির্ম্মাণ, অপর খৃষ্টান দলভুক্তদিগকে ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত করা, দেশীয় ভাষায় আপনাদের ধর্ম্মের-

গ্রন্থ বাইবেল অনুবাদ করা ও ছাপান, হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পুস্তিকা রচনা করিয়া বিতরণ, তাহাদিগের অন্যতম কর্ম্ম ছিল। কেরী সাহেবের সাত বৎসর পরিশ্রমের পর কৃষ্ণপাল বলিয়া এক ব্যক্তি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করে। এ ব্যক্তি সূত্রধর সম্প্রদায় অন্তর্গত ছিল। রামদুলাল পাল তখন কর্ত্তাভজাদের গুরু। এ ব্যক্তি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। একদিন শ্রীরামপুরের রাস্তায় আঘাত পাইয়া তাহার বাহু সন্ধিভ্রষ্ট হয়। পূর্ব্ব কথিত টমাস্ বলিয়া ডাক্তার পাদরী তাহার চিকিৎসা করে। কৃতজ্ঞতা বশতঃ হউক বা অন্য কারণে হউক লোকটী পাদরীদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

২২শে ডিসেম্বর ১৮০০ সালে কৃষ্ণ ও তাহার আত্মীয় গোলক বলিয়া আর একজন সূত্রধর মিশনারীদিগের সহিত একত্রে আহার করে। ইহার ফল কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। টমাস্ বলিয়া পাদরীটি ১৭বৎসর ধরিয়া এদেশীয় লোক দিগকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন, এ পর্য্যন্ত সফল হন নাই; এখন একজনের খৃষ্টানধর্ম্ম আলিঙ্গনে প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার এত আনন্দ হয় যে, তাহাতেই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠে ও তাহার ফলে তিনি উন্মাদ হইয়া পড়েন। ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত (Baptised) হয়। "Mr. Thomas who was confined to his couch, made the air resound with his blasphemous ravings, and Mrs. Carey (তিনি পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদ ছিলেন) shut up in her own room on the opposite side of the path, poured forth tne most painful shrieks."

১৮২৩ সালে যখন দামোদরের বন্যার ফলে শ্রীরামপুরে ভাগীরথী—

তীরস্থ অনেক গৃহ ও ঘাট নদীগর্ভে বিনষ্ট হয় তখন এই ঘাটটি নদী-গর্ভে লোপ পায় ও পাদরী কেরীরও বাস গৃহ সেই সঙ্গে ভাগীরথী গর্ভে অন্তর্ধান হয়।

"The Hindoos maintained, it was a just retribution of the river Goddess for the attacks the missionaries had made on their religion ; and some of the older natives remarked that one of the first places washed away, was the very spot where the first convert has been baptised in 1800. Even among the Christians there were some superstitions as to connect the calamity with the unholy strife of which the premises had been the subjects.

১৮০২ সালে পীতাম্বর সিংহ নামক একজন বৃদ্ধ কায়স্থ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে ও তাহার পর বৎসর সুন্দরবনে দেহাটা নামক স্থানে কৃষ্ণ প্রসাদ বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হয়। এ ব্যক্তি খৃষ্টান হইয়াও তিন বৎসর পৈতা রাখিয়াছিল।

"The missionaries, in their anxiety not to interfere unnecessarily with the natural habits and customs of the converts, did not deem it necessary to make any rule on the subject. The Brahmin convert continued to wear the thread for nearly three years after his baptism and then he and another convert of the same class, renounced it voluntarily."

১৭৯৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এদেশীয় ৯৪ জন লোক খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; তাহার মধ্যে ১৩ জন

লোক পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণ করে। দশ বৎসরে (১৮০৯) প্রায় ২০০ শত লোক খৃষ্টান হয়।

১৮০৪ সালে শ্রীরামপুর ব্যতীত বাঙ্গালার আরও অনেক স্থানে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা আড্ডা খুলিতে মনস্থ করেন।

"We have been projecting a scheme for the enlargement of the mission, of which I will briefly give you the outlines. It is that of placing as many brethren as the Lord gives us in different stations round the Country, with a small capital, about two or three hundred pounds, to trade in cloth, indigo, or whatever each station best affords, to receive money and send the goods with monthly accounts to us, to keep one common stock and one table still, to have exactly the same allowance, and to meet once a year at Serampore.

ইহার ফলে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর ও যশোহরে মিশনারীরা আড্ডা স্থাপন করেন। ১৮০৬ সালে ভগবৎ বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হয়। তাহার স্ত্রী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অসম্মতা হয়। অন্য স্ত্রী বিবাহ করিব বলিয়া, ভগবৎ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহাতেও সে বিচলিতা হয় নাই। পরে ভগবৎ একখানি পত্রে নিজের বক্তব্য এই মর্ম্মে লিখে যে যদি তার স্ত্রী খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণকরিতে অস্বীকৃতা হয় তবে সে দারান্তর পরিগ্রহ করিবে। এই দলিলখানি শ্রীরামপুরের কাছারিতে রেজেষ্টারি করিয়া ভগবৎ তাহার পূর্ব্ব গৃহে গমন করে। তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মতা হয় না। অগত্যা ভগবৎ সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে দলিলখানি পাঠ করে ও পরে কাগজখানি স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেয়।

"He called on her distinctly to state whether she would accompany him to Serampore. After a short pause, she tore the paper in pieces, and declared that from the day of his baptism she had renounced him for ever, and assumed the condition and dress of a widow."

ভগবৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল। খৃষ্টান হইলে স্ত্রী অথবা স্বামী যদি ধর্ম্ম ত্যাগ না করে তাহা হইলে ঐ খৃষ্টান স্ত্রীলোকই হউক অথবা পুরুষই হউক, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, পরে এই আইন পাশ হয়।

কিরূপ করিয়া পাদরীগণ ধর্ম্ম প্রচার করিত, নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। কেরী সাহেবের লিখিত পত্র হইতে প্রধানতঃ অংশ গুলি উদ্ধৃত করিলাম।

"After their arrival in Serampore Mr. Carey and Mr. Ward were daily engaged morning and afternoon, addressing the heathens in the town and its neighbourhood in company with Mr. Marshman and Mr. Ward who applied to the study of the language with great diligence. In reference to one of these visits, Mr. Ward writes—'This morning brother Carey and I took our stand like two ballad singers, and began singing in Bengalee before one of Seeb's Temples under a canopy which had been spread for his worshippers.

"Came down to Corneigh, a pretty large place ; went to look at two temples of Seeb, which were built by the Rajah and Ranee or the king and queen of Dinajpore.

They are elevated, and you ascend several steps to go to them. On these steps Mr. Thomas preached to a pretty large concourse of people, who heard the word with great attention."

"We spent Wednesday 26th. in prayer and for a convenient place assembled in a temple of Seeb, which was near to our house. Moonshi (রাম বসু) was with us, and we all engaged in supplication for the revival of godliness in our own souls, and the prosperity of the work among the natives."

"I asked what place that was; they said it was Thakooranee; that is a Debta. I asked if it was alive; they said, yes; well said I, I will see her, and accordingly went towards the place when they all called out, 'No Sir, no, it is only a stone." I however mounted the steps, and began to talk about the folly and wickedness of idolatry."

I have since then been invited to embrace Krishna; but my answer is, what fruits have the servants of Krishna to show. You are proud, false, designing, treacherous dishonest; and no wonder, for so was your god; but whoever believes in the Lord Jesus Christ, will be purified from his love to sin and delivered from slavery to it."

এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে

নমুনার সংখ্যা এই স্থানে শেষ করিলাম। তবে এস্থানে একটী রহস্যের কথা বলিয়া রাখি। যে সময়ে কেরী প্রভৃতি পাদরীগণ এই ভাবে এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে Priestley বলিয়া একজন Non-Conformist পাদরী ইংলণ্ডে একেশ্বর বাদ (Unitarianism) প্রচার করিতেছিলেন। চেষ্টা করিতে গিয়া ফল কি হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যাইবে।

"Dr. Priestley held that "all who believe Christ to be a man and not God must necessarily think it idolatry to pay him divine honours. We have no other definition of idolatry than worship as God that which is not God. Do not all Protestants say it is idolatry in the Catholics to pray to the Virgin Mary, to Peter Paul or any other saints or even to angels or archangels. Do you not continually charge the Catholics with idolatry on this principle? Now it is on the very same principle, and no other, that we, who Consider Christ as being a man, such as Peter and Paul, will say that it must be idolatry to worship or to pray to him." The English people did not like this sort of preaching, especially in a minister. Dr. Prestley was in charge of a congregation of Non-Conformists. They proceeded in their characteristic way to demonstrate their disagreement. A riot ensued, Dr. Priestley's house and chapel were destroyed, and he was driven from Bermingham. This happened in 1793 Priestly left his country and died in America in 1804."

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা (tract) ছাপাইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মকে নিন্দা করা, উভয় ধর্ম্মের ভ্রান্তি ও দোষ প্রকাশ করা ও তাহাদিগকে বিদ্রূপ ও তাহাদিগের উপর অনেক সময়ে কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ করা এই সব মিশনারীদিগের ধর্ম্ম প্রচারের আর এক উপায় ছিল। ১৮০০ সালে এই পুস্তিকা লিখন ও বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রামবসু এইভাবের প্রথম পুস্তিকা লেখক।

"We have another piece nearly ready, written by a native, Ram Basu, exposing the folly and danger of the Hindu system. This is peculiarly pointed against Brahmins."

আর এক স্থানে কেরী সাহেব লিখিতেছেন :—

"Yesterday Ram Basu was here, to revise his piece against the Brahmins, in order to its being printed. It is very severe ; but it must be so to make them feel."

এই জাতীয় পুস্তিকা কি ভাবে লিখিত হইত পরে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কেরী সাহেবের এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা জ্ঞান বিশেষ জন্মায় নাই; তাই রামবসুকে উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া এই গুরুভার তাহাকে অর্পণ করেন।

"At the request of Mr. Carey, he compiled a religious tract, the first, which had ever appeared, called the Gospel Messenger, which was intended to introduce the doctrines of the Gospel to his fellow country-men. At the same time he composed another pamphlet in which he exposed the absurdities of Hindooism and the

pretensions of its priesthood with great severity. Large editions of these papers were printed and circulated, and produced no little sensation, in the native community."

রামবসু সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, পিতামহ বড় জমিদার ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ইঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়। লোকটী বোধ হয় সুলেখক ছিলেন। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা ভাষায় প্রতাপাদিত্যের জীবনী ও লিপিমালা বলিয়া এক পুস্তিকা লিখেন। এতদ্ভিন্ন Attack on Brahminism, উপরোক্ত Gospel Messenger, Harmony of the Gospel এই তিন খানি পুস্তক ইহার রচনা। রাম বসু কেরী সাহেবকে বাংলা শিখাইতেন। প্রথমে ডাক্তার পাদরী টমাসের মুন্সী ছিলেন। পরে কেরী সাহেবকে বাংলা পড়াইতেন। তিনি পাদরীদিগের সহিত ২৫ বৎসর কাটাইয়াছিলেন; খৃষ্টান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; খৃষ্টানী ভজনার সময় পাদরীদিগের ন্যায় ভজনা করিতেন; পাদরীদিগের নিমিত্ত খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করিতেন; হিন্দুধর্ম্মকে বিদ্রূপ করিয়া পাদরীদিগের সাহায্য করিতেন কিন্তু তিনি কখনও নিজে খৃষ্টান হন নাই।

ইংলণ্ডের পরিচালনা সভা এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের বিপক্ষে থাকিলেও মিশনারীগণের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কোন দিনই প্রতিবন্ধক হয় নাই। ১৮০৬ সালে একটু গোল বাধিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব। কোন শাসনকর্ত্তা অথবা কর্ম্মচারী তাহাদের কার্য্যের প্রতিকূল আচরণ করেন নাই।

শাসনকর্ত্তৃগণ পরিচালনা সভার আদেশ পালন করিতে বাধ্য ছিলেন। পরিচালনা সভার সদস্যগণের উপদেশ ও ইঙ্গিত মত তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত। সরকারী কাজ করিতে সময়ে সময়ে

তাঁহারা মিশনারীগণকে প্রকাশ্যে সাহায্য করিতে পারিতেন না। তথাপি ব্যক্তিগত হিসাবে সকলেই মিশনারী চেষ্টার অনুকূল ছিলেন। স্যার জন শোর যখন শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি প্রকাশ্যভাবে মিশনারীদিগের সহায়তা করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাম ছিল ("The most religious Governor of India") ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ শাসনকর্ত্তা। দেশে গিয়া ইনি লর্ড টেইনমাউথ উপাধি পান ও পরে বাইবেল সোসাইটি গঠিত হইলে ইনি ইহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এরূপ লোকের দ্বারা মিশনারীগণের প্রতিকূলতা সম্ভব নহে। পরে (১৮১৩ সালে) মিশনারীগণ এদেশে অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিবার যে অনুমতি পান এ সম্বন্ধে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। লর্ড ওয়েলেসলির সহিত মিশনারীগণের সম্পর্ক উপরে বলিয়াছি।

But Sir George Barlow although personally disposed to favour the undertaking (Government patronage of translation of the Bible into Indian languages) declined to anthorize a measure which might appear to identify the Government too closely with an extensive plan for promoting Christian knowledge among our native subjects.

এ সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মাদ্রাজ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ হইবে—

The Governor at the time was Lord William Bentick. He replied that, though it was beyond his power to grant them official permission to remain in a Missionary character at Madras, he was anxious to favour the

efforts of every Protestant Missionary, and they would meet with no obstruction while he continued in authority.

সার জর্জ্জ বার্লোর পর লর্ড মিণ্টোর (১৮০৬) সালে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন।

লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে মিশনারীগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটু গোল বাঁধে। ১৮০৬ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের ভেলোর (Vellore) নামক স্থানে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ একত্র হইয়া জন কয়েক ইংরেজ সৈনিক পুরুষ ও কর্ম্মচারী দিগকে হত্যা করে। ইহারই কিছু পূর্ব্বে, হিন্দু মুসলমান সিপাহীগণের পোষাক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। সিপাহীরা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র পরিত। এই সময়ে আইন হয় যে তাহারা এরূপ চিহ্ন ধারণ করিতে পারিবে না। ভেলোর বিদ্রোহের ফলে এ দেশে ও ইংলণ্ডস্থিত ইংরেজদিগের মনে ধারণা হয়, যে হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্ম্মহানীর আশঙ্কা হেতু এরূপ ঘটিয়াছে ও সেই কারণে হিন্দু মুসলমান সিপাহীগণ উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী ও গোরাদিগকে হত্যা করিয়াছে। ভেলোর বিদ্রোহে ইংলণ্ডের পরিচালনা সভা অত্যন্ত ভীত হয়। তখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক মাদ্রাজ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অসাবধানতায় এইরূপ ঘটিয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান ও যাহাতে এ দেশীয় লোকের মনে কোন প্রকার ধর্ম্ম-হানীর আশঙ্কা না হয় তাহার নিমিত্ত এ দেশের কর্ম্মচারীদিগের নিকট বিশেষ করিয়া তাগিদ পাঠান। "In order to vindicate, as they (Court of Directors) said the national respect for the religious usages of our native subjects and to make a sacrifice to their violated rights."

এই সময়ে লর্ড মিণ্টো শাসন কর্ত্তা হইয়া এদেশে আসেন। মিশনারীগণ কি ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করিতেন তাহার পূর্ব্বে নমুনা দিয়াছি। এই সময়ে বোধ হয় তাহারাও একটু বাড়াবাড়ি করে। ১৮০৭ সালে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদকে নিন্দা করিয়া শ্রীরাম-পুরের পাদরীগণ একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মকে কদর্য্য ভাষায় নিন্দা করা ইহাদের ধর্ম্মপ্রচারের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বোধ হয় এক কালে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ হওয়াতে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়। লোক পরম্পরায় এ সংবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেঁছে। ভেলোর বিদ্রো-হের পর হিন্দু মুসলমানদিগের ধর্ম্মের উপর কোন প্রকার আঘাত না লাগে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মিশনারীগণের এরূপ কার্য্যে রাজকর্ম্মচারিগণ স্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। লাট সাহেবের সভায় এ কথার উল্লেখ ও বিচার হয়। কাউন্সিলে লাটসভার সভ্যগণ নিম্ন লিখিত মন্তব্য পাশ করেন।

And they recorded their solemn conviction that the distribution of tracts and the practice of preaching to the multitude were evidently calculated to excite among the native subjects of the Company a spirit of religious jealousy and alarm, which might eventually be productive of the most serious evils, and the Government was bound by every consideration of general safety, and national faith and honour to suppress, within the limits of Company's authority in India, treatises and public preachings, offensive to the religious persuations of the people."

N. B. Edmonstone তখন সেক্রেটারি ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কেরী সাহেবকে যে সরকারি পত্র লেখেন তাহার অংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা পড়িবার বিশেষ উপযুক্ত—

"The issue of publications and the public delivery of discourses of the nature above described, are evidently calculated to produce consequences in the highest degree detrimental to the tranquility of British Dominions in India and it becomes the indispensible duty of the British Government to arrest the progress of any proceedings of that nature. In the present instance obligation is enforced by the necessity of maintaining the public faith which under the express injunctions of the Legislature, has been repeatedly pledged, to leave the native subjects of the Company in India in the full, free and undisturbed exercise, of their respective religions. To permit the issue and diffusion of printed treatises and the delivery of public discourses in the languages of the country, replete with the most direct and unqualified abuse of the principles and tenets of the religions of the people is manifestly authorizing an opposition to the full, free, and undisturbed exercise of it.

কিরূপ ভাষায় এই সকল পুস্তিকা লিখিত হইত নিম্নে যে উদ্ধৃতাংশ দিলাম তাহা হইতে আরও কতকটা বুঝা যাইবে। অংশটুকু লিখিবার পূর্ব্বে কিছু বলা আবশ্যক। Fuller ও Grant বলিয়া যে দুই ব্যক্তির নাম নীচে লিখিত হইল তাহাদিগের একটু পরিচয় আবশ্যক। Fuller

বলিয়া ব্যক্তিটি ইংলণ্ডস্থিত Baptist Missionary Society সম্পাদক ছিলেন। এই Baptist Missionary Society কেরী প্রমুখ পাদরীগণকে এদেশে পাঠাইয়া দেয় ও সোসাইটি তরফ হইতে ইংলণ্ডে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণের কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিত ; তাহাদের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিত ; যাহাতে ইংলণ্ডবাসিদিগের সহানুভূতি হয় তাহার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিত। পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের সহিত ইহাদের হইয়া ওকালতি করিত ও যাহাতে মিশনারীগণের কোনরূপ ব্যাঘাত বা বিঘ্ন না ঘটে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিত।

Grant বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের পরিচিত Civilian Grant যাহার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইনি তখন অবসর লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে ছিলেন। তিনি এ সময়ে ভারত পরিচালনা সভার (Court of Directors) সভাপতি ছিলেন। এদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহার আগ্রহের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাঁহারই চেষ্টার ফলে Court of Directors পরিচালনা সভার সভ্যগণ এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষপাতী হয় ও প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় পার্লা-মেণ্ট মহাসভায় অবাধ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আইন পাশ হয়। শ্রীরামপুরস্থিত মিশনারীগণের প্রণীত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে জঘন্য পুস্তিকা পাঠ করিয়া এ ব্যক্তিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল

"Mr. Charles Grant requested Mr. Fuller to come up to London, as he found the Mission was "crippled, if not crushed." He was discouraged to find that the tracts which had been sent into circulation by the missionaries were so little able to bear scrutiny and was mortified in "being obliged, as the Chairman of the Court of Directors, to lay these Communications before its members, with

several of whom he had pleaded on behalf of the Mission with all his might." He subsequently wrote in great dejection of spirits : "If these translations are just, the good men have been wanting in prudence and circumspection. They have given too much occasion to those who seek occasion, and have been the means of great mortification and trouble."

লড মিণ্টো হুকুম প্রকাশ করিলেন যে কলিকাতায় বাঙ্গলা কিম্বা হিন্দি ভাষায় আর খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার হইবে না ; আর শ্রীরামপুরের ছাপাখানা বন্ধ করিতে হইবে। মহম্মদকে নিন্দা করিয়া যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা পুড়াইয়া ফেলা হইল। হিন্দু মুসলমানদিগের মনের আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে পুস্তিকা লিখিয়া বিতরিত হইল। ধর্ম্ম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতা প্রকাশ করা এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ছিল।

মিশনারীদের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বরঞ্চ ইহার দ্বারা পরে আশাতীত লাভ হইয়াছিল। তাঁহারা লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাতের ফলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নে লিখিলাম।

"Lord Minto asked a number of questions, assured them that he felt no hostility to them or to their undertaking, and said that he thought the conversion of the natives in a quiet way, a desirable object, but feared there was danger of provoking the Mahomedans. He mentioned that he had heard of the Mission from Lord Spencer and observed that it was expected that Missionaries should have a little enthusiasm in them, and

feel more warmly on the subject of converting the heathen than worldly men ; and moreover, that they should be able sometimes to bear the frowns of men in power. পূর্ব্ব আজ্ঞা রহিত হইল। তবে এইমাত্র হইল যে ভবিষ্যতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তিকা (tract) ছাপা হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে দেখাইতে হইবে। লর্ড মিণ্টোর আচরণে মিশনারীগণের ভাগ্য ফিরিল। মিশনারীগণ হইলেন এখন নিপীড়িত ; খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য লাঞ্ছিত। লর্ড মিণ্টো হইলেন পীড়ন কর্ত্তা। এসংবাদে ইংলণ্ডে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

সরকারী কার্য্যের নিয়মানুসারে লর্ড মিণ্টো এই মিশনারী সংবাদ ইংলণ্ডের ভারতব পরিচালনা সভার নিকট পাঠাইলেন। পরিচালনা সভা (Court of Directors) লর্ড মিণ্টোকে অনেক কথা লিখিলেন। গবর্ণর জেনারেলকে বুঝিতে হইল যে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা করা উচিত হয় নাই ; পুনরায় যাহাতে এরূপ না করেন সে বিষয়ে বিশেষ ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

The Court wished it to be understood, that they were far from being adverse to the introduction of Christianity into India or indifferent to the benefits which would result to the general diffusion of its doctrines. ....You are of course aware that many of the meritorious individuals who have devoted themselves to these labours were not British subjects or living under our authority and that none of the missionaries have proceeded to Bengal with our license. পরিচালনা সভার পত্র এই বলিয়া শেষ হইল।

"And we rely on your discretion that it abstains from all unnecessary and ostentatious interference with their proceedings."

ভারত পরিচালনা সভা হইতে এইরূপ পত্র দেখিয়া অনেকেরই মনে আশ্চর্য্যের উদয় হইবে। এক দিকে এদেশে মিশনারীগণ আসিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচার করে, তাঁহারা তাহার বিপক্ষে আদেশ প্রকাশ করিতেন অপর দিকে যাহাতে মিশনারীগণের কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় সে সম্বন্ধে লর্ড মিণ্টোকে তাকিং পাঠাইতেন। একদিকে ভারতবর্ষে অশান্তি, দেশ মধ্যে বিপ্লব, ব্যাণিজ্যের ক্ষতি, এই সব আশঙ্কা হইত, অপর পক্ষে সে সময়কার ইংলণ্ডবাসী অধিকাংশ ইংরেজদিগের ন্যায় ভারতবাসীদিগকে খৃষ্টান করা অনেক সদস্যেরই আন্তরিক বাসনা ছিল। এই ইচ্ছা ও আশঙ্কার মধ্যে যখন যে ভাব প্রবল হইত সদস্যগণ সেইরূপ আদেশ পাঠাইতেন।

ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহ সংবাদে ইংলণ্ডের লোকেরা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণের কার্য্যকলাপ ইংলণ্ডের লোকেরা পূর্ব্বেই কিছু কিছু শুনিয়াছিল। শীঘ্রই মিশনারীগণ কর্ত্তৃক খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। যাঁহারা মিশনারীদিগের বিপক্ষে ছিলেন তাঁহারা বলিলেন যে এরূপ করিলে দেশে অসন্তোষ জন্মিবে ও সাম্রাজ্য রক্ষা কঠিন হইবে। শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরী মার্শম্যান সাহেব তাহার উত্তরে মত প্রকাশ করিলেন।

There is nothing to be feared from the attempt. The Hindoos resemble an immense number of particles of sand, which are incapable of forming a solid mass. There is no bond of union among them nor any princi-

ple capable of effecting it. Their hierarchy has no head, no influential body, no subordinate orders. The Brahmin as well as the nation at large, are a vast number of disconnected atoms, totally incapable of cohesion. For the sake of a little gain, a Brahmin will write against his Gods, satisfying himself with the conviction that the sin belongs to his employee and that he is only labouring to support himself.

পাদরী বুক্যানন যাঁহার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তিনি লিখিলেন—

"A wise policy seems to demand that we should use every means of coercing this contemptuous spirit of our native subjects."

Twining বলিয়া একজন ইংরেজ এদেশে সিভিলিয়ান ছিলেন। তিনি ও মেজর Scott Waring ইঁহারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের বিপক্ষে প্রধানতঃ লিখিতেন, কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে দেশের পাদরীর দল খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড টেইনমাউথ তিনিও এই আন্দোলনে যোগ দেন। মিশনারীগণ এদেশে স্কুল খুলিয়া ইংরেজী শিক্ষা দিবার কথা বলিতেন।

"Because the natives considered that language is the key to their fortune." মেজর ওয়ারিং এ সম্বন্ধে লেখেন :—

"We are therefore, by the deception of the basest kind to allure the children of these Brahmins to our schools, that we may shake their ill-founded ridiculous principles : but still to keep up the mask of friendly regard to their temporal interests by merely offering to

teach them a language which will be the key to fortune. No disciple of Loyla ever proposed a scheme more repugnant to every principle of justice and true morality."

মিশনারীগণের সৌভাগ্যক্রমে আর একজন ইংরেজ তাহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ইঁহার নাম কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট। টোয়াইনিং ও ওয়ারিং সাহেব এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের বিপক্ষে ছিলেন। পাছে রাষ্ট্র বিপ্লব হয় এই...আশঙ্কা তাঁহারা করিতেন। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট আর এক কারণে খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ফুল চন্দন লইয়া প্রাতঃকালে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে শিবপূজা করিতেন। আচার ধর্ম্মপ্রভৃতি সকল বিষয়ে হিন্দুদিগের অনুসরণ করিতেন। ইংরেজরা উপহাস করিয়া তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট নাম দিয়াছিল। তিনি মিশনারীদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন।

"I would repose the Hindoo System on the broad basis of its own merits ; convinced that, on the enlarged principles of moral reasoning, it little needs the meliorating hand of Christianity to render its votaries a sufficiently correct and moral people, for all the useful purposes of civilized society ; for we know that a law is good if a man uses it lawfully.". ....whenever I look around me, in the vast region of Hindoo Mythology I discover piety in the garb of allegory ; and I see morality, at every turn blended with every tale ; and as far as I can rely on my own judgment, it appears the

most complete and ample system of moral Allegory that the world has ever produced."......It is true that they worship the Deity through the medium of images, but we satisfactorily learn from the Geeta that it is not the mere image, but the invisible spirit that they thus worship............Cease then worthy Missionaries to disturb that repose that forms the happiness of so many millions of human race ; a procedure that can only tend to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother and the daughter-in-law against her mother-in-law, nor unhappy cause by an indecent, though perhaps venial zeal that a man's foes shall be they of his own household.........Whenever therefore, the Christian religion does as much for the lower orders of Society in Europe as that of Brahma thus appears to have done for the Hindoos. I shall cheerfully vote for its Establishment in Hindoostan.

যে হিন্দুরা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাহাদের সম্বন্ধে লিখিলেন—

"Let us therefore not wound their feelings, by sending such miscreants among them ; the refuse of their own tribes, whom they can regard only with abhorrence, and addressing myself to the good sense of our missionaries, let me seriously ask them,—what opinion must the Brahmins entertain of a religion that thus receives into its bosom, wretches who have been

deemed unworthy the communion of their friends, are considred a disgrace to their families, and have utterly rejected the society of the virtuous among themselves, renegades from the faith in which they were nursed, who perhaps suffering restraint under the severity of its discipline have possibly, in seceding left behind them, with its forms, the sound morality that it inculcates?"

প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতহুতি পড়িল। ভারতবর্ষে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিলে এদেশীয় লোকদিগের মনে আশঙ্কা জন্মিতে পারে, ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃদিগের উপর অসন্তোষ জন্মিতে পারে, তাহার ফলে রাষ্ট্র বিপ্লব হওয়া সম্ভব, বাণিজ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এ সকল কথা ইংলণ্ডের লোকেরা বুঝিত ও বুঝিত বলিয়া এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে ইতস্তত করিত। হিন্দুধর্ম্ম যে অতিশয় ভ্রান্তিমূলক ধর্ম্ম ও তাহার পরিবর্ত্তে এদেশের লোকদিগকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহা তখনকার প্রায় ইংরেজ মাত্রেরই ধারণা ছিল। তবে সে সময়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে মত ভেদ থাকাতে তাহারা সহসা বা প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে তখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু একজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী (Military Officer), পদে Colonel কর্ণেল খৃষ্টান ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, গঙ্গাস্নান করিবে ফুল চন্দন দিয়া শিব পূজা করিবে, হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে, পাদরীদিগকে বিরত হইবার অনুরোধ করিবে, তাহাদের গৌরবের সামগ্রী স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুদিগের নিন্দা করিবে, ইহাতে ইংরেজ মাত্রেরই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের সমস্ত পাদরীকুল ক্ষেপিয়া উঠিল; খৃষ্টানধর্ম্ম সংক্রান্ত যত সভা সমিতি ছিল সকলেই একরবে প্রতিবাদ করিল।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড টেইনমাউথ (Teignmouth) পাদরীদের পক্ষে দাঁড়াইলেন। তিনি "Considerations on the Practicability, Policy and obligation of communicating to the natives of India the knowledge of Christianity with observations on Major Scott Warings pamphlet" ...এই শীর্ষক পুস্তিকা লিখিয়া নিজের মত প্রকাশ করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক (Sidney Smith) সিডনি স্মিথ পাদরী দিগের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেন। তিনি নিজে আংলিকান চার্চ্চ ভুক্ত ছিলেন তিনি বাপটিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিপক্ষে তীব্র সমালোচনা করেন।

The missionaries complain of intolerance. A weasel might as well complain of intolerance when he is throttled for sucking eggs. Toleration for their own opinions—toleration for their domestic worship, for their private groans and convulsions, they possess in the fullest extent, but who ever heard of toleration for intolerance ? Who ever before heard men cry out that they were persecuted because they might insult the religion, shock the feelings, irritate the passions of their fellow creatures, and throw a whole colony into bloodshed and confusion ? কবি সাউদে (Southey) তিনি মিশনারিদের পক্ষে দাড়াইলেন। তিনি লিখিলেন—

"But why should we convert the Hindoos ? Because our duty to God and man alike requires the attempt, Why should we convert them ? Because policy requires

it, religion requires it, common hnmanity requires it. Why should we convert them? Because they who permit the evil which they can prevent are guilty of that evil and to them shall it be imputed."

এই প্রকার আন্দোলনে মিশনারীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল ইংলণ্ডের লোকদিগের এদেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিশেষ আগ্রহ আছে একথা তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু কাজের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সকল আন্দোলন ১৮০৭।৮৯ সাল পর্য্যন্ত চলিতেছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে East India Company ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ নবীকৃত করিবার সময়ে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পার্লামেণ্ট মহাসভায় পাশ হইয়াছিল, তখনও সেই সকল নিয়ম জারি ছিল। ১৮১৩ সালে পুনরায় সনন্দ নবীকৃত হইবার কথা। সে কথা পরে লিখিব।

এদেশে তখনকার শাসন কর্ত্তৃগণ মিশনারিগণের পৃষ্ট পোষক ছিলেন সে কথা উপরে লিখিয়াছি। এদেশে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণও প্রায় সকলেই মিশনারীদের চেষ্টার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অনুকূল ছিলেন ও অনেকেই সহায়তা করিতেন। সকল সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরী সাহেবের শিষ্য ছিলেন। ওয়াড সাহেবের জামাতা একজন সিভিলিয়ান ছিলেন হ্যাভলক্ সাহেব মার্শম্যান সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের ইনি প্রসিদ্ধ জেনারেল হ্যাভলক্। মিশনারীগণও যে হাটে বাজারে, রাস্তায় মন্দিরে, গৃহস্থদের গৃহে, যেখানে সেখানে হিন্দুধর্ম্মকে কদর্য্য ভাষায় নিন্দা করিতেন, হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচিত্র ভাষায় পুস্তিকা ছাপাইয়া দেশ প্লাবিত করিতেন, তাহা প্রধাণতঃ তখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অনুকূলতার অথবা উদাসীনতার ফল। যেদিন

কৃষ্টপাল ও গোলক খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় সে দিন শ্রীরাম-পুরে অনেক লোক তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে জমা হয়। গোলক তখন পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহন করিবে কিনা স্থির করিতে পারে নাই। তাহাদের আত্মীয়েরা ভাবিয়া ছিল যে এই দুই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। সেই কারণে তাহারা তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া গিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধর্ম্মত্যাগী দিগকে সুখ্যাতি করিলেন ও লোক দিগকে হাঁকাইয়া দিতে হুকুম দিলেন। "The Magistrate commended the converts for having renounced their caste and ordered the crowd to disperse." পাছে পুনরায় গোলমাল হয় কৃষ্ণের বাড়ীর উপর একজন প্রহরী মোতায়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পাদরী মার্শম্যান যশোহরে গিয়া মামুলি মিশনারী প্রথায় যেখানে হাট বসিতেছিল সেই স্থানে প্রচার আরম্ভ করেন। হিন্দুধর্ম্মকে অজস্র গালি দিতে শুনিয়া সে স্থানের জনকতক ভদ্রলোক মিডলটন নামক তখনকার জজের নিকট এ প্রকার প্রচার যাহাতে রহিত হয় তাহার জন্য আবেদন করে। মিডলটন সাহেব পাদরী মার্শম্যানকে বিরত হইতে বলেন। "Mr. Middleton addressed Mr. Marshman in a tone of severity and informed him that such addresses to the heathen could not be permitted." কিন্তু হইলে কি হয়, রাত্রিতে জজ সাহেবের কুঠীতে খানা হইল। জজ সাহেব গ্লাসে মদ ঢালিয়া মিশনারীগণের জয় জয় কার হউক বলিয়া নিজের উদরে মদের গ্লাস খালি করিলেন।

"In the evening Mr. Middleton and Mr. Marshman sat down to dinner and discussed the labours and

prospects of the mission to which the Judge drank success and they parted on friendly terms."

মদনাবতীতে কেরী সাহেবের একটী পুত্রের মৃত্যু হয়। জনকয়েক মুসলমান মৃতদেহ কবর দেয়। তাহাতে অন্যান্য মুসলমানরা তাহাদিগকে একঘরে করে ও তাহাদের সহিত পান ভোজন রহিত করে। গ্রামের মোড়ল এ বিষয়ে নেতা শুনিয়া কেরী সাহেব তাহাকে নিজের নীলকুঠিতে পাইকের দ্বারা ধরিয়া লইয়া আসেন। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"As we knew it to be a piece of spite and a trick to get money, we placed two guards over him, and told him that he must either eat and drink with the men before the men of his own village or stay here till we had sent the four men to Dinagepore, to the Judge, about the matter. He stood out, however, till about dinner time: when, being hungry, he thought fit to alter his terms, and of his own accord wrote and signed a paper, purporting that the men were innocent, and he a guilty person."

"Mr. Garret, the Judge of Barisal and a most intimate and affectionate friend of the missionaries had raised a subscription of £1350 for the establishment of schools at that station, and he offered to place it, at their disposal that they might apply the interest of it to the object in view."

"Mr. David Scott, the Commissioner of the Province

was equally distinguished as a public functionary and a great philanthropist. He had been the pupil and he was the personal friend of Dr. Carey, and had actively co-operated with the missionaries in the work of improvement. He was now anxious that a missionary should be sent into the country, and Dr. Carey urged his colleagues to establish a station at the chief town; but they hesitated to incur a new obligation, while they were so little able to maintain those which existed already."

"Mr. William Garett, a member of the Civil Service, a worthy grandson of Robert Raikes, the founder of Sunday schools and the affectionate co-adjutor of the missionaries in every benevolent project, offered an equal sum, (£ 60 a year) and a mission was established, under the superintendence of Mr. Lish."

"It was in the midst of this depression, that they were requested by Mr. David Scott, the judge of Rungpur to send a missionary to civilize the Garrows, a wild tribe on the eastern frontier of Bengal, but the state of their funds obliged them to decline the proposal. "Mr. Scott" writes Mr. Ward "has written another letter of twelve pages on the subject of the Garrows. It is a fine opening but we are too poor."

"The village (Pandooah) lay at the foot of the

Khasia Hills which are inhabited by a wild and independent tribe. The oppression of their own chiefs had driven large numbers of them to seek refuge in the Company's territories. The judge of the district of Sylhet opened a correspondence with Dr. Carey, under whom he had studied Bengali in the College, and advised that "2 or 3 hundred fugitives should be made Christians at once by baptism and instructed afterwards."

ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ব্যবসাদারগণ অনেকে যিনি যেমন পারিতেন মিশনারীগণকে সাহায্য করিতেন। যশোহর জেলায় 'সুখসাগর' নামক স্থানে ব্যারেটো (Baretto) নামে একজন ধনী Roman Catholic বাস করিত। তাহাদের বসতবাটীর নিমিত্ত একটী বৃহৎ অট্টালিকা ও তদ্ভিন্ন অনেক জমী জমা ছিল। গৃহটি এখন নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যশোহরে মিশনারীগণকে আড্ডাস্থাপন করিতে এই লোকটি প্রথমে জমী প্রদান করে। পূর্ব্বকথিত সিভিলিয়ান উড্‌নি সাহেব চিরকালই মিশনারীগণের পরম বন্ধু ছিলেন। নিজের নীল বুনিতে কেরী সাহেবকে অংশীদার করেন। সকল সময়েই তিনি মিশনারী দিগকে সাহায্য করিতেন। সময়ে উড্‌নি সাহেব কাউনসিলের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ (Senior member) সদস্য ও বাংলা প্রদেশের Deputy Governor হন। লর্ডমিণ্টোর সময়ে তাঁহার সহায়তায় অনেক ফল হইয়াছিল।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক কর্ম্মচারীকে সময়ে সময়ে মিশনারীগণের প্রতিকূলে নিয়মাবলী প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে মিশনারী দিগের বিশেষ ক্ষতি হইত না। স্বয়ং শাসনকর্ত্তা লর্ডমিণ্টোর কথা হইতে এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

At the next interview, a week after, Lord Minto

said, in the most friendly spirit that if he could possibly step out of himself, and separate his public from his private character, he would at once head the list, but he had consulted his colleagues, and they considered it unadvisable for the head of the Government to appear in an undertaking which might not meet with the approval of the Court of Directors.

১৮১৩ সালের পূর্ব্বে এদেশে মিশনারীগণ আসিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম যাহাতে প্রচার না করে সেই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের পরিচালনা সভা ও পার্লামেণ্ট মহাসভার বিশেষ নিয়ম ছিল। এদেশের শাসনকর্ত্তৃগণও কর্ম্মচারী দিগকে এসকল নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। কেরী সাহেব যখন আসেন নীলকর বলিয়া সরকারী কাগজে তাঁহার পরিচয় দিতে হয়। পাদরী ওয়ার্ড ও মার্শম্যান ও অপরাপর মিশনারীগণ বৃটিশ আশ্রয় বর্জ্জন করিয়া শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের আশ্রয়ে বাস করিত। কিন্তু পূর্ব্বে লিখিয়াছি এ নিয়মে মিশনারীগণের কোন দিনই কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। এ সম্বন্ধে পাদরী কেরীর কথা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"I would not however have you suppose that we were obliged to conceal ourselves or our works. No such thing. We preach before magistrates and judges; and were I to be in the company of Lord Mornington I should not hesitate to declare myself a missionary to the heathen, though I would not on any account return myself as such, to the Governor-General in Council."

সেকালের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন

সাহেব (ইহাঁর নাম পরে অনেকবার উল্লেখ করিব) অক্‌জিলিয়ারি বাইবেল সোসাইটীর (Auxiliary Bible Society) সভাপতি ছিলেন। তখনকার সেক্রেটারী এডমনষ্টোন (Edmonstone) সাহেব সহকারী সভাপতি ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। ১৭৯৩ সালে বিশবৎসরের নিমিত্ত কোম্পানীর সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল। এ বিশ বৎসরে নানাকারণে ইংলণ্ডস্থিত দেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চঞ্চল হইয়া উঠে। ইংলণ্ডস্থিত সাধারণ সওদাগর সম্প্রদায় এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত পার্লামেণ্ট মহাসভায় ও দেশ মধ্যে সংবাদপত্রের স্তম্ভে আন্দোলন করিতেছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীরও ব্যবসায় তত সুবিধা হইতেছিল না। একচেটিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধে সচরাচর যাহা ঘঠে ইহাদেরও তাহাই ঘটিতেছিল। লাভ হওয়া দূরে থাকুক অনেক বৎসর লোকসান দিতে হইত। ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে ইহাদের চারি কোটি টাকা ক্ষতি হয়। ইংলণ্ডস্থিত মিশনারী সোসাইটীর দল ও তাহাদের বন্ধুগণ এদেশে অবাধ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অনবরত আন্দোলন করিতে ছিল। সনন্দ নবীকৃত হইবার পূর্ব্বেই ১৮১২ সালে যাহাতে এদেশে অবাধ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হয় রাজ সচিবগণ (Ministers of the Crown) মিশনারীগণকে সে অধিকার প্রদান করিবেন, এই কথা Court of Directors দিগকে জানাইয়াছিলেন, তবে পার্লামেণ্ট মহাসভায় এ প্রস্তাব মঞ্জুর না হইলে এ কথা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮১৩ সালে ২২শে মার্চ্চ তারিখে তৎকালীন রাজসচিব লর্ড কাস্‌লূরে (Lord Castlereagh) পরবর্ত্তী বিশ বৎসর ভারতবর্ষ শাসনের সনন্দ প্রদানের প্রশ্ন হাউস অফ কমন্‌সে (পার্লামেণ্ট মহাসভায়) উত্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে পূর্ব্ব হইতে পরিচালনা সভা

(Court of Directors) যেভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিল, সেই ভাবে পরবর্ত্তী ২০ বৎসর কাজ করিতে পারিবে তবে এখন হইতে ইংলণ্ডের সওদাগরেরা অবাধে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অধিকার পাইবে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে একজন Bishop ও তিনজন Archdeacon নিযুক্ত হইবে। Mr. Wilberforce (উইলবারফোর্স) সাহেব বিশ বৎসর পূর্ব্বে মিশনারীদের হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তখনও পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য ছিলেন। তিনি পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবাসীদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। অনেক বাকবিতণ্ডা হইল।

ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহাদের অধিকারের উপর এরূপ হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এই অনুমতি চাহিল, যে যাহাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এরূপ পুরাতন Anglo-Indian কর্ম্মচারী আসিয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় সেই দেশ শাসন ও অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্য প্রদান ও মন্তব্য প্রকাশ করে। পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণও সেইভাবে মতপ্রকাশ করিলেন। পরে পার্লামেণ্ট মহাসভার একটি কমিটি গঠিত হইল ও তথায় এইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা স্থির হইল। আট সপ্তাহকাল এই সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এই সাক্ষ্য ব্যাপার আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক বিচিত্র পৃষ্ঠা। পৃথিবীর কোন জাতি সম্বন্ধে কখনও এরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহারা মিশনারীদিগের বন্ধু ছিলেন তাহাদের কাজ হইল প্রমাণ করা, যে ভারতবাসীদিগের ন্যায় দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতি পরায়ণ মনুষ্য কখনও পৃথিবীতে জন্মায় নাই। বিপক্ষদলকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে না, তাহারা এরূপ নরপিশাচ নহে। এই কমিটিতে স্থির হইল লড়াইয়ের পর যেরূপ ফল হইবে

মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তদনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিবেন।

মিশনারীদিগের বন্ধুগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; বক্তৃতায়, পুস্তিকায় সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। যাহাতে সে দেশের লোকেরা একবাক্য হইয়া ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে সমস্বরে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টার ফল প্রথমে বিশেষ হইল না, সাক্ষীরা যেরূপ জবানবন্দী দিল তাহাতে রাজসচিবগণ মনে করিলেন যে অবাধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার তত সুবিধাজনক হইবে না ও Court of Directors দিগের এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বাহাল রাখাই সুবিধার কথা। কিন্তু ইহাতে মিশনারীগণের ভাগ্য ফিরিল।

"Lord Castlereagh's declartion to leave the missionary question in the hands of the Court of Directors operated like an electric shock through the country, and united all the friends of the Missionaries in a determination to petition the House of Commons without delay. Churchmen, Methodists, Dissenters, and almost every party in Scotland were all alive and poured in such a flood of petitions as was scarcely seen. For eight or ten weeks the Legislature was overwhelmed with them and Lord Castlereagh is said to have remarked that he feared they should have to throw the poor Bishop overboard, like another Jonah to appease the storm."

পার্লামেণ্ট মহাসভায় দুই পক্ষ হইল। একপক্ষ মিষ্টার উইলবারফোর্স প্রমুখ পাদরীগণের পৃষ্ঠপোষক আর এক পক্ষ কোর্ট অফ

ডিরেক্টারসদিগের মতাবলম্বী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুদিগের গৌরব করিবার সামগ্রী অতি অল্পই আছে। এ আট সপ্তাহে পার্লামেণ্টনির্ব্বাচিত কমিটিতে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যে বীভৎস দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল সেরূপ কোন জাতি সম্বন্ধে কোন প্রকাশ্য স্থানে কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যে প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত এইরূপ অভিনয় হয় সে প্রশ্নটি অতি সহজ; ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারী আসিয়া সেদেশের লোকদিগকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করা উচিত কিনা ইহাই হইল প্রশ্ন। উইলবারফোর্স প্রভৃতি মিশনারীর দল অতি সহজ ভাবে এ প্রশ্নের বিচার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিবার চেষ্টা করা উচিত, কেন না সে দেশের লোকেরা অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ ও দুশ্চরিত্র। তাহাদের কুধর্ম্ম ও কুসংস্কার এই দুর্নীতি ও তাহাদিগের দুশ্চরিত্রের কারণ। তাহা হইলে তাহারা যে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্র সম্পন্ন ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে। এই প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশে মিশনারীদিগের সাহায্য প্রদানে ইংলণ্ডের লোকের পক্ষে কোনমতে অসম্মত হওয়া অসম্ভব। আট সপ্তাহকাল আমাদিগের চরিত্র লইয়া পার্লামেণ্টের কমিটিতে বিচার হয়। প্রথম সাক্ষী হইলেন ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস। তিনি পাদরীদের চেষ্টার অনুকূলে বিশেষ কিছু বলিলেন না।

"When questioned regarding missionaries, he said he remembered a worthy gentleman who bore the character of a missionary—Mr. Schwartz in the Carnatic, and another in Bengal—he did not know whether he can call him a missionary Mr. Kiernandier; he also remembered his conversion of an Indian because it was announced with great pomp and parade, one of the

Judges of the Supreme Court having stood his sponser. He also remembered a Catholic priest who resided near Dacca and had about him a large flock of men whom he called Christians. But they were Christians only in name and dress, and the priest was ignorant of the common language of the country. On hearing this allusion to the dress of the converts some members from the manufacturing districts enquired whether the clothes they wore were of European manufacture, and Mr. Hastings replied that he had never seen them, and he questioned whether they had any garments at all, more than the most necessary and scanty portion of dress belonging to the order of natives."

এ দেশের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—

"Great pains have been taken to inculcate into the public mind, an opinion that the natives of India are in a state of complete moral turpitude, and live in a constant unrestrained commission of every vice and crime that can disgrace human nature. I affirm by the oath that I have taken, that this description of them is untrue and wholly unfounded."

লর্ড টেইনমাউথ এক সময়ে এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিও সাক্ষ্য দিলেন। বলা বাহুল্য তিনি মিশনারীদিগের চেষ্টার সর্ব্বতোভাবে অনুকূল ছিলেন। আরও অনেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মিশনারী-দিগের এদেশের ধর্ম্মপ্রচারের বিষয়ে সকলেই প্রায় প্রতিকূল বলিলেন

খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিলে এদেশে অসন্তোষ ও বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা অতএব মিশনারীদিগের ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার অভিপ্রেত নহে। দুই একজন কেবল উইলবারফোর্স প্রভৃতি লোকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া এদেশবাসিদিগের পক্ষে কিছু বলেন। তাহার মধ্যে মান্দ্রাজ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার টমাস মনরোর কথা উল্লেখ যোগ্য।

"If a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, and a capacity to produce whatever might contribute to convenience or luxury, schools established in every village, the general practice of hospitality and charity among each other, and above all a treatment of the female sex full of confidence, respect and delicacy were among the signs which denoted a civilized people —then the Hindoos were not inferior to the natives of Europe and if civilization were to become an article of trade between the two countries, he was convinced that England would greatly benefit by the import cargo."

সাক্ষীদিগের জবানবন্দী শুনিয়া মিশনারীদিগের বন্ধুরা একটু ভয় পান। কিন্তু তাহাদের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না। ইংলণ্ডের দেশের লোক ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

The evidence terminated on the 27th of May. During the eight weeks of its continuance, the table of the House, had been covered with petitions on the subject of Indian Missions. They streamed in, night after night, from all parts of the kingdom, from large public

bodies, and individual Congregations, from influential town and retired hamlets, and from Christians of every denominations, demanding with a unanimous voice, that India should be opened to the Gospel by an express provision in the Bill then before Parliament. The petitions amounted to nine hundred, a greater number than it appears, had ever been presented on any former occasion. This unequivocal wishes of the constituencies produced a salutory impression on the House. Nor was the ministry backward in perceiving that the country had taken the question into its own hands and that the wisest course was to swim with the stream."

রাজসচিব Lord Castlereagh দেশের লোকদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন ও তদনুসারে পুরাতন মন্তব্যটী পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রস্তাব করিলেন।

"It is the opinion of the Committee that it is the duty of this country to promote the interests and happiness of the native inhabitants of the British Dominions in India, and that such measures ought to be adopted as may tend to the introduction among them of useful knowledge, and of religious and moral improvement; that, in furtherence of the above objects, sufficient facilities shall be afforded by law to persons desirous of going to and remaining in India for the purpose of accomplishing these benevolent designs. Provided always, that the authority

of the local Governments respecting the intercourse of Europeans with the interior of the country be preserved, and that the principles of the British Government, on which the natives of India have hitherto relied for the free exercise of their religion, be inviolately maintained.

অনেক বাদানুবাদ হইল। মিশনারীদিগের বন্ধু উইলবারফোর্স ও তাঁহার দলের লোকদের প্রধান ও একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল, হিন্দুদিগের দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্র কীর্ত্তন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিবাদ করেন।

"Sir Henry Montgomery opposed the motion. He said that he had been twenty years in India and had never known an instance of any convert being made except one who was converted by "that very respectable individual" Mr. Schwartz. In his opinion, the Hindoo religion was pure and unexceptionable. The immolation of widows was no more a religious rite than suicide was a part of Christianity. If we wished to convert the natives, we ought first to reform our own people there who at present only gave them an example of lying, swearing, drunkenness and other vices."

তাহার পর উইলবারফোর্স সাহের খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচার সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন। হিন্দুদিগের ও তাহাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন নিম্ন উদ্ধৃত অংশ হইতে কিছু বুঝা যাইবে।

"Mr. Wilberforce then proceeded to deal with the assertion that the Hindoos were so good, and their morals

so pure, so much purer than our own, that any attempt to communicate to them our religion and morality was to say the least, a superfluous, perhaps a mischievous attempt. He laid down the general position that there never yet was a country, on which the light of Christianity had not shone which was not found to be in a state of the grossest moral darkness, debased by principles, practices and manners, the most flagitious and cruel, and that the natives of India had from the earliest times groaned under the double yoke of political and moral despotism. Regarding the moral character of the natives he brought forward various quotations from Halhed, Bernier, Scrafton, Orme, Governor Holwell, Clive, Verelest and Lord Teignmouth, from Sir John Macpherson, Lord Cornwallis, and Tamerlane, and lastly, from the replies given by the various public-functionaries in India, to the interrogatories of Lord Wellesley. From these diversified and independent sources of information, he deduced the fact, that the Hindoos were in that state of moral degradation which Christianity alone was capable of removing."

উইলবারফোর্স সাহেব অনেক কথা বলিলেন। হিন্দুদিগের ও হিন্দুধর্ম্মের উপর গালি বর্ষণ তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার প্রধান অবলম্বন ছিল। পার্লামেণ্ট মহাসভার অনেক সভ্য বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ প্রতিবাদও করিয়াছিলেন।

"Mr. Stephen Lushington, who had risen to great distinction in the public service at Madras, reprobated the admission of Missionaries into India in language scarcely less virulent than that which had been used by his relative in the Court of Proprietors, twenty years before brought forward in Leadenhall Street. He said that he could refute the assertions which had been made regarding the characters of natives from his own personal observations and he denounced the remarks of the missionaries and Dr. Buchanan as the most infamous and unfounded libels. * * * * Mr. Lushington then entered upon an elabarate defence of the morality of the Hindoo religion and literature, and introduced several quotations regarding Truth, Charity, Mercy, religion and hospitality from native works which he said were as remarkable for purity of doctrine as for the beauty and simplicity of the style."

Mr. Charles Marsh এদেশে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তিনিও উইলবারফোর্স সাহেবের বিপক্ষে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

"When I turn to her philosophers, lawyers and moralists who have left the oracles of political and ethical wisdom to restrain the passions and the vices which disturb the commonwealth; when I look at the peaceful and harmonious alliance of families guarded and secured by the household virtues; when I see

among a cheerful and well-ordered society the benign and softening influences of religion and morality, a system of manners founded on a system of mild and polished obedience, and preserving the surface of social life smooth and unruffled, I cannot hear without surprise mingled with horror, of sending out Baptists and Anabaptists to civilize or convert such a people, at the hazard of disturbing or deforming institutions which appear hitherto to have been the means ordained by Providence for making them virtuous and happy."

He dwelt with peculiar force on the abstinence from intoxicating liquors which had been enjoined in the *Shastras* and which would be overthrown by the introduction of missionaries and Christianity. * * *

In exchange for this virtue, they will have been initiated into the mysteries of Election and Reprobation. I leave it to those who are versed in moral calculations to decide what will have been gained to ourselves by giving them Calvinism and fermented liquors; and whether Predestination and Gin would be a compensation to the natives of India for the changes which will overwhelm their habits, morals and religion."

এদেশে মিশনারীগণ কি ভাবে কায করিতেন তাঁহার বক্তৃতা হইতে পার্লামেণ্ট সভার সভ্যগণ কিছু ইঙ্গিত পাইলেন।

"He then referred to the letter which Lord Minto had addressed to the Secret Committee, in which they were entreated to discourage any accession to the number of Missionaries already employed. That letter stated several alarming instances of misguided and intemperate zeal, and of low aud scurrilous invectives on the part of the Serampore missionaries. He said, he would not shock the ears of the House by reading any extracts from these publications which must be offensive to the moral sense of every cultivated mind, displaying as they did, a fearful and disheartening system of terrors from which the affrighted reason of men would gladly fly to the most barbarous of superstitions for refuge and consolation."

যখন মহাসভায় এদেশে অবাধ খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইতেছিল, ইংরেজী সংবাদ পত্রেও তীব্রভাবে এ সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। সেখানেও দুই পক্ষ হইল। মিশনারী ও তাহাদের বন্ধুগণ একদল, ও যাঁহারা ভাবিতেন যে সেদেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করিলে দেশমধ্যে অসন্তোষ বা অশান্তির উৎপত্তি হইতে পারে তাহারা আর একদল। মিশনারীদিগের বন্ধুগণ মহাসভাতে যেরূপ যুক্তি ও কারণ নির্দ্দেশ করিতেন ইংরেজী সংবাদ পত্রের স্তম্ভেও তাঁহারা সেইরূপ যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন। হিন্দুদিগের দুশ্চরিত্র বর্ণনা, ইহাই ছিল এই শ্রেণীর লেখকদিগের যুক্তির প্রধান অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম এইপ্রকার দুর্নীতি পরায়ণতার নিমিত্ত প্রধানতঃ দায়ী; অতএব এরূপ হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ একান্ত প্রার্থনীয়। অনেকে এ প্রকার লেখায়

প্রতিবাদ করিতেন। মিশনারী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে হিন্দুদিগের চরিত্র অঙ্কিত করিতেন তাহারা সেই চিত্র প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সেই সময়কার সংবাদ পত্র হইতে নিম্নে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে আমাদের দুর্গতির মাত্রা কিছু বুঝা যাইবে।

ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকদিগের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এমন কি তখন (১৮১২) একথা পর্য্যন্ত উঠে নাই। তখন এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতে কেবল একমাত্র ইংরেজদিগের মধ্যে পাদরীগণই পারিত। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষা বিবর্জ্জিত কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিতে পাদরীদের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। ইংলণ্ডবাসী স্বদেশ প্রত্যাগত এংলো-ইণ্ডিয়াণগণ বুঝিত যে শিক্ষাদান পাদরীদিগের গৌণ উদ্দেশ্য; হিন্দু-দিগকে খৃষ্টান করা তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্মান্তর করিতে চেষ্টা করিলে পাছে ভারতবাসীদিগের মনে ইংরেজদিগের উপর বিদ্বেষ সঞ্চার হয় সেই কারণে এ শ্রেণীর ইংরেজগণ পাদরীদিগকে ধর্ম্মপ্রচারের নামে শিক্ষাপ্রদান কিম্বা ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে রাজী হইত না।

"The conversion of the Hindoos, however, is a measure pregnant with danger; nay, the mere discussion of it may tend to excite those apprehensions which it is of so much importance to calm, or to keep dormant. (The Times, aug. 1812.)"

"হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করা বিপদের কারণ; এমন কি এ বিষয়ে বিচার করিলেও তাহাদের মনে আশঙ্কা হইতে পারে; এই আশঙ্কা যাহাতে না উত্তেজিত হয় অন্ততঃ নিস্পন্দ থাকে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়।"

পাদ্রীগণ ও তাহাদের বন্ধুরা কিন্তু নানা প্রকার লোভ ও ভয় প্রদর্শন করিতে ছাড়িত না। বিলাতি জিনিস বিক্রয় হইবে, ভারতবর্ষীয় লোক শিক্ষার ফলে ইংরেজ ভক্ত হইবে, শাসনকার্য্যের সুবিধা হইবে, এই সকল কারণে শিক্ষাদান আবশ্যক; শিক্ষিত হইলে তাহারা খৃষ্টান হইবে। তাহারা আরও অনেক কথা বলিত যাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা যায় না।

পক্ষান্তরে অনেকে আবার পাদ্রীগণের কার্য্যের প্রতিকূলে সমালোচনা করিতেন।

"Where are the converts? Do they bring any credit to the cause of Christians? Have they become better members of the community? Better husbands, better fathers, better friends, better subjects? On the contrary, is it not notorious that the few who have been converted are composed of the very dregs of the people, discarded from their own society and a disgrace to ours A friend, a patron, a promoter of missionaries, confessed in his examination before the House of Commons, that of his own knowledge, he did not know *one, not even one, respectable Hindoo who had been converted.* (*The Times*, Sept. 1812—Correspondence).

পাদ্রীগণ ও তাহাদের বন্ধুদিগের ভারতবর্ষীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ ঘোষণায় তৎকালীন এদেশবাসী অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী আশ্চর্য্য বোধ করিতেন। ১৮১২ সালে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে (Supreme Court) একজনও অপরাধী দায়রায় চুরি অপরাধের নিমিত্ত উপস্থিত হইল না। ইহাতে তৎকালের ইংরেজ বিচারপতি অতিশয় বিস্ময়

প্রকাশ করেন। সে সময়কার ইংলণ্ডের দায়রায় সোপরদ্দ আসামীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বিস্মিত হওয়া বিচিত্র নয়।

"It is no doubt a matter of surprise and wonder that in a city like this (Calcutta) with a population of a million of souls whose extreme opulence and extreme indigence are such near neighbours, that not a single instance of depredation on private property has occured during the last six months of magnitude sufficient to be brought before you and this court (Calcutta Monthly Journal, June, 1812)

উপরে ১৮১২ সালের 'টাইমস' (Times) পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি সেই পত্র হইতে উঠাইয়া আর একটু নীচে দিলাম।

Are they (Hindoos) addicted to drunkenness ? Look to the evidence before Parliament and particularly to that of General Kyd. Are they addicted to stealing ? Look again to that mass of interesting and important information from which I could quote largely, would the limits necessarily prescribed to this letter permit. But on this latter point, I cannot forbear laying before you the testimony contained in a sensible pamphlet by a Bengal officer. He says, "will it be believed in England, that a gentleman having twenty servants in his house shall entrust them with the care of his liquors, plate, money, jewels, etc. of all which the keys remain in their hands, shall leave his house perhaps for a month

or more and on his return find every article as he left it ! I have myself been in this predicament. I have had in my house at one time more than eight dozen of wine, three or four hundred pounds in gold and silver, besides plates, plate-linen etc. all under the care of my Hindoo servants who kept the keys of every article, and these keys instead of being kept in any degree of secrecy usually lay under the pillow of the head servant or one of his tribe or perhaps carelessly thrown on the humble mat or carpet which spread upon the floor of Verandah or common hall, served him as a bed ; and although these keys lay thus exposed to the view or knowledge of all the other servants who might easily have taken them at any hour of the day or night and with one or other of whom they were indifferently left in charge, yet I cannot with a safe conscience charge any of these servants with having purloined a single bottle of wine the smallest article of plate or so much as a rupee from the money thus deposited". I would venture to add to this the testimony of Mr. Wiiliam Cowper, as it is contained in a few words. " I think the moral character of the Hindoos is, at least, upon a level with the character of other nations I have been acquainted with."

লর্ড ক্যামলরে দেশের লোকের মনোভাব বুঝিয়া ৩১ মে ১৮১৩সালে

মিশনারীগণ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট মহাসভায় একটী প্রস্তাব করেন ; মন্তব্যটী পূর্ব্বে লিখিয়াছি পুনরায় নীচে দিলাম।

"It is the opinion of this Committee that it is the bounden duty of this country to promote the interest and happiness of the native inhabitants of the British Dominions in India and that such measure ought to be adopted, as may tend to the introduction among them of useful knowledge and religious and moral improvement. That, in furtherance of the above objects, sufficient facilities shall be afforded by law to persons, desirous of going to and remaining in India for the purpose of accomplishing these benevolent designs, provided always that the authority of the Local Governments respecting the intercourse of Europeans with the interior of the country be preserved and that the principles of the British Government on which the natives of India had hitherto relied for the free exercise of their religion be inviolably maintained."

কমিটির মেম্বরগণের মনোভাব বুঝিয়া বাদানুবাদের ফলে প্রস্তাবটি মঞ্জুর হয়। ৫৪ জন সভ্য ইহার পক্ষে মত দেন ও ২২ জন সভ্য বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

মন্তব্যটি দেশের আইন হইল। মহাসভায় এই সময়ে আরও একটী বিষয় মঞ্জুর হয়। মিশনারীগণ যেরূপ এদেশে অবাধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করার অনুমতি পাইল ; ইংরেজ সওদাগরগণও এদেশে অবাধ বাণিজ্য করিতে অনুমতি পায়।

"It was the demand for commercial privileges which first opened the eyes of the Ministry to the fact that they could not consent to refuse religious privileges also and that commerce became in some measure the handmaid of religion, and under their combined influence the gates of India were opened at once to the cottons of England and the truths of the Bible."

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিগত বিশ বৎসরে ৪ কোটী টাকা ব্যবসায় ক্ষতি হইয়াছিল।

এদেশে অবাধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনুমতির সহিত সরকারী খৃষ্টান ধর্ম্ম বিভাগ (Establishment) গঠনেরও আদেশ হইল। একজন বিশপ ও তাহার নিম্নে Anglican Church এর নিয়ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদের ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইল। প্রধান কর্ম্মচারী (Bishop) পদ মর্য্যাদায় ভারতবর্ষে ইংরাজ সেনাপতির (Commander-in-Chief) উর্দ্ধে পরিগণিত হইলেন। তবে তোপের সংখ্যা সেনাপতি অপেক্ষা কিছু অল্প নির্দ্দিষ্ট হইল।

সেই বৎসর পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের নিমিত্ত আর এক বিধি লিপিবদ্ধ হয়। পার্লামেণ্ট আদেশ করেন যে ভারত পরিচালনা সভা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টাকা এদেশে শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবেন।

"It provided that a sum of not less than one *lac* of Rupees (£10,000) a year should be applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences

among the inhabitants of the British territories in India."

তবে ইহার মধ্যে একটু কথা ছিল।

The grant was to be paid out of any "surplus which might remain of the rents, revenues and profits of our territorial acquisitions, always a most improbable contingency that reconciled the Court of Directors and their adherents to the measure."

সে সময়ে ভারতবর্ষের আয় ছিল ৫ কোটী টাকা।

১৮১৩ সাল পর্যন্ত্য পাদরী কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিলাম। ইহাতে এ দেশের লোকদিগের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে তাহারা এই বিশ বৎসরের মধ্যে এ দেশের লোকদিগকে যে এক কালে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিত না তাহা নহে। সে কথা পরে লিখিব।

এতদূর পর্যান্ত যাহা লিখিলাম তাহা মিশনারীগণের কাহিনী ও এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস। প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহাতে শিক্ষার কথা কোথায়? এ প্রশ্নটি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত; এই প্রশ্নটির প্রত্যাশায় এতদূর লিখিলাম তবে এ প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করা কঠিন নয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব ধর্ম্ম প্রচার করিতে এদেশে আসেন। তাহার পর শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট দলভুক্ত মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি আরও অনেক পাদরী আসেন। দেশের লোকদিগের সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে এই বিশ বৎসর ইঁহারা কিছুই করেন নাই। এ দেশের সিভিলিয়ান গ্রাণ্ট, চ্যাপলেন, বুকানন, পাদরী কেরী ও শ্রীরামপুরের অপরাপর পাদরীগণ, ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স প্রমুখ অসংখ্য পাদরীগণ ও

মিশনারি সম্প্রদায় ইহাদের সকলেরই শিক্ষার সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা ছিল। তাঁহাদের লিখিত অথবা কথিত মনের ভাব হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা ভাবিতেন যে ভারতবাসীরা অতিশয় দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিপরায়ণ; তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন। খৃষ্টানী ভাবে পাদরীগণের পরিচালনায় লেখা পড়া শেখান এ দেশীয় লোকদিগের জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। ১৮১৪ সালে শ্রীরামপুরের ও চুঁচুড়ার মিশনারীদিগের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে প্রথমে কথা উঠে।

এ পর্য্যন্ত পাদরীদিগের ধর্ম্ম প্রচারের কথা লিখিলাম। এ অংশটুকু একটু দীর্ঘ হইল। তাঁহারা এ দেশে সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে এ অংশটুকু জানা প্রয়োজন। তাঁহারা যে এ দেশে আসেন, তাঁহাদের দেশের লোক তাঁহাদিগকে এ দেশে পাঠায়, তাঁহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত সাহায্য করে, তাঁহাদের কাজের সুবিধার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আন্দোলন করে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এ দেশের লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাই হইল তাঁহাদের কার্য্য। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা এ কার্য্যের সুবিধা হইবে এই কারণে তাঁহারা পরে (১৮১৫।১৬ সালে) যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা যে শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু করেন নাই—তাহা নহে। ১৮১৩ সালে শ্রীরামপুরের অন্যতম পাদরী মার্শমান শিক্ষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য লিখেন—তাহা হইতে বুঝা যায় যে বিশ বৎসরে (১৭৯৩-১৮১৩) শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ বিশটি স্কুল খুলিয়াছিলেন।

"The Minute stated that the Missionaries had long given their attention to native schools, and have established twenty in various parts of the country. These

schools had hitherto been supported from missionary funds, but on the experiment might now be considered successful, it was desirable to extend the plan beyond the sphere to which it had been limited. For the establishment of an efficient system of schools there were three requisites—books, superintendence and funds."

সেই সময় তাহাদিগের মধ্যে কথা উঠে যে শ্রীরামপুর ব্যতীত যে যে স্থানে তাহাদের আড্ডা ছিল সেই সকল স্থানের নিকট স্কুল স্থাপন করিবে ও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরিদর্শন করিবে।

"It was remarked that the object of schools though not precisely that to which the Missionaries were appointed was so intimately connected with it more specially in reference to its ultimate results the diffusion of Christian knowledge and principles, that it was scarcely possible for him (the Missionary) to employ a portion of his time more agreeably and more profitably, than in visting the schools, examining the progress of the children and encouraging them by suitable rewards."

এত দিন পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার ও খৃষ্টানধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তিকা ছাপান (tract) এই দুইটী মিশনারীদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। এখন তাহারা স্কুল করিয়া খৃষ্টান করা এই তৃতীয় উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও মিশনারীগণ স্কুল খুলিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন হিন্দু মুসলমান বালক বালিকাদিগকে সংগ্রহ করিয়া প্রতিপালন করিবার প্রথা ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল স্থাপন

মিশনারীদিগের মধ্যে চিরকালই রীতি আছে। এতদ্ভিন্ন অনেক নানাকারণ বশতঃ সমাজ চ্যুত ব্যক্তি ("those who had given up caste") মিশনারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কেরীসাহেব মদনাবতীতে নীলকর ছিলেন তখন তিনি এই ভাবের একটী স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলে এক সময়ে ৪০টি বালক পড়িত। তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহই খৃষ্টান হয় নাই। আমাদিগের বন্ধু রাম বসু এই স্কুলে অধ্যাপক ছিলেন। তবে সেই দুর্ঘটনা হওয়াতে রাম বসুকে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল ও তৎসঙ্গে স্কুলটীও বন্ধ করিতে হইল। যখন শ্রীরামপুরে মিশনারীগণ আড্ডা করেন তাহারা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত একটী বোর্ডিং স্কুল (Boarding School) খোলেন; মার্শম্যান সাহেব ও তাহার পত্নী ১৮০০ সালে এই স্কুল স্থাপন করেন। ইহাতে ইউরোপীয় বালকগণই পড়িতে পাইত। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ বৎসর তাঁহারা বাঙ্গালীদের নিমিত্ত একটি ছোট স্কুল খোলেন। তখনই ইংরাজী শিখিতে বাঙ্গালীদের আগ্রহ জন্মিয়াছে। মিশনারীগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিল। এই স্কুল খুলিবার সময়ে তাহারা ইংলণ্ডে ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটিকে যে পত্র লিখেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দিলাম।

'Commerce has raised new thoughts and awakened new energies, so that hundreds, if we could skilfully teach them gratis, would crowd to learn the English language. We hope this may be in our power sometime and may be a happy means of diffusing the knowledge of the Gospel. At present our hands are quite full."

১৮০৪ সালে মিশনারীরগণ স্থির করেন যে এদেশীয় লোকেরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলে তাহারা খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতে বিশেষ উপযোগী হইবে।

"It is only by means of native preachers we can hope for universal spread of the Gospel through the immense Continent. Europeans are too few and their subsistence cost too much."

তখনই তাহারা এদেশীয় বালকদিগের নিমিত্ত অবৈতনিক পাঠশালা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (" of establishing free native schools. ")

যাহারা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিত ও যে সকল অনাথ হিন্দু বালক বালিকা আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না তাহাদিগেরই নিমিত্ত ১৮১১ সাল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর বিশটি (২০টি) স্কুল স্থাপিত হয়। পরে এই সব স্কুলে যাহারা খৃষ্টান নয়, এমন বালকেও পড়িতে পারিত। ছাত্রদিগের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা এই সকল স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশের লোককে সাধারণ শিক্ষা দিবার কল্পনা ১৮১৩ সালে প্রথম হয়। কি ভাবে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা পরে লিখিত হইয়াছে।

"In its original constitution of the Baptist Mission Society in 1793, the Establishment of schools was recognised as one of the means to be adopted for the introduction of Christianity in India, in conjunction with the translation of scriptures, and the preaching of the Gospel. But these latter agencies had hitherto engrossed more of the attention of the missionaries than the former."

এই শ্রেণীর স্কুল সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন নীচে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী কতকটা বুঝা যাইবে।

"And it was mainly in reference to the establishment of native churches, with native pastors that their attention was fixed on the necessity of improving the talents of native converts.

Brother Marshman visits the Bengali school every day ; the superintendence of it belongs to him and he is very diligent in his attention to it. We have an intention, as soon as we are able, to set up a school to teach the natives English. The design of this is to turn the almost universal desire of this people to acquire English to some profitable account.

The children in our Bengali free school, about fifty, are mostly very young, yet we are endeavouring to instil into their minds, Divine truths as fast as their understandings ripen. Some natives have complained that we are poisoning the minds even of their very children.

The number of schools for boys at the different stations reading English, Bengali and Persian—the use of Persian was not yet abolished—was twenty one, and the average attendance in schools eleven hundred and ninety five (1813)."

কেরী সাহেবের এদেশে আসিবার একুশ বৎসর পরে—১৮১৯ খৃষ্টাব্দে—শ্রীরামপুরের পাদরীগণ এদেশের লোকদিগকে সাধারণ শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। ঐ সালে লর্ড হেষ্টিংস এদেশের শাসন কর্তা ছিলেন। চুঁচুড়া, বারিকপুর প্রভৃতি স্থানে স্কুল সমূহের সাহায্যের নিমিত্ত এই বৎসর বার্ষিক দশ সহস্র টাকা সরকারী সাহায্য নির্দ্দিষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা এসময়ে নিজেদের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কি করিতেছিল সে কথা পরে লিখিয়াছি। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে প্রথম নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুরের চতুর্দ্দিকে ১০ ক্রোশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি স্কুল খোলা হয়—"at the earnest request of the inhabitants." নবাবগঞ্জে প্রথমে পাদরীদিগের স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮১৫।১৬।১৭ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীদিগের এ দেশীয় বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হয় তাহার একটু কারণও ছিল। বাঙ্গালীরা তখন নিজেরা স্কুল খুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, অনেক স্থলে স্কুল খুলিয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস তখন শাসনকর্ত্তা। ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে এদেশীয়গণের শিক্ষা সম্বন্ধে উদার মত প্রকাশ করেন। উপরি উক্ত দুটি কারণ বশতঃ পাদরীদিগেরও শিক্ষা প্রদানের ব্যগ্রতা জন্মায় ও কিছুদিন পরে শ্রীরামপুর কলেজের উৎপত্তি হয়।

"Early in 1816, some of the most opulent and influential natives both of the orthodox and liberal parties expressed a strong desire to establish a college in Calcutta for the education of their children in the English language and the European sciences * * * *

In the month of May, a meeting of the leading men

of the Hindu Society was held at the house of Sir Edward Hyde East, to found an institution for giving a generous and liberal education to native youths. Lord Moira accepted the office of President and Sir Edward and Mr. Harrington became Vice-Presidents. It was the first national movement in the cause of improvement. Natives eminent in rank and station hastened to support it by their contributions.

The Serampur missionaries who had propounded their scheme of Native Education, while the community and the Government in India were alike indifferent to the object, determined to take advantage of this impulse of improvement. After the transmission of their memorandum to Mr. Fuller, they gradually augmented the number of their Schools and endeavoured to improve their character. Under the new and more favourable aspect, which the question of education had assumed, they determined to appeal to the public for the means of enlarging their efforts. Dr. Marshman accordingly drew up, "Hints relative to native schools together with the outline of an institution for their extension and management."

সে সময়ে এদেশে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা পাদরীদিগের লিখিত রিপোর্ট (উপরোক্ত Hints অন্তর্গত) হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহা হইতে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

"It is a consoling fact that the natives of India at the present time (1815) expend much annually in educating their children. Supposing that there are in Bengal nine thousand native schools, which we think probable, and these contain on the average forty children each, this will give three hundred and sixty thousand children to whom natives themselves impart the knowledge of reading and writing. Their expense in imparting to their children this inferior species of education may be estimated at full two Rupees annually for each child. This sum will give seven hundred and twenty thousand rupees expended annually by the natives themselves on the education of their children."

বলা বাহুল্য এ হিসাবটী সম্পূর্ণরূপে ভুল। সে সময়ে বাঙ্গলা দেশে প্রায় প্রতি গ্রামেই অন্ততঃ একটি করিয়া পাঠশালা ছিল। যে সকল ইংরেজ এদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রায় একথা স্বীকার করিয়াছেন। দেশের লোক পাঠশালায় প্রতি ছেলে পড়াইতে বাৎসরিক দুই টাকা ব্যয় করিত না তাহা বলা বাহুল্য।

যখন শ্রীরামপুরে পাদরীগণ এদেশে বালকদিগকে সাধারণ শিক্ষা দিবার সংকল্প করেন তখন এদেশে শিক্ষার অথবা পাঠশালার বিশেষ অভাব ছিল না। লেখাপড়া জানে এইরূপ ব্যক্তিও অপ্রতুল ছিল না। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তখন এদেশে মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হয় নাই। তথাপি শিক্ষার একান্ত অসদ্ভাবও ছিল না। মিশনারীগণ শীঘ্রই বুঝিলেন যে নিজেদের উদ্দেশ্য ও প্রণালী মতে

কার্য্য করিতে হইলে নূতন পাঠশালা স্থাপন অপেক্ষা নূতন ধরণে পাঠশালা ও তৎকালীন দেশের প্রচলিত পাঠশালার সংশোধন অপেক্ষাকৃত সহজ।

বহুশত বৎসর হইতে বরাহনগর হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ভাগিরথীর দুই কুলে ব্রাহ্মণ প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস। টোল, চতুষ্পাঠী শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব, সাহিত্যসেবী ভদ্র লোক এই পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যত বাস করিত, বোধ হয় সমগ্র বাংলা দেশের অপর অংশে তত ছিল না। তাহার পর দেড়শত বৎসর লইয়া ইউরোপীয়গণ বাণিজ্যের লোভে ভাগিরথীর এই অংশে ফ্যাক্টরী (Factory) স্থাপন করে। এই সকল ফ্যাক্টরীতে বাণিজ্যের অথবা চাকুরীর অনুরোধে অনেক বাঙ্গালী যাতায়াত করিত। তাহার ফলে অনেকে এই সকল স্থানের নিকটে বাস করিত। ঘটনাচক্রে এইস্থানটি পাদ্রীদিগের প্রথম কার্য্যক্ষেত্র হইল।

পাদ্রীগণ স্থির করিলেন যে নর্ম্মাল স্কুল খোলা হইবে। এই নর্ম্মাল স্কুলে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী গুরুমহাশয়গণ বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও পড়িতে শিখিবে। তাহার পর সহজ ও সরল ভাষায় পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, ভূগোল, প্রাকৃতিকদর্শন, জল, বায়ু, উত্তাপ, আলোক সম্বন্ধে সরল বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিবে। এই সকল শিখিয়া গুরুমহাশয়গণ গ্রামে গ্রামে গিয়া নূতন ধরণের পাঠশালা খুলিবে।

মিশনারীগণ কি উদ্দেশ্যে এদেশের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছিল তাহা এ দেশের লোকে ভাল করিয়া বুঝিত কিনা বলা যায়না। বুঝিলেও অন্ততঃ প্রথমে তাহারা বিশেষ চঞ্চল হয় নাই। তাহারা অতি আগ্রহের সহিত স্ব স্ব গ্রামে এই নূতন ধরণে স্কুল খুলিতে লাগিল। শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার চতুর্দ্দিকে

পরে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অল্পকালের মধ্যে এ প্রণালীর প্রায় একশত স্কুল স্থাপিত হয়। এ সকল স্কুল বাঙ্গালী পরিচালনায় ও তাহাদের অর্থে প্রতিপালিত হইত। কিছুকাল পরে মিশনারীগণ হিসাব করিলেন যে প্রায় ৮,৫০০ হাজার বালক এই সকল স্কুলে পড়িতেছে। কিরূপ আগ্রহের সহিত সে সময় বাঙ্গালীরা এইরূপে পাঠশালা খুলিতে ছিল নিম্নে মিশনারীগণের ১৮১৬।১৮১৭ রিপোর্ট হইতে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে।

"On its being known that it was in contemplation to communicate instruction, town after town and village after village requested that school might be established among them, till in this short space of time the whole number of schools opened amounts to little less than a hundred. The principal inhabitans of many villages and places around consulted with each other, ascertained how many children would be able to attend school, and selected a proper person to be instructed in the plan, without our knowing anything of their design till a deputation of the inhabitants applied personally to us expressing their wish for school and presenting to us the man they had selected for a school master, attended in some instances by a number of the children who were anxious for instruction.

Happily learning is held in the highest degree of

repute throughout India, and even one of the twice-born (an epithet applied to the Brahmans) "though regarded with a respect more than human, still doubles his own worth and the value of every gift presented to him, by the addition of learning; and the instruction of youth which in their highest seminaries of learning is always gratuitous is esteemed a work of the most meritorious kind. Hence the complacency expressed by our Hindoo neighbours in these schools. Whoever is recognised by them instead of being shunned, as Europeans often are, is presented with cocoanuts, plantains, and fruits of other kinds to welcome the person they so much esteem as their friend."

"যখন গ্রামের লোকেরা সংবাদ পাইল যে নূতন প্রণালীর শিক্ষার বিস্তার হইবে তখন একের পর আর এক গ্রাম, এক নগরের পর আর এক নগর, যাহাতে তাহাদের গ্রামে ও নগরে এইরূপ স্কুল খোলা হয় তাহার জন্য আগ্রহের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ভাবে প্রায় একশত স্কুল খোলা হয়। আমাদের নিকটস্থ গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ের পরামর্শ করিত, কতগুলি বালক স্কুলে পড়িবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে ও ভবিষ্যতে পড়াইতে পারে এইরূপ একজন উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনিত করিত এ সব বৃত্তান্ত আমাদের অগোচরে হইত। পরে তাহারা আমাদের নিকটে আসিত। তাবা গুরুমহাশয়দিগকে লইয়া আসিত ও কখন কখন যে সকল বালকগণ পড়িবে তাহাদিগের মধ্যেও জন কতককে লইয়া আসিত।"

সুখের বিষয় ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই বিদ্যা অত্যন্ত আদৃত। লোকে একজন দ্বিজকে (ব্রাহ্মণকে) অমানুষিক ভক্তি প্রদর্শন করে; তথাপি লেখা পড়া শিখিলে এই দ্বিজের মূল্য দ্বিগুণিত হয় ও তাঁহাকে যাহা দান করা যায় তাহারও মূল্য ঐরূপ বর্দ্ধিত হয়। চতুষ্পাঠীতে বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া হয়। এই বিদ্যাদান পরম পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। এই কারণেই আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিগণ এই সকল স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এ দেশের লোকেরা ইউরোপীয়গণকে দেখিলে প্রায় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে; কিন্তু ইহারা যখন বুঝে যে কোন ইউরোপীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী, তখন তাঁহারা এইরূপ ইউরোপীয়কে বন্ধুর মত আদর করে, ও নারিকেল, কলা ও অন্যান্য ফল উপহার দেয়।"

"The readiness with which these schools have been welcomed and the eagerness with which they have been sought since the plan has been disclosed exceed any thing we had previously expected. Village after village, sent persons to reside at Serampore and attend the Normal School that they might acquire a knowledge of the plan. In some instances, houses, and in one or two even family-temples have been offered with utmost readiness by respectable natives, in the various towns and villages which have requested them.

"The children who composed the schools too are, in many instances, the sons of the most respectable inhabitants. We have numbered ten young Brahmans at a time in the school at Serampore, and at Chatra, a

village about a mile distant from Serampore, the children of a still greater number of Brahmans some of whom are rich so that they attend evidently from the preference they give to the system."

"এ দেশের লোক এই প্রকার স্কুল খুলিতে যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আদর প্রদর্শন করিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রত্যাশা করি নাই। এ সব স্কুলে যে ভাবে পড়ান হইবে সে উপায় শিখিতে বহুসংখ্যক গ্রাম হইতে লোক আসিয়া শ্রীরামপুরে বাস করিত ও তথায় স্থাপিত নর্ম্মাল স্কুলে পড়িত। অনেক নগরে ও গ্রামে এ দেশীয় ভদ্রলোকগণ স্কুলগৃহের নিমিত্ত নিজেদের ভদ্রাসন বাটী, এমন কি দুই এক স্থলে দেব-মন্দির পর্য্যন্ত, আহ্লাদের সহিত ছাড়িয়া দিয়াছে। অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকগণও এই সকল স্কুলে শিক্ষালাভ করে। শ্রীরামপুরে এক সময়ে দশটী ব্রাহ্মণ বালক পড়িত; চাত্রা স্কুলে তাহা অপেক্ষা বেশী সংখ্যক ব্রাহ্মণ বালক পড়িত। ইহাদের মধ্যে অনেকে ধনীর সন্তান; এই প্রণালীর স্কুলে ভাল শিক্ষা পাইব বলিয়া পড়িতে আসিত।"

"Of the alacrity and pleasure with which the youths receive the instructions given them, it is not easy to speak too highly. Authors in writing on India have frequently mentioned the ripeness of parts which is evident of Hindoo youths, and not without reason. There is perhaps scarcely a more interesting object than a sensible Hindoo boy; they are often lively, ingenious and amiable in a peculiar degree, and in quickness in perception and activity, yield to scarcely any nation on earth."

"এ দেশীয় বালকগণ কি সহজে ও কিরূপ আহ্লাদের সহিত শিক্ষা লাভ করে তাহা প্রকাশ করা সহজ নয়। যে সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহারা হিন্দু বালকদিগের স্বাভাবিক মেধা শক্তির প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ লেখা অসঙ্গত নয়। একজন মেধাবী হিন্দু বালকের মত আনন্দকর সামগ্রী নাই বলিলেও চলে। তাহারা প্রায়ই প্রখরবুদ্ধি, শিক্ষাপটু ও একান্ত লোকপ্রিয়; বুদ্ধির প্রখরতায় ও শিক্ষার ক্ষিপ্রতায় পৃথিবীতে তাহাদের প্রতিযোগী নাই বলিলেও চলে।"

এই সকল স্কুলে পড়াইবার নিমিত্ত পাদরীগণ যে কয়েক খণ্ড পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেন তাহা লিখিতেছি; বর্ণমালা, ঈসপের গল্প, নীতি-মূলক আখ্যান, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণিত, ইতিহাস, প্রাকৃতিক দর্শন সম্বন্ধে সহজ পাঠ, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সহজ বিবরণ ও সরল ভূগোল। এরূপ স্কুল চালাইতে তাঁহারা স্থির করেন যে মাসে প্রতি বালকের নিমিত্ত চারি আনা হিসাবে খরচ পড়িবে। ইহাতে স্কুলের ঘর, পুস্তকের দাম, শিক্ষকের মাহিনা, পরিদর্শকদিগের বেতন সকলই কুলাইবে।

উপরে লিখিয়াছি যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর প্রায় একশত স্কুল খোলা হয়; এই সকল স্কুল বাঙ্গালীদের ইচ্ছায়, তাহাদিগের চেষ্টায় অনেকস্থলে তাহাদেরই দ্বারা স্থাপিত হয়। ইহাদের পরিণাম কি হইল? এইরূপ ভাবে অধিক স্কুল কেন না স্থাপিত হইল? তাহা বুঝিতে গেলে আরও কিছু বলিতে হয়। এ সকল স্কুল গ্রামবাসীরা নিজেদের ব্যয়ে চালাইত কিন্তু নর্ম্মাল স্কুল চালানও ব্যয়সাধ্য; আর এই ধরণে নূতন স্কুল খুলিতে ও চালাইতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই সব কারণে পাদ্রীরা পরে ভাবিলেন যে তখনকার প্রচলিত পাঠ-শালায় যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, বালকগণ যদি সেই শিক্ষা শেষ করিয়া

নূতন প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা আরম্ভ করে তাহা হইলে অনেকটা ব্যয়ের লাঘব হইবে। ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা স্থির হইল।

"By taking up the children at this point of proficiency and bringing them to write such ideas as may tend to enrich and enlarge their minds nearly three-fourths of the expense might be borne by their parents and every rupee expended upon them by public benevolence be rendered efficient in the highest degree."

"পাঠশালায় লেখা পড়া শেষ করিলে তখন যদি এই বালকদিগকে হাতে লওয়া যায় ও তাহাদের মনে এইরূপ ভাব অঙ্কিত করা যায়, যাহাতে তাহাদের মনের বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয়, তাহা হইলে খরচের বার আনা ভাগ তাহাদিগের অভিভাবকদের উপর পড়িবে ও সাধারণ সাহায্য হইতে যে টাকা উঠিবে তাহার প্রত্যেক টাকা হইতেই সুফল ফলিবে।"

তখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পাদরীরা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে তাহারা গ্রামে গ্রামে নিজেদের ব্যয়ে নিজেদের মনোমত স্কুল খুলিবেন। সে সময়ে দেশে পাঠশালার অভাব ছিল না। প্রতি গ্রামেই এক বা ততোধিক পাঠশালা ছিল। এ সকল পাঠশালায় বালকেরা যে শিক্ষা পাইত তাহা অতি সামান্য; গণিত, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সামগ্রী কিছুই পড়ান হইত না। এই সকল বিষয় পড়াইতে উপযুক্ত গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন। এই গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে পাদরীরা নর্ম্মাল স্কুল খুলিলেন। বালকদিগের পড়িবার জন্য পাদরীরা কতকগুলি পুস্তকও ছাপাইলেন। নানা কারণে অর্থের অভাব হইল। এই অর্থ আসে কোথা হইতে?

এই হইল শ্রীরামপুরের নিকটস্থ স্থানের কথা। শ্রীরামপুরের পাদরীরা অনেক স্থানে স্কুল খুলিতে আয়োজন করিয়াছিলেন। অর্থের অভাবে বড়ই গোল হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন একেবারে নূতন পাঠশালা না খুলিয়া দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করিলে বালকদিগকে নূতন ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইবে। আর টাকা উঠাইবার নিমিত্ত এ দেশে ও ইংলণ্ডে চাঁদা তোলা হইবে। প্রথম বৎসর ১৪,৪০০৲ টাকা উঠে; অনেক হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোক ও তৎকালীন এদেশবাসী ইংরেজ সাহায্য দান করেন। ইংলণ্ড হইতে সাহায্য প্রার্থনা স্থির হয়। যাহাতে ইংলণ্ডের লোক এদেশের অবস্থা বুঝিতে পারে ও বুঝিতে পারিয়া অর্থ সাহায্য করে সেই আশায় পাদরী মার্শম্যানের রিপোর্ট ইংলণ্ডে বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

১৮১৬।১৭।১৮ সালের মিশনারী পরিচালিত স্কুলের আংশিক বিবরণ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়।

Extracts from the Reports of the Native Schools published by the Serampore Missionaries 1816, 1817, 1818. These reports may be had gratuitously of Messrs. Black, Kingley, Parbury, and Allen, booksellers, Leaden Hall Street, London.

এ বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "দেশের (ভারতবর্ষের) লোকদের ভগবান সম্বন্ধে যে কোনরূপ যথার্থ জ্ঞান নাই কেবল তাহা নহে। ইহাদের যে কোনরূপ নীতি সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে তাহাও বলা যায় না। মনুষ্যমাত্রেই ভগবানের নিকট নিজ কর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী, একথা ইউরোপের সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে; একথা এদেশের লোক একেবারে জানেনা; ভগবানের দয়া, ভগবানের

ন্যায়বিচার অসৎকর্ম্ম ও পাপের ফল, যাহা কখন কখন এই সংসারে ভোগ করিতে হয়, ধর্ম্ম অনুশীলন, সততা, সত্য কথা, পরস্পরের উপরে বিশ্বাস, সাধুতা এ সকল হইতে যে সুখ হয়, এসকল সম্বন্ধে আদৌ ও লেশ মাত্র ভারতবাসীদের জ্ঞান নাই।

* * * * *

মিথ্যাকথা বলা, অসতী হওয়া ইহাদের কিছুই নহে। মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া অতি সামান্য দোষ;* ব্যভিচার ও অসততা অনেক সময় গৌরবের বিষয়; কিন্তু নদীতে স্নান করিলে প্রায় সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

* * * * *

---

* On one occasion when a respectable Hindu servant of the college of Fort William, attached to Dr. Carey's department was early one morning proceeding to the Ganges to bathe, he perceived a dead body lying near the road, but it being dark, and no person being present, he passed on taking no further notice of the circumstance. As he returned from the Ganges after sunrise, he saw a crowd near the body and then happened to say to one of the watchmen present, that in the morning he saw the body on the other side of the road. The watchman took him in custody, as a witness before the Coroner; but when brought before the Coroner, he refused to take an oath, and was consequently committed to prison for contempt. The Hindoo,

অনেক দিন হইতে এ বিষয়ে আমাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে ; যে দিন হইতে আমরা আসিয়াছি, ভারতবাসীদের মানসিক ও নৈতিক সংস্কারের নিমিত্ত আমাদিগের মন সম্পূর্ণ ধাবিত হইয়াছে।"

"Not only are the people destitute of every just idea of God, they can scarcely be said to be fully impressed with the importance of a single principle of morality. In addition to their being wholly unconscious of that

being a respectable person, and never having taken an oath, refused to take any nourishment in the prison. In this state, he continued a day and a half, my father (Mr. Carey) being then at Serampore ; but upon his coming to Calcutta, the circumstances were mentioned to him. The fact of the man having refused to take an oath was enough to make him interest himself in his behalf. He was delighted with the resolution the man took—rather to go to prison than take an oath, and was determined to do all he could to procure his liberation. He first applied to the Coroner ; but was directed by him to the Sheriff. To that functionary he proceeded ; but was informed by him that he could make no order on the subject. He then had an interview with the then Chief Judge, by whose interference the man was set at liberty." Felix Carey (son of Dr. Barey.)

accountability to the Judge of all which in Europe is written in almost every heart, as well as ignorant both of the justice and mercy of God, of the evil which follows immorality and sin even in this life, and of the happiness which results from piety, probity, truth, fidelity and integrity. * * * * Falsehood and unchastity are nothing, perjury a trifle and a failure in fidelity and probity often a subject of praise, while ablution in the waters of a river is deemed a due atonement for almost every breach of morality. * * * We will not deny that our attention has been directed to this object for many years. As our minds from the time of our arrival have been wholly turned to the mental and the moral improvement of the inhabitants of India their wretched state relative to education, the foundation of all happiness in future life could not long escape observation."

পাদরী মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের পাদরীগণের এইরূপ চেষ্টা সত্বেও ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকট হইতে এদেশীয় লোকদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে অর্থসংগ্রহ তত সুবিধাজনক অথবা আশানুরূপ হয় নাই। উপরে লিখিয়াছি পাদরীদিগের নূতন ধরণের স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত এদেশে ও ইংলণ্ডে চাঁদা তুলিবার চেষ্টা হয়। তাহার ফলে সমগ্র ১৪,৪০০৲ টাকা উঠে; তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৬২৩৲ টাকা মাত্র আসে। অর্থের অভাবে পাদরীদিগের কার্য্য সমাধা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইল না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়।

তাহার সহিত পাদরীদিগের সম্বন্ধ থাকাতে যে ফল হইয়াছিল সেকথা পরে লিখিব।

ইংলণ্ডে জনসাধারণ এদেশীয় লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কোন কালেই সাহায্য প্রদান করেন নাই। এদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ইংলণ্ডের নরনারীগণ মুক্তহস্তে অর্থ দিয়াছেন। শ্রীরামপুরের পাদরীগণ খৃষ্টানধর্ম্মের গ্রন্থ এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছে ও সেই কার্য্যের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন, এসংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডের লোকেরা রাশি রাশি মুদ্রা পাঠাইয়া দেয়। Baptist Mission দলের সম্পাদক ফুলার সাহেব শ্রীরামপুরের মিসনারীদিগকে লিখেন যে এই সংবাদে জলের মত টাকা আসে। "Money poured in like water." ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিসনারীদিগের ছাপাখানা পুড়িয়া যায় এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিবামাত্র ইংলণ্ডের লোকেরা দুই মাসের মধ্যে ৭০,০০০৲ টাকা তুলিয়া পাঠাইয়া দেয়; ক্ষতিপূরণ হইয়া মিসনারীদিগের কিছু লাভ হয়। ১৮২৭ সালে শ্রীরামপুরের মিসনারীরা স্বীকার করেন যে তাঁহারা চাঁদা হইতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ১৮২৮ সালে Anglican দলের পাদরী প্রস্তুত করিতে বিশপ মিডলটন্ (Bishop Middleton) কলিকাতার অপর পারে একটী কলেজ স্থাপন করেন। ইহার নাম পরে হইল বিশপস্ কলেজ (Bishop's College)। এই কলেজের ব্যয় সংকুলান করিতে গভর্ণমেণ্ট অস্বীকৃত হয়। এসংবাদে ইংলণ্ড হইতে যথেষ্ট অর্থ উঠে। দুইটী অধ্যাপকের বেতনের নিমিত্ত যে অর্থ প্রয়োজন তাহা আদায় হয়। এই দেশবাসী হিন্দু মুসলমানদিগকে খৃষ্টান করিতে ইংলণ্ডের লোকেরা কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত উপরি উক্ত ৬২৩৲ টাকা—যতদূর আমি জানি—সহানুভূতি ও সাহায্যের উদাহরণ ও সীমা।

১৮২০ সালে ওয়ার্ড নামক শ্রীরামপুরের পাদরী ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট হইতে (English Government) সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি তৎকালীন রাজসচিব J. C. Villiers (জে, সি, ভিলিয়াস´) কে এদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। তৎকালীন মিসনারীগণ এদেশীয় লোকদিগকে কি চক্ষে দেখিতেন, এদেশে বিদ্যাপ্রচার কি কারণে প্রয়োজনীয় ভাবিতেন, কি কারণে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এদেশের শিক্ষার নিমিত্ত সাহায্য প্রদান প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। চিঠিখানির কতক অংশ মূল ও অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

"It cannot be affirmed that schools are few in India. Schools are in fact numerous; but to expand the minds of the young, to give the elements of useful knowledge, is no part of the plan of these schools. In the village seminaries, the children are taught to read by writing; they then proceed through the four first rules in arithmetic and add the copying of few forms of letters, the perusal of one or two mythological fables in common dialect is the task of the highest class. Beyond this they do not attempt to teach, hence a boy soon arrives at the maturity of knowledge which the schools of this country afford, and in consequence, though the Hindoo boys are of quick capacity, their powers are observed soon to wither as though oppressed by a premature age. If the appetite for knowledge were sup-

Ignorance is not only the parent of vice, but of superstition also ; the Hindoos are therefore exceedingly degraded by their religion ; they dread every extraordinary appearance in nature, as well as the influence and anger of imaginary beings ; they tremble before an angry Brahman, supposing him to be invested with some secret form to bless or injure those beneath him. The worship of the elements, of lifeless images, of the most flagitious deified heroes and heroines, could not exist if the minds of the great body of the people were but enlightened. The sight of the degradation to which rational beings are thus reduced in prostrating themselves before dead matter, or the personification of vice is most humbling to them who partake of the same nature, but who have been raised to a higher state of intelligence."

*　　*　　*　　*　　*

If these views of the native character be correct, we need not ask whether the Hindoos are honest. Every virtue must be built on some excellency inherent or acquired ; where there is no foundation it is in vain to look for an edifice, and where there is no root in vain we look for either tree, blossom or fruit. No man in India confides in the promises of another or leaves anything of importance to probity even of his own brother. This

state of things is the source of endless litigation and in hardly any part of the country can the English magistrates clear the vast accumulation of causes brought for trial. This may, probably, with justice be ascribed in a certain degree to the paucity of our courts, and the more exact therefore more deliberate forms of procedure in them.

* * * *

You will not now be surprised to hear that the Hindoo female is exceedingly superstitious. The restraint under which the rich are placed hides them from view; but women of the lower classes crowd to the public festivals and load themselves with offerings to the images: though they stand at a distance from the crowd yet, while looking on the idolatrous procession, these females appear to be filled with an enthusiasm not to be seen even in the men. But, sir, the ignorance in which they are held, has prepared them to renounce *all the tenderness of the sex; in general the strongest* of all natural affections, the maternal, is comparatively weak among them. So that amongst the Rajputs, and other tribes, where the influence of false principles has for ages violated the first feelings of the heart, the mother with her own hands puts her female child to death as soon as born, while amongst other castes, the

mother, having made a vow to some deity promising to sacrifice to him the first child he shall bestow upon her, is seen drowning her offspring in some sacred river.

Thus the interrogation of the prophet is answered in the affirmative, though cosidered as almost a libel on the female character: "can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?" The monstrous fact is realized to the dishonour of human nature, among a people imagined by some to be the most mild and humane of mankind and even among the softer sex of this people it is realized, that "they not only may forget the sucking child," but become its murderer.

* * * * *

Under the influence of the same ignorance and superstition, the Hindoo female, after giving a demanded proof of her courage, by holding her finger in a burning lamp till it is almost reduced to a cinder, proceeds to the funeral pile, and there stupefied or raised to a state of superstitious frenzy, resigns herself to her more than savage relations, who tie her to the dead body of her husband, hold her down with levers on the funeral pile, set fire to that pile which is to reduce her to ashes, and to drown her dying cries, beat the

drums, and drive her out of the world with shouts of exultation, as though they had been stoning some noxious animal to death. In other instances, the widow descends into a large grave, and taking the dead body of her husband in her arms, and placing it upon her knees, sits composedly while the earth is thrown into the pit and trampled firmly around her till it ascends higher than her head and covers her from human sight, and such is the dreadful darkness of mind and infatuation in which these poor uncultivated females are immured that they sit and watch the slow process of this horrid death, without uttering a remonstrance, or making the least effort to save life.

* * * * *

To the want of more cultivation in Hindoo society we are also to attribute the deplorable state of the living widow; instead of receiving more comforts as a widow, she is doomed to be the slave and drudge in her own family, to live sparingly, to fast twice a week, to have her hair shorn, and to wear the marks of widowhood all her days; many are left in a state of widowhood from their childhood without either having known or lived with a husband and the greater part of these are found, when arrived at maturity, in the path of ruin.

* * * * *

This doctrine, that women must be denied all access to knowledge and left "to be foul as falsehood itself," has involved them in a state of degradation and vice, unknown perhaps in every other part of the world. The Hindoo female, having no education nor any sufficient employment in her youth, lives in a state of idleness with other girls and becomes an early prey to vice. Sewing and knitting are unknown to the Hindoo women; they may indeed be said to be ignorant of all that is included in the terms—making and mending among Europeans. The females of common ranks having only one piece of cloth in their whole suit of clothes, no time is occupied in dressing; and were it not that bathing occupied a good part of the morning, the female, except cooking for the family and spinning in some families, would have nothing whatever to do. The very poorest might find time enough to cultivate the mind (and this is true also of the male population). But alas! they do not know a letter of the alphabet; they therefore repose in indolence and like a stagnant pool become putrified and destructive.

In this state of inactivity, the female is, if a person of any rank, a prisoner in the house, nor is she there permitted to converse with any except females uncultivated as herself; she must not even look at any person of

another sex unless a very near relative. (Still, notwithstanding this excess of jealousy and all these precautions, the unlawful intercourse of the sexes is so great that I once heard a missionary, who had been nearly 30 years in India, declare that he really believed a chaste female was almost unknown among the Hindoos.) Thus she is not allowed either to derive or to communicate good by mixing in general society. If a friend calls and converses with her husband, she must retire into another room; in short she is treated as a slave in her own family. She is not even allowed to eat with her husband, but having prepared his food, she stands and waits while he eats, after which she is allowed to partake of what he leaves. So to this want of employment are to be ascribed the endless intrigues and petty quarrels among the lower classes of females in India whose dispute and public abuses of each other are most disgusting.

*   *   *   *   *

At present the Hindoos of the middle ranks, not to speak of the lower, want nothing which can be supplied from England; sixty millions of subjects requiring not one article from the governing country. Improve their faculties, they will then learn in how many ways they may increase their rational enjoyments; their industry

will hence be stimulated to procure them ; and they will seek advancement to a more highly improved state of society.

The English nation will also find an ample recompense for all it shall expend of care and property in this work of improving the mental condition of our Asiatic fellow subjects, for the elevated morals which will be thus imparted will provide for Government service in the lowest offices, men of information, and men who will have a character to sustain, whereas now these ignorant natives, clothed in a little brief authority, are the greatest oppressors in the country. They will find in their improved morals, the administration of justice greatly facilitated and improved and Government will not merely have to direct an amazing quality of animal strength, which may easily be turned against them, but minds loyal from principle and possessing a deep sense of the benefits conferred upon them.

* * * * *

It has been urged that the Hindoos are already so virtuous, that they stand in no need of improvement ; but how should a people be moral who have no correct idea on the nature of moral evil, who consider vice as something appended to human destiny rather than as produced by voluntary agency, provoking to the Deity,

and deeply injurious to society? How should a people be virtuous who are actuated by no desire or hope of becoming so, and whose education supplies no means of awakening those desires or hopes? There is nothing in the institution of the Hindoos which cultivates or promotes virtuous dispositions; their daily worship at the temple is performed by the priest alone. The services which they offer individually after ablutions, consists in the repetition of forms which have nothing of moral sentiment in them; the writings which contain any portion of morality are never read in public, nor are any instruction ever given to the people that can mend the heart or the life; no, not in the schools, nor in any part of their system of education. Add to all this, that the deities which they worship are the very personifications of vice; and that the dances, songs, and other exhibitions at the public festivals are so impure, that like the overflowing of the Ganges, the whole country is inundated thereby, and at length becomes a vast mass of putridity and pestilence. From whence then should the Hindoos be a virtuous people?

The boy has nothing in his education to enlarge or improve his mind, and deter him from vice. As he grows up, he mixes with a body of youth without principle, and devoted to no unrestrained gratification of the pas-

sions. As he enters on the business of life, he becomes immersed in excessive cupidity and desire after the acquisition of wealth and in attempting to realise which, he considers all means as lawful. Throughout the whole course of life he is brought under no religious instruction ; he has no friends whose example or advice can restrain or improve him. On the contrary, the whole moral atmosphere in which he breathes is infected ; he reads no books which may deter him from the practice of vice or encourage him in the pursuit of virtue ; he considers that all his faults, arise out of his destiny, and inseparably connected with his existence ; he has no hope in the efficacy of reformation and repentance ; and his very religion, in its public shows and festivals, holds up to him examples of the most finished licentiousness and profligacy and thus excites within him that concupiscence which involves him in the deepest impurities.

*   *   *   *   *

But we are not only called to cultivate the minds of our Indian population by every motive of gratitude to Providence, and compassion to those who thus suffer from the prevalence of ignorance and error ; our own safety and preservation of the British power in that country demand it ; our danger lies in our greatness and in the immensity of our Indian territory and population.

Its wants of adhesion to the British Government is a most alarming consideration ; the people are content under our sway and can perceive its superiority to that of every other power under which they have been placed. But would they bear a shock ; would they repel an invader ? Might they not be prevailed upon by a native or even a foreign pretender to turn their arms against us ? These are questions of so delicate a nature, that no one wishes to discuss them, and yet every one can discover that whatever can attach this immense population to us from conviction and a decided preference, is most absolutely necessary. I have sometimes thought that British coinage, the introduction of some of the British laws and some orders of nobility given to India might be desirable and would probably do much to secure these possessions to the British Crown.

অনুবাদ।

—:○:—

"ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে অল্প তাহা বলা যায় না। বাস্তবিকই বিদ্যালয় অনেক আছে; কিন্তু যাহাতে বালকদের চিত্তের বিকাশ হয়, কিংবা আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ হয় এ সকল বিদ্যালয়ের সে উদ্দেশ্য নহে। গ্রাম্য পাঠশালায় বালকদিগকে হস্ত লেখা ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহার পর তাহারা কিছু অঙ্ক শিখে, পত্র পাঠ নকল করে। সর্ব্ব উচ্চ:শ্রেণীতে চলিত ভাষায় দুই একটী পৌরাণিক গল্প পাঠ করে; ইহার ঊর্দ্ধে এ সকল পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। সুতরাং বালকেরা শীঘ্রই পাঠশালার চরম শিক্ষায় উপনীত হয়। ইহার ফলে যদিও হিন্দু বালকদিগের বুদ্ধি প্রখর তাহাদের মেধাশক্তি শীঘ্রই ক্ষয় হয়। যদি হিন্দু বালকেরা মানসিকবৃত্তি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সাহায্য পায় তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হিন্দুরা জ্ঞানের উৎকর্ষতায় প্রায় ইংরেজদের সমতুল্য হইতে পারিবে। ব্যাকরণ জ্ঞানে ও দার্শনিকতত্ত্ব বিচারে অনেক ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী পৃথিবীতে নাই।

চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, স্মৃতি, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকেরা এই সকল কণ্ঠস্থ করে, ও তাহাদের অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এ সকল সম্বন্ধে উপদেশ কখনও দেওয়া হয় না, তবে মূল ও টীকা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অধ্যাপক নিজে যে বইখানি পড়িয়াছেন সেই বইখানি পাঠ করান; ইহার ঊর্দ্ধে অধিকতর জ্ঞানে তাহার অভিমান নাই। অধ্যাপক কখনও নূতন মত প্রকাশ করেন না, নূতন বিধি কখনও বুঝান না, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ জানেন না।

এদেশে নূতন পুস্তক রচনা অনেকদিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে, জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদূর্দ্ধে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি পৌঁছিতে চেষ্টা করে না।

*　　*　　*　　*　　*

এরূপ অবস্থার পরিণাম বাস্তবিক একান্ত শোচনীয়। যে সকল পাপে ভারতবাসীরা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ রত সেই সকল পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এই অজ্ঞানের দাসগণ দুর্নীতি সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অশিক্ষিত অন্তঃকরণের পাপাসক্তি দূর করিতে তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহাতে কিছুই সার নাই। সতীত্বনাশ, পরদার ইহাদের মধ্যে যে ভাবে আছে শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অকথ্য দোষ নিতান্ত প্রচলিত; এই কারণে, ও যাহাতে এইরূপ না ঘটিতে পারে তজ্জন্য বালিকা-দিগকে শিশুকালে বিবাহ দেওয়া হয়; মিথ্যা কথার প্রচলন এত অধিক যে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে এমন হিন্দু একজনও দেখি নাই; কিম্বা কপটতা প্রকাশ পাইলে অণুমাত্র লজ্জা মনে করে এমন হিন্দুও একজনও দেখি নাই। কাহাকে নীতি বলে এসকল লোকের সে জ্ঞান আদৌ নাই; সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে এদেশের লোকেদের ভাষায় হিতাহিত বিবেক শক্তি বলিয়া কোন কথাই নাই।

*　　*　　*　　*　　*

ইহাদের সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম তাহা অতিরঞ্জিত নহে। যদি পত্রে স্থান কুলাইত তাহা হইলে অনায়াসেই দেখাইতে পারিতাম যে এক মানুষের অপর মানুষের সহিত যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে ইহারা সেই সকল সম্বন্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিবর্জ্জিত। বাস্তবিকই এই পুতুল পূজকগণের সমাজে ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই, আর ইহাদের সমাজ সকল প্রকার পাপের আকর। কেহ কেহ হিন্দুদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়াছেন তাহার কারণ কি? শীতপ্রধান দেশে যে সকল পাপ স্বাভাবিক, তাহা

স্বদেশে শরীরের গঠন হেতু, কিম্বা আহারাদি বশতঃ যে সকল পাপ জন্মে হিন্দুদিগের ভিতরে সে সকল পাপ নাই, তাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়াছেন; কিন্তু শরীরের গুণ কিংবা পানাহার বিধি ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মের মূল নীতিজ্ঞান।

*　　*　　*　　*　　*

হিন্দুদিগের অজ্ঞতা কেবলমাত্র তাহাদিগের পাপের মূল নহে; ইহা কুসংস্কারেরও জন্মদাতা। সেই কারণে হিন্দুরা তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ফলে একান্ত জঘন্য দশায় পতিত। তাহারা প্রাকৃতিক কোনরূপ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলে ভয় পায়। কল্পনাপ্রসূত জীবদিগের কোপে ভীত হয়। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের সম্মুখে কাঁপে, ভাবে ভাল অথবা মন্দ করিতে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা আছে। জল বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূতের উপাসনা করে। জড়প্রতিমাকে পূজা করে; পাপকর্ম্মা পুরুষ ও পাপে রতা স্ত্রীলোকদিগকে দেবতা জ্ঞান করে ও সেই জ্ঞানে তাহাদিগকে আরাধনা করে। যদি দেশের লোকের মন আলোকিত হইত তাহা হইলে এ সকল সম্ভব হইত না। যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, (বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবগণকে যে জীবগণ জড়পদার্থের সম্মুখে প্রণিপাত করে), এরূপ করিতে দেখিলে তাহাদিগের মন একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে।

*　　*　　*　　*　　*

ভারতবাসীদের চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিলাম তাহা যদি প্রকৃতই সেইরূপই হয় তাহা হইলে হিন্দুগণ সচ্চরিত্র সম্পন্ন কিনা এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রত্যেক সৎগুণই সংস্কার অথবা শিক্ষামূলক। যে স্থলে ভিত্তি নাই সেইস্থানে অট্টালিকার জন্য অনুসন্ধান বৃথা। আর যে স্থলে শিকড় নাই সে স্থলে পুষ্প ফলের আশা করা বিড়ম্বনা। ভারতবর্ষে কেহ অপরের প্রতিশ্রুত কথা প্রত্যয়

করে না। নিজের সহোদরের সততার উপর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কোন গুরুভার প্রদান করে না। এই কারণে পরস্পরের মধ্যে নালিশ মোকদ্দমার অন্ত নাই। এ দেশে কোন বিভাগেই ইংরেজ বিচারকগণ মোকদ্দমার বিচার করিয়া শেষ করিতে পারে না। ন্যায়তঃ বলিতে গেলে কতকটা আদালতের সংখ্যা কম বলিয়া এরূপ ঘটে, আর আদালতে যেরূপ সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার হয় সেও অন্য এক কারণ।

* * * * *

এখন বোধ হয় আপনি শুনিলে বিস্মিত হইবেন না যে হিন্দু স্ত্রীলোকগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্না। ধনীদিগের গৃহে ইহারা বন্ধনের মধ্যে থাকে ও সেই কারণে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে বাস করে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সাধারণ উৎসবস্থলে দলে দলে যায় ও প্রতিমাকে দিবার জন্য অনেক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যায়। যদিও তাহারা দূরে দাঁড়ায় তথাপি ঐসকল পৌত্তলিক কাণ্ড দেখিতে এত উৎসুক ও আগ্রহ পরিপূর্ণ হয় যে সেরূপ পুরুষদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাশয়, তাহাদের অজ্ঞানতা হেতু স্ত্রীজাতীয় স্বভাবসুলভ কোমলতা তাহাদিগকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে। মাতৃস্নেহ নৈসর্গিক নিয়মে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি অপেক্ষা বলবত্তর। দেখিতে পাওয়া যায় সেই বৃত্তির অপেক্ষাকৃত অভাবহেতু রাজপুত ও অন্যান্য জাতির অন্তর্গত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির স্বভাব সুলভ হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি কুসংস্কারদ্বারা নষ্ট হইয়াছে। জননী কন্যাসন্তান প্রসব হইবামাত্র স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করে। অপর জাতির ভিতর প্রসূতি মানত করে যে প্রথম প্রসূত সন্তানকে বলি দিবে। দেখা যায় তাহারা কোন কোন নদীতে সন্তান ডুবাইয়া মারে।

* * * * *

এই অজ্ঞতা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুজাতির বিধবা স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের নিজের সাহসের প্রথমে পরিচয় দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভস্ম হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের একটি অঙ্গুলী দীপ শিখায় ধরিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের সাহসের এই পরিচয় সকলে চায়। তাহার পর তাহারা স্বামীর চিতার সমীপে গমন করে, তথায় কুসংস্কারের আবেগে স্তম্ভিত অথবা ক্ষিপ্ত হইয়া নিজেকে বন্য পশু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করে। পরে উহারা উহাকে স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে বাঁধে; দণ্ড কাষ্ঠ দিয়া চিতাতে চাপিয়া রাখে: পোড়াইবার মানসে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। মৃত্যুকালের চিৎকার পাছে কেহ শুনিতে পায় এই কারণে ঢোল বাজায় ও উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি করিয়া বিধবা স্ত্রীলোকটিকে যমপুরী প্রেরণ করে, যেন কোন হিংস্র জন্তুকে মারিয়া ফেলিতেছে। অন্যস্থলে বিধবাগণ ভূগর্ভের ভিতরে খাদিত বৃহৎ কবরের মধ্যে নামে। স্বামীর মৃতদেহ লইয়া নিজ জানুর উপর রাখে এবং তথায় স্থির ভাবে বসিয়া থাকে। তখন চারিদিকের মাটি গর্ত্তে ফেলা হয় ও লোকে পা দিয়া দৃঢ় করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মাটি জমা করে। ক্রমে ক্রমে মাটি তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীলোকটি লোকের দৃষ্টির অগোচর হয়। কিন্তু এই অশিক্ষিত স্ত্রীলোকগণ এইরূপ ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও উন্মত্ততায় পরিবর্দ্ধিত হয় যে তাহারা নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে এবং ভয়ঙ্কর আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করে। ভৎর্সনার একটী কথাও বলে না জীবন রক্ষার নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টাও করেনা।

* * * * *

হিন্দু সমাজে শিক্ষার অভাব হেতু জীবিত বিধবাদিগের আজও অধিক শোচনীয় অবস্থা। বিধবা হইয়া অধিক সেবা পাওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগকে নিজ সংসারে পরিচারিকা ও ক্রীতদাসীর ন্যায় বাস করিতে

হয়, ইহা তাহাদের ভাগ্যলিপি ; অন্ন খাইতে হইবে, সপ্তাহে দুইদিন উপবাস করিতে হইবে। মাথা মুড়াইতে হইবে, বিধবাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। অনেকেই বাল্যাবস্থায় বিধবা হয় তখন স্বামী কাহাকে বলে জানেনা, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বয়স হইলে ভ্রষ্টা হয়। স্ত্রীলোকদের সকল প্রকার জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে তাহাদিগকেও মিথ্যার ন্যায় গলিত থাকিতে হইবে এই নিয়ম হেতু ইহাদের অবস্থা এরূপ পতিত ও পাপপূর্ণ যে সেরূপ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন অংশে বোধ হয় নাই। হিন্দুগণের স্ত্রীলোকেরা কোন শিক্ষা পায় না। বাল্যকালে কোন রূপ কাজ কর্ম্ম করে না। অপরাপর বালিকার সহিত জড় ভাবে দিন যাপন করে এবং অতি অল্প বয়স হইতেই পাপের সেবিকা হয়। শিলাই করা কিংবা বুনন ইহারা জানে না; ইউরোপীয়গণ যাহাকে রিক্লু অর্থাৎ বুনন বলে তাহা ইহারা বুঝে না। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের একখানি মাত্র কাপড় থাকে সুতরাং বেশবিন্যাসের নিমিত্ত ইহাদের সময় যাপন করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাতঃকালে স্নানের জন্য কতকটা সময় অতিবাহিত করে। কোন কোন সংসারের স্ত্রীলোকেরা রন্ধনের কার্য্য করে ও কাটনা কাটে। এ কাজ যদি না থাকিত তাহা হইলে তাহারা একেবারেই নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। যাহারা অত্যন্ত গরীব তাহারা পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখিতে যথেষ্ট সময় পাইতে পারে, কিন্তু হায় তাহারা বর্ণমালার একাক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। সেই কারণে তাহারা আলস্যের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে ও তাহাদের জীবন স্রোতবিহীন জল রাশির ন্যায় মারাত্মক ও দুর্গন্ধময়।

এইরূপ কর্ম্মহীন অবস্থার ফলে হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকগণ উচ্চবংশে জন্মিলে নিজগৃহে বন্দিনীর মত বাস করে। নিজের মত অশিক্ষিতা

স্ত্রীলোক ভিন্ন কাহারও সহিত কথা কহিতে তাহাদের অনুমতি নাই। নিতান্ত পরমাত্মীয় না হইলে কোন পুরুষের দিকে তাকাইবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। এই প্রকার অবিশ্বাস ও সতর্কতার আধিক্য সত্বেও হিন্দুদিগের ভিতর ব্যভিচার এত অধিক যে আমি একজন মিশনারীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম (ইনি ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিলেন) যে তিনি স্থির বিশ্বাস করেন যে হিন্দুদিগের মধ্যে সতী স্ত্রী প্রায় একেবারে নাই বলিলেও চলে। সমাজে মিশিয়া নিজেও সৎশিক্ষালাভ করিতে পারে না, কাহাকেও সৎশিক্ষা দান করিতে পারে না। যদি কোন বন্ধু গৃহে আসে ও তাহার স্বামীর সহিত কথোপকথন করে তাহাকে অন্য ঘরে যাইতে হইবে। এক কথায় লোকে যেরূপ ক্রীতদাসীর সহিত ব্যবহার করে তাহার নিজের সংসারে সকলে তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে। এমন কি নিজের স্বামীর সহিত আহার করিতে পর্য্যন্তও অনুমতি নাই। সে রন্ধনের কাজ করে; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার স্বামী খায় সে দাঁড়াইয়া থাকে ও পরিচর্য্যা করে। স্বামীর খাওয়া হইলে তাহার পাতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই খাইবার অনুমতি পায়। এই অলসতা হেতু নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগের ভিতর ব্যভিচার ও কলহের শেষ নাই; ও তাহাদের কলহ ও প্রকাশ্য স্থলে পরস্পরের প্রতি গালাগালি বর্ষণ অতিশয় জঘন্য।

*   *   *   *   *

ভারতবাসীদিগকে শিক্ষাদান করিলে আর এক ফল হইবে; ইহারা মিতব্যয়িতা শিখিবে। এখন যে সকল অর্থ ইহারা বৃথা ক্রিয়া কাণ্ডে ও উৎসবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে অপচয় করে ও যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক ভিক্ষুক হয় সেই সব অর্থ তখন সাংসারিক আরামের নিমিত্ত ব্যয় হইবে; ভাল ভাল বাড়ী নির্ম্মাণ হইবে। ভাল ভাল আসবাব

কিনিবে ও এমন সখ ও স্পৃহা বৃদ্ধি হইবে যাহার ফলে পরিণামে এদেশের (ইংলণ্ডের) বিস্তর উপকার হইবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা (নিম্ন শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলাম) ইংলণ্ডজাত কোন বস্তুই ব্যবহার করে না। ছয়কোটী বিজিত প্রজা বিজেতৃদিগের দেশ হইতে একটী সামগ্রীও গ্রহণ করে না। তাহাদের বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করুন। তখন তাহারা শিখিবে যে কত কত উপায়ে তাহাদের স্থায় সঙ্গত উপভোগ গুলি বর্দ্ধিত হইতে পারে ও সেই উপভোগের উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে তাহাদের পরিশ্রম শক্তি উত্তেজিত হইবে এবং তাহারা অতি উন্নত সামাজিক সোপানে আরোহণ করিবে।

এদেশের লোকদিগের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত যে যত্ন ও অর্থব্যয় করিবেন তাহার যথেষ্ট প্রতিদান পাইবেন। শিক্ষার ফলে তাহাদের বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞান জন্মিবে ও এইরূপ সুনীতিসম্পন্ন লোক গভর্ণমেণ্টের অধস্তন বিভাগের কর্ম্মের উপযুক্ত হইবে। ইহাদিগের জ্ঞানলাভ হইবে ও সুচরিত্র রক্ষা করিতে ইহাদের চেষ্টা জন্মিবে। * * এখন অশিক্ষিত দেশের লোকেরা যাহাদের হস্তে কিছু ক্ষমতা থাকে তাহারা স্বদেশীয়দিগের উপর উৎপীড়ন করে।

* * * * *

এখন ইহাদের পাশবিক বল গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিশেষ প্রয়োগ হইতে পারে। তখন সেইবল সৎপথে চালিত করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে না। পরন্তু এই লোকগুলি ধর্ম্ম ভাবিয়া ও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উপকারের বিষয় চিন্তা করিয়া রাজভক্ত হইবে।

* * * * *

কেহ কেহ বলিয়াছেন হিন্দুরা এখনই এত ধর্ম্মপরায়ণ যে সে সম্বন্ধে তাহাদের উন্নতির প্রয়োজন নাই; কিন্তু এদেশের লোকদের সুনীতি

দুর্নীতি কাহাকে বলে তাহার জ্ঞান নাই। যাহারা বিশ্বাস করে পাপ মনুষ্যের ভাগ্যলিপি, স্বেচ্ছাকৃত নয়, ভগবানের অপ্রীতিকর নয়, সমাজের অমঙ্গলকর নয়, তাহারা কেমন করিয়া সুনীতিপরায়ণ হইতে পারে? যাহাদের ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা নাই যাহাদের শিক্ষার ফলে মনের আকাঙ্খার অথবা জ্ঞানের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা নাই তাহারা কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে? যাহাতে মনে ধর্ম্মের প্রতি স্পৃহা হয় সেইরূপ শিক্ষাদান করিতে তাহাদের শাস্ত্রের মধ্যে কিছুই নাই। প্রতিদিন মন্দিরে যে পূজা হয় তাহা কেবল পুজারী একাই করে। স্নানের পর ইহারা যে উপাসনা করে তাহা কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র, তাহাতে সুনীতি সম্বন্ধে কোনই শিক্ষা নাই। যে সব পুঁথিতে নীতি সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে সে সব পুঁথি কখন প্রকাশ্য স্থানে পঠিত হয়না। যেরূপ শিক্ষায় লোকের চিত্ত অথবা জীবন বিশুদ্ধ হয় সেরূপ শিক্ষা কখনই দেওয়া হয়না; পাঠশালাতে হয়না, কোনরূপ বিদ্যালয়েও হয়না। তাহার পর মনে রাখা প্রয়োজন, যে যে দেবতাগণকে তাহারা পূজা করে সেই সকল দেবতাগণ পাপের প্রতিমূর্ত্তি। সাধারণ উৎসব স্থলে হিন্দুদিগের নৃত্য গীত প্রভৃতি এপ্রকার কলুষিত যে গঙ্গা ভাসিয়া গেলে যেরূপ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলি হেতু সমস্ত দেশ অপবিত্রতার দ্বারা প্লাবিত হয় ও পরিশেষে এসকল কারণে সমস্ত দেশকে গলিত ও মৃত্যুদায়ক পিণ্ডে পরিণত করে। এরূপ স্থলে কিরূপে তাহাদের ধার্ম্মিক হওয়া সম্ভব? ইত্যাদি ইত্যাদি।"

* * * * *

পত্র হইতে উদ্ধৃত অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। তথাপি অংশটী বিশেষ মনোযোগ করিয়া পাঠ করিবার সামগ্রী। ইহা শ্রীরামপুরের মিসনারীগণের স্বরচিত আত্মপরিচয়। মিসনারীগণ কর্ত্তৃক এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বুঝিতে হইলে এই পত্রখানি পাঠ প্রয়োজন।

মেকলে চিত্রিত বাঙ্গলীচরিত্র বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। যে সময়ে মেকলে লিখিতেছিলেন সেই সময়ে কর্ণেল সাইক্স্ (Colonel Sykes R. E.) ইংলণ্ডস্থিত রয়াল সোসাইটীর সহকারী সভাপতি (Vice President of the Royal Society) ছিলেন। তিনি সেই সময়ে ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশে যে সকল কয়েদির ফাঁসি অথবা দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয় উভয়দেশের সংখ্যা তুলনা করিয়া লণ্ডনের ষ্টাটিস্‌টিকাল সোসাইটির (Statistical Society)এক অধিবেশনে পাঠ করেন। তিনি দেখান যে ১৮৩৮ সালে সমগ্র বাঙ্গলা বিভাগে (Bengal Presidency), আসাম হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এই স্থানের মধ্যে, ৩৮ জনের ফাঁসি হয়, ৩৯ সালে ২৫ জনের ফাঁসি হয়, ৪০ সালে ২৭ জনের ফাঁসি হয়। ঐ তিন বৎসরে ইংলণ্ডে ১১৬ জন, ৫৭জন, ও ৭৭ জনের ফাঁসি হয়; ১৮৩৮ সালে বাঙ্গলাদেশে ৮১ জনের দ্বীপান্তর হয়। ইংলণ্ডে ঐ সালে ২৬ জন দ্বীপান্তরিত হয়। ৩৯ সালে বাঙ্গলাদেশে ৭২ জনের দ্বীপান্তর আজ্ঞা হয়, ঐ সালে ইংলণ্ডে ২০৫ জন দ্বীপান্তর হয়। ১৮৪০ সালে বাঙ্গালাদেশে ১৫০ জনের দ্বীপান্তর হয়, ঐ সালে ইংলণ্ডে ২৩৮জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

তিনি আরও দেখাইলেন যে বাঙ্গলাদেশের লোকসংখ্যা হিসাবে ৯৩৫জনের মধ্যে একজন মাত্র লোক আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আর লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর ২৭জনের মধ্যে একজন লোক পুলিস কর্ত্তৃক অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার হয়।

পাদরী ওয়ার্ড ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের (English Government) সাহায্য আশায় তৎকালীন (১৮২০) রাজসচীব ভিলিয়ার্স (Villiers) সাহেবকে যে পত্র লিখেন উপরে লিখিত অংশ তাহা হইতে গৃহীত। এ পত্রেও বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিবার কথা বলিলেন না তবে ওয়ার্ড সাহেবের চেষ্টায়

লণ্ডনে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে একটি সভা আহূত হয়। ভিলিয়ার্স সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; অনেক নামজাদা লর্ড প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব (J. B. Harrington) উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পক্ষ হইতে অনেক বক্তৃতা হইল; 'British India Society' নামে এক সমিতি গঠিত হইল; "to protect the intellectual and moral improvement of the native inhabitants of British India and that all practical measures be adopted to encourage, aid and support such institutions by occasional supplies of money, books medical and chemical instruments philosophical and surgical apparatus." এদেশে যাহাতে শিক্ষা-বিস্তার হয় তাহাই হইল সভার উদ্দেশ্য। অর্থ সাহায্যের কথা বড় উঠে নাই তবে প্রকাশ হইল যে সমিতি এদেশীয়গণের শিক্ষার নিমিত্ত পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Scientific apparatus) প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে। এই বৈজ্ঞানিকযন্ত্রের ইতিহাস পরে লিখিব। উল্লেখ অনাবশ্যক যে এই British India Society দ্বারা বাঙ্গালীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই উপকার হয় নাই।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ অথবা ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য না পাইয়া পাদরীদিগের বিশেষ ক্ষতি হইল না। ১৮১৭ সালে জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (Calcutta School Book Society) স্থাপিত হয়; পাদরীরা তাহার প্রধান পরিচালক ছিলেন। প্রথমে দেশের লোক পরে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিত। সোসাইটির কথা যথাস্থানে লিখিয়াছে পাদরীদিগের কিরূপ সুবিধা হইয়াছিল তাহা পরে বুঝা যাইবে।

পাদরীগণ নিত্যই এদেশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অনেকে নিজেদের দেশে গিয়া সভা করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে এইরূপ জঘন্যভাবে বর্ণনা করিতেন। অর্থসংগ্রহ করিয়া এইরূপ কদর্য্য ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করিতেন, চিত্র অঙ্কিত করিতেন। এই সকল পুস্তক ও চিত্র দেশমধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

সকল পাদরী যে হিন্দুদিগের বা তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরীদের মত লিখিতেন তাহা নহে। Dr. Bryce এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন।

যখন অবাধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি হয়, ইনি Presbyterian দলের পক্ষ হইতে সরকারী সৈনিক ধর্ম্মযাজক (Chaplain) হইয়া এদেশে আসেন। জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশন, এখন যাহাকে স্কটিশ্ চার্চ কলেজ বলে, ইঁহারই ও Dr. Inglisএর যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে এদেশে Presbyterian Mission ছিল না, ইঁহারই চেষ্টায় এদেশে এ মিশন স্থাপিত হয়।

"Encouraged by the approbation of Ram Mohan, the writer of these remarks presented to the General Assembly of 1824, the petition and memorial, which first directed the attention of the Church of Scotland to British India as a field for missionary exertion on the plan that is now so successfully following out ; and to which this eminently gifted scholar, himself a Brahmin of high caste, had especially annexed his sanction."

*   *   *   *   *

"The writer of these remarks has enjoyed abundant

opportunities to witness the zeal which Ram Mohan Roy constantly displayed in promoting e very measure, having in view the education of his countrymen and their elevation in the scale of social enjoyment. He stood forth in a character hitherto unknown among the nations of the East, gallant advocate of the rights of his despised and neglected country women ; and to his exertions, in no trifling degree, are we to ascribe the ultimate abolition of the *Suttee*, the most inhuman and degrading of Hindoo practices."—Rev. J. Bryce.

হিন্দুদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে ইনি একথা স্বীকার করিতেন।

"The writer of these remarks has been met (and that in the highest quarter connected with Native education in India) by the objection that it is unjust to tax the Hindoo with the support of an establishment avowedly set up for the overthrow of his faith, to tax the Hindoos for the support of a better system of judicial administration, a better police, both preventive and remedial, and a better financial machinery, and to speak of the injustice of taxing them for the purification and improvement of that which can alone give full efficiency to every other measure of amelioration is sufficiently absurd.

Institution of the General Assembly is not erected to overthrow the religion of the Natives. In strict

propriety of language its aim is the purification of this religion."

তাহার লিখিত হিন্দুদিগের চরিত্রবর্ণনা পাঠ করিলে (Sketch of Native Education in India) ওয়ার্ড ও তৎসদৃশ মিসনারীগণের সত্যানুরাগের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমাদিগের বিশেষ গর্ব্বিত বা আনন্দিত হইবার সামগ্রী কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ওয়ার্ড প্রভৃতি ব্যক্তিগণ হইতে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মিশনারী এদেশে সময়ে সময়ে আসিতেন তাহা মনে হয়।

উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের নামই আমাদের নিকট বিশেষরূপ পরিচিত। এই সময়ে অপর পাদরীরা এদেশে ধর্ম্মবিস্তার করিতে আসিতে আরম্ভ করে। পাদরী মে (May), পাদরী লসন (Lawson) পাদ্রী পিয়ারসন (Pierson) এই সময়ে চুঁচুড়ায় আড্ডা স্থাপন করেন। তখনও এদেশে অবাধ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার আইন পাশ হয় নাই। এই তিনজন পাদ্রীর সহিত এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের একটু সম্বন্ধ আছে।

১৮১০ সালে চুঁচুড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সকল ভদ্র গ্রামের ন্যায় অনেক পাঠশালা ছিল। ১৮১২ সালে সেই সব গ্রামবাসীরা ঐ সকল পাঠশালা এই পাদ্রীদিগের হাতে দেয়। পাদ্রীরা উহাদিগকে তাঁহাদিগের নূতন প্রাণালীর স্কুলে পরিণত করেন অর্থের অভাব হওয়াতে তাঁহারা তৎকালীন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক দশহাজার টাকা দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা সাহায্যের নিমিত্ত দিতে (১৮১২ সালে) স্বীকৃত হন। চুঁচুড়ার পাদ্রী পরিচালিত স্কুল সকলের সাহায্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থ সাহায্য বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকা হইতে মাসিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ ৬০০৲ টাকার মধ্যে চুঁচুড়ার পাদ্রী পিয়ারসন্ ২০০৲ টাক

বেতনে চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী পাঠশালা সমূহের উপর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) নিযুক্ত হইলেন।

এই সকল পাদরীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন তাহা পরে লিখিব।

ব্যাপটীষ্ট মিশন সোসাইটি শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সোসাইটি ভিন্ন ইংলণ্ডস্থিত আরও অনেক খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক সমিতি এদেশে ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত মিশনারী পাঠায়, সে কথা লিখিয়াছি। ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে তখন তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না তথাপি নিতান্ত অল্পও ছিল না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যে যে সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাদের নাম নীচে দিলাম।

১। The Honourable Society for Promoting Christain Knowledge—ভারত পরিচালনা সভার সহিত এই সমিতির প্রায় এক শত বৎসর সম্পর্ক ছিল। ইহাদের পাদরীগণ এদেশে আসিবার অনুমতি পাইয়াছিল, তবে কেবল মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাজ করিতে পারিবে এই নিয়ম ছিল: "that the mission was not to the heathen that the License was granted." পাদরী কিরম্যানডিয়ের—যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই সভা হইতে প্রেরিত হন।

২। Bible Society—এদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ইংরেজি লিখিত খৃষ্টান ধর্ম্মের গ্রন্থ অনুবাদ করিতে এই সমিতি অনেক সাহায্য করেন। ভারতবর্ষের যে কোন ভাষায় এক সহস্র খণ্ড বাইবেল অনুবাদ করিতে পারিলে পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকা প্রদত্ত হইত—"The Society passed resolutions purporting that whoever should produce a first version of the New Testament

should, on the examination and approval of his manuscript, be entitled to £500 to enable him to print 5,000 copies of it." এই সভার শাখা স্বরূপ এদেশে ১৮১০ সালে Auxiliary Bible Society স্থাপিত হইয়াছিল সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব ও তৎকালীন সেক্রেটারি এডমনষ্টোন সাহেব ইহার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, Home and Foreign Bible Society অনেকদিন হইতে ইংলণ্ডে ও বিদেশে শিক্ষার বিস্তার করিত; বলা বাহুল্য এ সমস্ত সমিতিই ইংলণ্ডের দেশের লোকের প্রদত্ত ধনে কার্য্য করিত। কেবল যে ইংলণ্ড হইতে প্রচারকগণ আসিতেন তাহা নহে। ১৮১০ সালে American Board of Commissioners for Foreign Missions গঠিত হয়। ইঁহারা Congregational দলভুক্ত ছিলেন। ১৮১২ সালে আমেরিকা হইতে প্রথমে দুইজন পাদরী আসেন। Dr. Jackson আর Mr. Newell ইঁহাদের নাম ছিল। আমেরিকান পাদরীগণ প্রধানতঃ ব্রহ্ম দেশে আসিয়া কাজ করিতেন। আসামে আমেরিকান পাদরীদিগের চেষ্টায় বাঙ্গলাভাষা অপসারিত হয়—সে কথা পরে লিখিব।

শ্রীরামপুর কলেজ।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে একটি মিশনারী কলেজ স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। এদেশীয় লোকদ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা প্রয়োজন; ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ দেশে ইউরোপীয় প্রচারকের সংখ্যা কখনই পর্য্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। তাহার পর যে সকল এদেশীয় লোক এই কাজ করিবে তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষ হিন্দু

মুসলমানগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের আবশ্যক—সেই কারণে তাহাদের সংস্কৃত ও আরবী পাঠ করা প্রয়োজন। খৃষ্টান সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র ব্যতীত হিন্দু মুসলমান ছাত্রদিগেরও পাঠের বন্দোবস্ত হইল। ১৮১৮ সালে ১৫ই জুলাই তারিখে মিশনারীগণ কলেজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Announced in unequivocal terms that the institution was intended to be the handmaid of evangelisation. Those who were to be employed in propagating it should be familiar with the doctrines which were thus held sacred in the country and this could not be attained without a knowledge of the language, the Sanskrit, in which they were enshrined. Hence the necessity of a college, in which the native Christian teacher might obtain full instruction in the doctrines he was to combat and the doctrines he was to teach, and acquire a complete knowledge both of the sacred scriptures and of those philosophical and mythological dogmas which formed the soul of the Buddhist and Hindoo systems." "If ever the Gospel stands in India, it must be by native opposed to native in demonsrating its excellence above all other systems."

কলেজ স্থাপনের কি উদ্দেশ্য ছিল নিম্নে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"It was intended for the exclusive cultivation of the

sacred literature of the Hindoos, including the Puranas and legendary history. The tendency of the institution was to throw the important influence of the literature of the country into the scale of Hindooism, and it served to increase the desire of Dr. Carey and his colleagues to bring that influence to aid the interests of Christian truth. They were anxious to create a body of Christian pundits as a counterpoise to the heathen pundits of the Government College."

কলেজে প্রধানতঃ সংস্কৃত পাঠেরই বন্দোবস্ত হইল। নিয়ম হইল সংস্কৃত পাঠ শেষ করিয়া পরে জনকতক আশাপ্রদ বালক বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদ প্রকাশ করিবার কথা উঠিল কিন্তু পাদরী ওয়ার্ড ওরূপ ছাই ভস্মের নিমিত্ত এক পয়সাও ব্যয় করিতে অসম্মত হইলেন—protested against the expenditure of a farthing on such rubbish.

প্রথম বৎসর ৩৭ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়; ইহাদের মধ্যে ১৯ জন ছিল খৃষ্টান। ছাত্রদের মধ্যে জনকতক মাসিক সাহায্য পাইত। দুই বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন হয়। সকলেই সংস্কৃত পড়িত।

এই মিশনারী কলেজের ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার প্রয়োজন নাই। অর্থের অনাটন শীঘ্রই বোধ হইতে লাগিল। মিশনারীগণ আশা করিয়াছিল যে ইংলণ্ড হইতে টাকা তুলিয়া কলেজ চলিবে। সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কিছু টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কুলাইত না। ১৮২২ সালে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্থির হয়। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম শিক্ষার কলেজে (Theological

College) তখন সাহায্য দিতেন না। গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যদি ডাক্তারি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে সাহায্য দিতে পারেন।

"A proposal to establish a Medical Department would be favourably received by the Government."

মিশনারীগণ সম্মত হন নাই। ১৮২৪ সালে কলেজে চুয়ান্নজন মাত্র বালক পড়িত তাহার মধ্যে চল্লিশ জন দেশীয় খৃষ্টান। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খাইতে পাইত।

১৮২৬ সালে ডেনমার্কের রাজা উপাধি (degree) প্রদানের সনন্দ (charter) প্রদান করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীরামপুর কলেজ হইতে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে হয় না।

১৮৩৭ সালের পর হইতে ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিষ্ট দল ইহার ব্যয়ভার বহন করে। "In that year the committee yielded to the request made by the Council of Serampur College to adopt that Institution as the Missionary and Education Training School of the Baptist Missionary Society."

১৮১৩ সালে এদেশে সরকারি খৃষ্টান বিভাগ Ecclesiastical Establishment) স্থাপিত হয়। প্রথম প্রধান কর্ম্মচারী ডাঃ মিডলটন (Middleton) এংলিকান দলভুক্ত খৃষ্টান ছাত্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতার অপর পারে একটি কলেজ স্থাপন করেন। মিশনারী প্রস্তুত করণ এই কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশের লোকের শিক্ষার সহিত এ কলেজের কোন প্রকার সংস্রব নাই। গবর্ণমেণ্ট কলেজের নিমিত্ত জমী প্রদান করেন।

শ্রীরামপুরের পাদরীগণ এদেশীয় ভাষায় ইংরেজি খৃষ্টান ধর্ম্মের গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ইহাতে ইংলণ্ডে তাঁহাদের অতিশয় নাম হয়। লোকে

রাশি রাশি অর্থ তাঁহাদিগকে পাঠায়—কেরি সাহেবের তৈল চিত্র ৮,০০০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেব অনেক বৎসর এদেশে বাস করেন। কেরি সাহেব কিছু বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন সংস্কৃতও কিছু পড়িয়াছিলেন তিনি এই উভয় ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ যুবক সিভিলিয়ানগণকে পড়াইতেন। ২৭টি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ হয়। কিরূপে এই অনুবাদ হইত নিম্নে যাহা লিখিলাম তাহা হইতে অনুমান করিতে পারা যাইবে। ৯

"By constant attention to the object, and the smiles of God upon our undertaking, we have now collected at Serampore, a large body of men from all parts of India who are employed in translating the Word and who, if dismissed, could not be easily obtained again. These men write out the rough copy of the translations into their respective languages, some translating from the Bengali, others from the Hindusthani and others from the Sanskrit as they are best acquainted with them. They consult with one another and other pundits who have been employed for several years in correcting the press and copy and who almost know the scriptures by heart. They therefore form the idiom after which I examine and alter the whole when necessary and upon every occasion have men born and brought up in the country themselves to consult."

এখন পাদরীদিগের দেশমধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার কাহিনী সমাপ্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুরে তাঁহারা

টেনিং স্কুল খোলেন। ১৮২৪ সালে তাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের বাসনা পরিত্যাগ করেন।

"It was deemed prudent therefore to reduce the number of schools and to incorporate those which were retained with the college and thus to close the native schools and institutions. To avoid the imputation of fickleness in this proceeding, it was stated in their last address to the subscribers, that when the "Hints" were published eight years before, public attention had not been drawn to this means of civilization ; the missionaries stood alone ; but education had now taken root in the country ; efficient schools had been established by various missionary bodies and Europeans and natives had united in establishing a society for this special object. Having thus led the way which others had followed up, they thought they might retire in some measure from this sphere of labour without impropriety, and devote their attention to the college (1824)."

উপরি উদ্ধৃত অংশ যে অমূলক কথায় পরিপূর্ণ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যখন মিশনারীগণ লিখিলেন " eight years before public attention had not been drawn to this means of civilization," তখন তাঁহাদের জয় নারায়ণ ঘোষাল স্থাপিত কাশীতে ইংরেজি কলেজ, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ ও অসংখ্য ইংরেজ স্কুল প্রভৃতির কথা স্মরণ ছিলনা। " Efficient schools had been established by various missionary bodies" কথাটা একটু

রহস্যজনক। ১৮৩১ সালে কলিকাতার ও তাহার নিকটে মিশনারীগণ যে কয়টি স্কুল স্থাপন করেন তাহার যে তালিকা পরে দিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে কথাটির গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

পাদ্রীগণ উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে প্রায় বিশ বৎসর এদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন এখন তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। এসম্পর্কে শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার পাদ্রীদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে প্রায় প্রতিগ্রামে তখন পাঠশালা ছিল। তাহাতে তখন সাবেক হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। মুদ্রিত পুস্তক তখন ছিলনা; হাতে খড়ি, কলাপাতা, তালপাতা ও অনেক পরে পোড়োরা কাগজে লিখিত। নামতা পাঠ, শুভঙ্করীর হিসাব, গণিত শাস্ত্র ছিল; পত্রের পাঠ, চাণক্য শ্লোক, গঙ্গাস্তব, প্রভৃতি শেষ হইলে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিকদর্শন, আধুনিক জ্যোতিষ এসকল কেহ জানিতনা। পাদ্রীরা এসকল বিষয় এ দেশীয় বালকগণকে শিক্ষা দিতে ১৮১৪সালে প্রথমে কল্পনা করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন ও সেই অর্থের দ্বারা দেশ মধ্যে এই নূতন প্রণালীর স্কুল খুলিবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয় লইয়া কয়েক খণ্ড ছোট ছোট শিশুপাঠ্য পুস্তকও রচনা করিলেন। অর্থ বিশেষ উঠিলনা। বেশী স্কুলও খোলা হইল না। তখন মিশনারীগণ ভাবিলেন যখন এদেশীয় বালকগণ তাহাদের গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শেষ করে তখন যদি তাহা-দিগকে এই নূতন ধরণের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে খরচের অনেক সুবিধা হইবে। এই খরচের নিমিত্তও অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হইল না। তাঁহারা শ্রীরামপুরে একটি নর্ম্মাল স্কুল খুলিয়াছিলেন। তথায় ভবিষ্যৎ গুরুমহাশয়গণ নূতন প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামে গিয়া পাঠশালা খুলিবে ও এই সকল পাশ্চাত্য বিষয় শিক্ষা দিবে। দেশের লোক প্রথমে আগ্রহের সহিত পাদ্রীদিগের

এই প্রস্তাব সমর্থন করে। এক বৎসরে (১৮১৬।১৭)এই প্রকার দুই শত গুরুমহাশয় শিক্ষিত হইল। অনেকেই গ্রামে গ্রামে গিয়া নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান আরম্ভ করিল। পাদ্রীরা অনুমান করেন যে এইরূপ বিদ্যালয়ে ও পাঠশালায় তিন বৎসরে প্রায় আট হাজার ছাত্র ভর্ত্তি হয়।

মিশনারীদিগের এদেশীয় বালকগণের জন্য স্কুল খোলার চেষ্টার বিশেষ ফল হয় নাই। অর্থের অভাব এক কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কারণও ছিল। পাদ্রীগণ যে উদ্দেশ্যে স্কুল খুলিতে এরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন তাহা দেশের লোক শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এক কথা আর খৃষ্টান হওয়া অন্য এক কথা। লোকেরা নিজ সন্তানদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিতে উৎসুক ছিল ; কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া খৃষ্টান করিতে তাহাদের আগ্রহ জন্মায় নাই। এই অবস্থার ফলে তখন বাঙ্গালীরা নিজে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিতে সংকল্প করিল। অসংখ্য স্কুল পাঠশালা স্থাপিত হইল; স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক সহজে পাওয়া যাইত। যে শিক্ষা মিশনারীগণ প্রধানতঃ খৃষ্টান করিবার মানসে নিজেদের পরিচালিত স্কুলে প্রদান করিতেন, বাঙ্গালীরা সেই শিক্ষা নিজেরাই, আপনাদের স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুলে প্রবর্ত্তিত করে। শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার মিশনারীগণ প্রথমে শিশুপাঠ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐরূপ পুস্তকের সংখ্যা অতি সামান্য ছিল। পরে যখন স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হইল, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার পুস্তকের অভাব রহিল না। ১৮২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীদিগের স্থাপিত স্কুল উঠিয়া যায়।

স্মরণ রাখিবার সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে তারিখ দিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরীগণ কি করিয়াছিলেন তাহার এক সংক্ষেপ তালিকা দিলাম।

১৭৯৩ সালে কেরী সাহেব এদেশে আসেন।

১৭৯৮ সালে মার্শমান ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে আড্ডা করেন ও কেরী সাহেব তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন।

১৮১৫, ১৬, ১৭ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করেন।

ইঁহার পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ও অনাথ হিন্দু বালকদিগের ("Who had given up castes") শিক্ষার নিমিত্ত ২১টি স্কুল পাদরীরা খুলিয়াছিলেন; জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত একটি স্কুলও খোলা হয় নাই। ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় ও শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পঁয়তাল্লিশটি মিশনারী পরিদর্শিত ও পরিচালিত পাঠশালা গঠিত হয়। উপরি উক্ত ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু মহাশয়েরা গ্রামে গিয়া আপনাদিগের অথবা অপর হিন্দু বাঙ্গালীদিগের স্থাপিত এবং পরিচালিত পাঠশালায় শিক্ষাদান করেন।

১৮২৪ সালে মিশনারীগণ সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হন।

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানের শিশুপাঠ্য খান কয়েক পুস্তক রচনা করেন, শ্রীরামপুরে অল্পদিনের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল খুলেন, আর অতি সামান্য সংখ্যক মাত্র নিজেদের মনোমত স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র শ্রীরামপুরের দশক্রোশের মধ্যে ও শ্রীরামপুর ব্যতীত যে যে স্থানে তাঁহারা আড্ডা করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের গ্রামসংখ্যা এখন দুই লক্ষের উপর। ১৮২৯ সালে তাঁহারা লিখেন, "The number of schools at the stations amounted to fifteen with an average attendance of nearly a thousand scholars." বলা বাহুল্য এ সকল ছাত্রেরা অধিকাংশই

খৃষ্টান, অনেকেই মিশনারী অন্নে প্রতিপালিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদিগের স্থান সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি (School Book Society) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। সে কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষা।

(ঊনবিংশ শতাব্দির আরম্ভ হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত।)

১৭৭৭ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালীন ইংরেজ অধিকৃত ভারত-বর্ষের শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর জেনারেল) নিযুক্ত হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগে মুসলমানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় মাদ্রাসা অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি একদিন মন্ত্রণা গৃহে (Council Chamber) আসিয়া বলেন যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার সহিত একটি আবেদন লইয়া সাক্ষাৎ করেন ; তাঁহারা বলেন যে মুজিদ্দিন নামে একজন বিদেশীয় মুসলমান ইসলাম ব্যবহার ও অপরাপর শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন ও তাঁহাদের একান্ত বাসনা যে তিনি (হেষ্টিংস সাহেব) পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাদসাহের দরবারের অনুকরণে কলিকাতা সহরে মাদ্রাসা স্থাপন করেন ও মুজিদ্দিনকে তাহার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

"In the month of September 1780, a petition was presented to me by a considerable number of Mussulmans of credit and learning, who attended in a body for that purpose, praying that I would use my influence

with a stranger of the name of Mudjid O'din, who was then lately arrived at the Presidency, to persuade him to remain there for the instruction of young students in the Mahomedan law and in such other sciences as are taught in the Mahomedan schools, for which he was represented to be uncommonly qualified. They represented that this was a favourable occasion to establish a Mudrussah or college and Mudjid O'din the fittest person to form and preside in it; that Calcutta was already become a seat of great empire, and the resort of all persons from Hindoostan & Deccan; that it had been the pride of every polished court, and the wisdom of every well-regulated Government, both in India and in Persia to promote by such Institutions the growth and extension of liberal knowledge; that in India only the traces of them now remain, the decline of learning having accompanied that of the Mogul Empire; that the numerous offices of our Government, which required men of improved abilities to fill, and the care which had been occasionally observed to select men of the 1st eminence in the science of Jurisprudence to officiate as judges in the Criminal & Assessors in the Civil Court of Judicature, and (I hope this addition will not be imputed to me as ostentation on an occasion on which the sincerity of what I shall

hereafter propose for the public patronage will be best evident by my own example) the belief which generally prevailed that men so accomplished, generally men with a distinguished reception from myself, afforded them particular encouragement to hope that a proposal of the nature would prove acceptable to the actual Government."

"This was the substance of the petition which I can only repeat from my memory, having mislaid the original."

ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে সংস্কৃত অথবা আরবি ও ফারসি শিক্ষার বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট প্রচলন ছিল। টোল চতুষ্পাঠী এবং মক্তব মাদ্রাসার প্রতিপালনের নিমিত্ত দেশের লোক প্রচুর সাহায্য করিত, অনেক স্থলে জমি, জায়গীর বরাদ্দ ছিল। ইংরেজ অধিকার ফলে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এই শিক্ষা প্রদানের বিঘ্ন ঘটে। কোথাও বা সাহায্যদাতৃগণের উচ্ছেদ হয়। কোথাও বা তাঁহাদের প্রদত্ত জমি জমা জবৎ অথবা হস্তান্তর হয়। পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলভীগণ দেশ মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করা তখন ইংরেজদিগের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়াছিল। ফারসি তখন দেশে আদালতের ভাষা। বিচার ও অপরাপর শাসন বিভাগে ফারসির সাহায্যে কাজ হইত। কাজী ফারসির ভাষায় আইন বুঝাইত, মুফ্তি ঐ ভাষায় ফতোয়া দিত। সুতরাং তখন আরবি ও ফারসি ভাষার চর্চ্চা বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ নানা কারণে কলিকাতায় মাদ্রাসা খোলা হইল।

"To assist in preserving a knowledge of Persian

and Arabic Literature and of Mahomedan learning among respectable individuals of that persuasion, especially with a view to keep up a supply of well educated Law officers in the Court of Justice."

এখন কলিকাতার যে অংশকে বৈঠকখানা বলে তাহারই ঈষৎ দক্ষিণের স্থানটিকে পদ্মপুকুর বলিত। এই স্থানে এখন যে পুলিষ থানা আছে তাহাকে পদ্মপুকুর থানা বলে। সহরের ঐ অংশে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৮২৭ সালে এখন যে বাটীতে মাদ্রাসা আছে সেই বাটীতে বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়। কলেজের খরচ চালাইতে বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকার আয়ের একটী জমিদারী সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। এখনও তাহাকে মাদ্রাসা মহাল বলে। অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচালনার ভার মৌলভীদের উপরে ছিল। ১৮২২ সালে ডাক্তার লামস্‌ডেন্ (Lumsden) পাঁচশত টাকা বেতনে সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮১৯ সালে পরিচালনা সম্বন্ধে গোলমাল হওয়াতে জমিদারীর আয়ের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে মাদ্রাসার খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ছাত্রগণ সাত বৎসর কাল পড়িত, কাহারও বেতন লাগিত না, উপরন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রায় একশত বালক ৫৲, ৮৲, ১০৲ টাকা হিসাবে মাসহারা পাইত। কলেজে মুসলমান বালকেরাই পাঠ করিত। আরবি ও ফারসি ভাষায় সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার, দর্শন, আইন ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। চিকিৎসা শাস্ত্রও পড়ান হইত; ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থসকল, ফারসি আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়া মৌলিক হাকিমি ও ইউনানি পুস্তকের সহিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। গবর্ণমেণ্টের মনোনীত জনকতক তৎকালীন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী লইয়া মাদ্রাসা পরিচালক সমিতি (Mudrussah Committee) গঠিত হয়, পরে ১৮২৩ সালে

গবর্ণমেণ্টের অধীনে যখন বেসরকারী জেনারেল কমিটী অব্ পাব্লিক ইনস্ট্রাক্সন্ (General Committee of Public Instruction) গঠিত হইল তখন মাদ্রাসা পরিচালনার ভার এই কমিটীর অধীনস্থ এক শাখা সমিতির হাতে ন্যস্ত হয়। প্রথমে ডাঃ লামস্‌ডেন্ (Lumsden) তাহার পরে লেফটেনেণ্ট্ প্রাইস (Lieutenant Price) মাদ্রাসার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮২৮ সাল হইতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হয়। ইংরেজী ভাষা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও সহজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ডানকান (Duncan) বলিয়া তখনকার একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী কাশীতে (Benares) হিন্দুদিগের জন্য প্রথম কলেজ স্থাপন করেন। যে যে কারণে কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয় সেই সেই কারণগুলিই বেনারাস্ কলেজের উৎপত্তির মূল। প্রথমে সরকারী আয় হইতে ২০,০০০৲ হাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া স্থির হয়। কলেজের কার্য্য প্রথম হইতেই ভাল করিয়া চলিত না, বার্ষিক ২০,০০০৲ হাজার টাকার অংশ মাত্র খরচ হইত, বাকি টাকা জমিত; এই রূপে সময়ে লক্ষ টাকারও অধিক জমিয়াছিল। মাদ্রাসার ন্যায় এই স্থানেও ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়িত। প্রায় দুই শত বালক, ২৲ ও ৩৲ টাকা হিসাবে মাসহারা পাইত। সাড়ে সাত শত টাকা বেতনভোগী এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী ইহার সম্পাদক ছিলেন। বেনারস্ কলেজে সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পুরাণ, স্মৃতি, গণিত ও জ্যোতিষ, পড়ান হইত। এতদ্ভিন্ন আরবি ও ফারসি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। ১৮২৮ সালে কলেজের সংলগ্ন একটি ইংরেজি স্কুল খোলা হয়। গুরুচরণ মিত্র ও ঈশ্বর চন্দ্র দে নামক দুইজন হিন্দু কলেজের ছাত্র মাসিক ৮০৲ ও ৯০৲ টাকা বেতনে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি এদেশে প্রথম ইংরেজি কলেজ খুলিতে সংকল্প করেন। নবাগত যুবক সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীগণের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি একটি কলেজ খুলিতে প্রস্তাব করেন। ইহার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ডাক্তার গিলখ্রাইষ্ট (Gilchrist) নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত একটী স্কুল ছিল; যে সকল সিবিলিয়ানগণ এদেশে প্রথম আসিত, তাহারা এই স্থানে প্রধানতঃ উর্দ্দু ও ফারসি পড়িত। তখন সিবিলায়নগণ বাঙ্গলা শিখিত না। লর্ড ওয়েলেস্লি যে কলেজটী স্থাপন করিবার মানস করেন তথায় কেবল ভাষা শিক্ষা প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। সে সময়ে সিবিলিয়ান যুবকগণ প্রায়ই ১৫।১৬ বৎসর বয়সে এদেশে আসিত। অনেকে ইংলণ্ডে সওদাগরের আফিসে কায করিত, আসিবার পূর্ব্বে কেহ কেহ বা অল্প সময়ের নিমিত্ত স্কুলে সামান্য লেখা পড়া শিখিত।

"The men who were to undertake the important office of Judges, Magistrates, Collectors and Ambassadors were considered sufficiently qualified for their duties if they were versed in the mysteries of a counting-house, wrote a legible hand and understood book-keeping by double entry. Some of the writers—as young Civilians were called—consisted however of youths who had been educated at the public schools in England but they were withdrawn from their studies at the premature age of 14 or 15 before their education was complete."

এই সকল বালকদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত কলিকাতাতে কলেজ খুলিবার কথা হয়। স্থির হইল যে ইংলণ্ডে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে সচরাচর যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত এই স্থানে পড়ান

হইবে, তৎব্যতীত ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান প্রধান ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এই তিন প্রদেশের নবাগত সিবিলিয়ান যুবকেরা লেখা পড়া শিখিবে। আরও একটী কথা ছিল এই সিবিলিয়ান বালকগণ এদেশে প্রথম আসিয়া প্রায়ই দুষ্টচরিত্র ও কুপথগামী হইত। কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণের তত্ত্বাবধানে থাকিলে চরিত্র রক্ষা করিতে পারিবে ইহাও কলেজ খুলিবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

"The range of studies marked out for the students in the college were very extensive. It embraced the modern languages of Europe. The Greek, Latin and English classics, Geography and Mathematics, general History ancient and modern, Natural History, Botany, Chemistry and Astronomy, Ethics and Jurisprudence, the Law of Nations and of England. And in reference to Indian studies, the Arabic, Persian, Sanskrit, Hindusthani, Bengalee, Telugu, Mahratta, Tameel, and Kanarese languages and the History and the antiquities of Hindoosthan and Deccan. It was a design of Lord Wellesley to assemble the young civilians from all the Presidencies at this Central College in Calcutta to complete their public education and their uniform system of study and discipline."

তখনকার সিবিলিয়ানগণ সম্বন্ধে Lord Wellesley লিখেন—

"The civilians had thus at the close of 2 or 3 years lost the fruits of their European studies without having

gained any useful knowledge of Asiatic literature and business. Those whose dispositions lead them to idleness and dissipation find greater temptations to indulgence and extravagance at the Presidency than in the Provinces and many instances occur in which they fall into irretrievable courses of gaming and vice and totally destroy their health and fortune."

কলিকাতার দক্ষিণে Garden Reach নামক স্থানে একটী উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত হইল। সৈনিক বিভাগের অগ্রতম ধর্ম্ম-যাজক (Chaplain) পাদরী ব্রাউন (Brown) তিনি Provost, আর পাদরী বুক্যানন (Buchanan) Vice Provost নিযুক্ত হইলেন।

১৮০০ সালে ৪ঠা মে তারিখে মহা সমারোহের সহিত এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন হয়। ঐ তারিখে পূর্ব্ব বৎসর মহীশূরের টিপু সুলতান পরাজিত হয় ও শ্রীরঙ্গপত্তমের পতন হয়। এই কারণে লর্ড ওয়েলেসলি ঐ তারিখটি স্থির করেন; কলেজের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে পদক (medal) প্রস্তুত হয় ও সমস্ত ভারতবর্ষে কলেজ স্থাপনার কথা ঘোষণা করা হয়।

সরকারি কার্য্যের নিয়মানুসারে যথা সময়ে কলেজ স্থাপনের কথা ইংলণ্ডস্থিত পরিচালনা সভার (Court of Directors) অনুমোদন ও অনুমতির নিমিত্ত পাঠান হইল। পরিচালনা সভার সদস্যগণ এপ্রকার কলেজ স্থাপনের ঘোর বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। এদেশীয় লোকেদের সমক্ষে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ, বিশেষ সিবিলিয়ানগণ, বালকোপযোগী লেখা পড়া শিখিবে তাহা তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

১৮০২ সালে কলেজ উঠাইবার তাঁহারা আদেশ পাঠান। লর্ড ওয়েলেস্‌লি জেদী লোক ছিলেন। তিনি যাহা ধরিতেন তাহা সহজে ছাড়িতেন না। এদেশে সন্ধি সংগ্রামাদি অনেক সময়ে পরিচালনা

সভার মত না লইয়া অথবা মতের বিপক্ষে করিতেন। একারণে তাঁহার সহিত ইংলণ্ডস্থিত কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। প্রস্তাবিত কলেজ লইয়া অনেক লেখা পড়া হইল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি বলিলেন,—

"Without such a system of discipline and study in the early education of the Civil Service, it will be utterly impossible to maintain our extensive Empire in India. The College must stand or the Empire must fall."

অনেক লেখালেখির পর স্থির হইল যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গঠিত হইবে কিন্তু তথায় কেবল এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল। এই আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যুবক সিবিলিয়ানগণের শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে হেয়লী‌বেরী (Hailybury) নামক স্থানে একটি কলেজ খোলা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল বালক সিবিলিয়ানগণ নির্ব্বাচিত হইয়া এই স্থানে লেখা পড়া শিখিত। কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাদরী কেরী বাঙ্গলা শিক্ষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীগণ বাঙ্গলা শিখিত না। প্রকৃত শিক্ষকতা কার্য্য বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা করিতেন। ইংরেজ যুবকদিগের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত এই বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা কয়েক খণ্ড বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন তাহার কথা পরে বলিব। প্রতি বৎসরের শেষে পারিতোষিক বিতরণের সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এদেশীয় ভাষায় সিবিলিয়ান যুবকগণ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিত ও পরে সেই সম্বন্ধে অপরাপর ছাত্রগণ দেশীয় ভাষায় বিচার করিত। দেশের গণ্যমাণ্য লোক, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, জমীদার প্রভৃতি সেই সময়ে

উপস্থিত থাকিতেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন।

১৮০৪ সালে এইরূপ অধিবেশনে কেরী সাহেব সংস্কৃত ভাষায় লর্ড ওয়েলেসলির সমক্ষে ফোর্ট উলিয়াম কলেজে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উপস্থিত ইংরেজগণ যে কি বুঝিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। তবে কেরী সাহেব গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইতে শ্রীরামপুরের পাদরীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

কোলব্রুক (Colebrooke) সাহেব ইংরাজিতে 'অমরকোষ' অনুবাদ করেন। গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের ১০০ খণ্ডের গ্রাহক হন। প্রতি খণ্ডে পুস্তকের নিমিত্ত ৪৫৲ টাকা প্রদত্ত হয়। কেরী সাহেব এদেশীয় পণ্ডিত-গণের সাহায্যে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেন। সাড়ে ছয় হাজার টাকা খরচ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ১০০ খণ্ড খরিদ করেন। ১৭৮৪ সালে সার উইলিয়াম জোন্‌স (Sir William Jones), এসিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society) স্থাপন করেন। ১৮০৪ সালে ইংরাজিতে বেদ অনুবাদ করিবার নিমিত্ত সোসাইটি পাদরি কেরীকে অনুরোধ করে। কেরী সাহেব এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস, সার জন সোর, লর্ড ওয়েলেস্‌লী, বার্লো ক্রমান্বয়ে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। শিক্ষা সম্বন্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। লর্ড ওয়েলেসলি কিম্বা শাসনকর্ত্তা বার্লো এদেশীয়গণের শিক্ষার নিমিত্ত কিছুই করেন নাই।

শাসনকর্ত্তা বার্লো এক বৎসর কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পারি-তোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে এদেশে শিক্ষার সম্বন্ধে বলেন :—

"The numerous works which had been published under the auspices of the College in the last six years, might be expected gradually to diffuse among the body of our Indian subjects a spirit of civilisation and an improved sense of the genuine principles of morality and virtue."

তিনি প্রায় দুই বৎসর এদেশে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে অন্য কোন চেষ্টা অথবা ইঙ্গিতের কথা আমার স্মরণ হয় না। ইঁহাদের পরে লর্ড মিন্টো শাসনকর্ত্তা হইয়া এদেশে আসেন। ১৮০৭ হইতে ১৮১২ সাল পর্য্যন্ত তিনি এদেশে থাকেন। কাশীর হিন্দুকলেজের অনুকরণে মিথিলা (Tirhoot) ও নবদ্বীপে দুইটি হিন্দু-কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ভিন্ন শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করিবার বিশেষ কোন সামগ্রী নাই।

"Lord Minto's administration, though adorned with the talents of such men as Edmunstone, Adams, Jenkins, Bailey and Metcalfe was characterised only by dull *mediocrity.* ... ...

No idea of any kind of Native education had ever been entertained by any of the public functionaries beyond the encouragement of Hindoo and Mahomedan Literature. The only Minute recorded by Lord Minto on the subject of Public Instruction ran in this channel. In March 1811, he proposed a plan for the revision of the Hindoo College at Benares and the establishment of two similar colleges at Tirhoot

and Nadia. In that document he lamented the decay of Science and Literature among the Natives of India and regretted that a nation like England, particularly distinguished for its love and successful cultivation of letters in other parts of the Empire, should have failed to extend its fostering care to the Literature of the Hindoos."

১৭৮১ সালে মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৭৯২ সালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থিত হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত কাশীতে সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। তখন পর্য্যন্ত হিন্দু বাঙ্গালী বালকদিগের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে এদেশে কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে (১৮১১ সালে) কথা উঠে যে নবদ্বীপ ও মিথিলা (Tirhoot)এ দুইটি স্থানে গভর্ণমেণ্ট হইতে দুইটি সংস্কৃত বিদ্যালয় খোলা হইবে কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে মারকুইস অফ্ হেষ্টিংসের (Marquis of Hastings) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় মাদ্রাসা ও কাশীতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অথবা কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালীন কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের অথবা এদেশীয় ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের ভারতবর্ষে ইংরেজী অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রদানের বিশেষ আগ্রহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মারকুইস অব্ হেষ্টিংস এসম্বন্ধে প্রথমে উদারনীতি অবলম্বন করেন। ১৮১৫ সালে অক্টোবর মাসে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় ফিরিবার কালীন বজরায় বসিয়া একটী প্রবন্ধ—"On the Administration

of Justice in Bengal."—লিখেন। নিম্নে লিখিত তাহার Minute হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ হইবে।

"In looking for a remedy to the evils which afflict the country, the worldly and intellectual improvement of the Natives will necessarily form a prominent feature of any plan which may arise from the above suggestions, and I have therefore now to turn my most solicitous attention to the important object of public education. ... ...

In the infancy of the British administration in this country it was perhaps a matter of necessity to confine our legislation to the primary principles of justice. The lapse of half a century and the operation of that principle have produced a new state of society, which calls for a more enlarged and liberal policy. The moral duties require encouragements. The arts which adorn and embellish life will follow in ordinary course."

মারকুইস্ অফ্ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পত্নী মার্সনেস্ অফ্ হেষ্টিংসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহিলাটীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ১৮১৭ সালে কলিকাতায় স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি বারিকপুর পার্কে একটী স্কুল স্থাপন করেন। বালকেরা কি পড়িবে তিনি নিজ হস্তে সে তালিকা প্রস্তুত করেন।

১৮১৫ সালে লর্ড হেষ্টিংস একটি প্রকাশ্য সভায় এদেশীয়গণের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন :—

"It was in the present year that the Governor General, who had been raised in the previous year to the dignity of Marquis of Hastings, availed himself of the annual exhibition of the College of Fort William to place on record those enlightened principles of Government which he had brought out with him, and which shed a greater lustre on his administration than all his military and political achievements. These principles were now, for the first time, announced from the seat of authority. On the 30th of July in the great hall of the Government House, surrounded by the most eminent servants of the State, the most opulent, influential, and the learned Natives and the representatives of the princes of India, Lord Hastings uttered these memorable expressions.

'This Government never will be influenced by the erroneous—shall I not rather call it the designing position—that to spread information among men is to render them less tractable and less submissive to authority. If an abuse of authority be planned, men will be less tractable and submissive in proportion as they have the capacity of comprehending the meditated injustice. But it would be treason against British

sentiment to imagine that it ever could be the principle of this Government to perpetuate ignorance in order to ensure paltry and dishonest advantages over the blindness of the multitude."

পূর্ব্ব বৎসর (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি যখন কাশীতে গিয়াছিলেন ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ জমীদার জয়নারায়ণ ঘোষাল তখন কাশীবাস করিতেছিলেন। নিজ ব্যয়ে কাশীতে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিতে জয়নারায়ণ ঘোষালের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। এরূপ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ইংরেজী, বাঙ্গলা, ফারসি ও উর্দ্দু শিখিবে ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। যখন লর্ড হেষ্টিংস কাশীতে আসেন জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে আপন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবে প্রতিশ্রুত হন।

"Who promised him the important aid of Government to carry out his wishes into effect."

১৮২৩ সালে লর্ড হেষ্টিংস এদেশ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময় এদেশীয় ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। এদেশীয়গণ কর্ত্তৃক অভিনন্দন প্রদানের ইহাই প্রথম উদাহরণ।

"They adopted the model of English meetings, nominated a Chairman, Secretary and Committee and moved, seconded and passed Resolutions with the regularity of an assembly at the London Tavern. It is a pleasing fact that the first occasion of a public meeting of Natives in accordance with English precedent

was to express their gratitude to one whom they deemed a public benefitter."

অভিনন্দন পত্রখানি ইংরেজি, বাঙ্গলা ও ফারসিতে পঠিত হয়। গভর্ণর জেনারেল তাঁহার উত্তর ইংরেজিতে পাঠ করেন। টোবি প্রিন্সেপ (Toby Prinsep) নামে একজন সিভিলিয়ান ফারসি ভাষায় সভার মধ্যে তাহার অনুবাদ করে।

"The administration of Lord Hastings forms one of the great land-marks in the progress of British India. It was the period at which the old policy, which regarded the spread of knowledge fatal to our rule, expired and the new policy of educating the people at all hazards commenced. Before his time no effort had been made by Government to give instruction to the Natives, except in the doctrines of the Koran and the Shastras. It was he who adopted a new course of action and first gave the patronage of the State to sound and liberal education. He encouraged schools at Chinsura and in Serampore and in Rajpootana; he afforded assistance to Bishop's College and Serampore College, and supported the Calcutta School Book and School Societies."

"Ram Mohan Roy, a learned Native who has some times been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this system last year in a paper which he sent me to be put into Lord

Amherst's hands and which for its good English, good sense and forcible arguments is a real curiosity as coming from a Native.—"(Letter of Bishop Heber to Sir William Hootans, 1-3-24)."

১৮২১ সালে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ খোলা হইবে। তাহার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ হইবে ও ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা সরকারী আয় হইতে দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবে তৎকালীন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন হিন্দুকলেজ পাঁচ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় অসংখ্য ইংরাজী স্কুল বাঙ্গালীরা খুলিয়াছে। দেশের লোক তখন ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত লালায়িত। গবর্ণমেণ্ট তখন এক কপর্দ্দকও ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিতেন না। হিন্দু কালেজে তখনই অর্থের অনাটন হইয়াছে, বাটী ভাড়া করিয়া তখন কলেজ বসে; এই সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ হইবে ও বার্ষিক ২৫,০০০৲ রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে শুনিয়া রাম মোহন রায় প্রমুখ তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ঘোর আপত্তি করেন। তাঁহারা দেখান যে প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজে যে সকল বিষয় পড়ান হইবে সেই সকল বিষয় পড়াইবার নিমিত্ত দেশে শত শত চতুষ্পাঠী আছে; সেই সকল বিষয় পড়াইতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ২৫ সহস্র টাকা ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেই টাকাতে ইংরেজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে দেশের অনেক অধিক উপকার হইবে। এ বিষয় বিশপ হিবার (Bishop Heber) প্রমুখ পাদ্রীগণ তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮২৩ সালে রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন।

গবর্ণমেণ্ট সে পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না।

১লা জানুয়ারী ১৮২৪ সালে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। প্রথমে বাটী ভাড়া করিয়া কলেজ বসিত; দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মাণ হয় ও কলেজ সেইখানে উঠিয়া আসে। পরে ইহারই একাংশে বাঙ্গালীদিগের স্থাপিত হিন্দুকলেজ স্থান পায়। মাদ্রাসার ন্যায় সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার ভার একটী কমিটীর (Sanskrit College Committee) উপর ন্যস্ত হয়। যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী মাদ্রাসা কমিটীর সদস্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ কমিটীরও সদস্য হইলেন। ১৮২৩ সালে সংস্কৃত কলেজ কমিটীর সাধারণ শিক্ষা সমিতির (General Committee of Public Instruction) শাখা সমিতিরূপে পরিণত হয়। লেফটেনাণ্ট প্রাইস্, (Lieutenant Price) ডাঃ উইলসন্ (H. H. Wilson) প্রভৃতি ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বের ন্যায় এই শাখা সমিতির সদস্য হইলেন। রামকমল সেন খাজাঞ্চী (Accountant) ছিলেন। হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy) প্রভৃতি দুই এক ক্লাসে, সংস্কৃত কলেজের ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করিবে। প্রথমে গবর্ণমেণ্ট ইহা একেবারেই নামঞ্জুর করেন; পরন্তু পাছে সংসর্গদোষ জন্মে এজন্য উভয় বিদ্যালয়ের মধ্যে সুদৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয় এক ব্যবধান প্রাচীরের সুব্যবস্থা হইল। এক ফটক লইয়া গোল হইল; স্থির হইল ফটকটী এইরূপ প্রশস্ত করা হইবে যাহাতে স্পর্শদোষ না জন্মিতে পারে, তবে নিকেসের (Out-offices) স্থান প্রভৃতি বহির্বাটী কখনই দুই কলেজের এক হইতে পারে না।

সংস্কৃত কলেজে তখন পড়া হইত ব্যাকরণের মধ্যে মুগ্ধবোধ, সাহিত্য :—ভট্টি, রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘ, নৈষধ, দশকুমার চরিত, শকুন্তলা, মালতীমাধব; অলঙ্কার :—সাহিত্য দর্পণ, কাব্য প্রকাশ;

অঙ্ক :—লীলাবতী ও বীজগণিত; ন্যায় :—ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র বৃত্তিব্যাপ্তীযুগম্, সিদ্ধান্ত জগদীশ, সিদ্ধান্ত মথুরানাথ; বেদান্ত :—বেদান্তসার, পঞ্চদশী-গীতা; স্মৃতি :—মনু, মিতাক্ষরা, জিমূত-বাহনের দায়ভাগ, দায়ক্রম, দায়তত্ত্ব, দত্তক চন্দ্রিকা, দত্তক মীমাংসা, বিবাদ চিন্তামণি, তিথিতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব; চিকিৎসা শাস্ত্র :—মাধব নিদান, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত, এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ব, বিদ্যাহারা বলীনাম নামে anatomy বাঙ্গলায় পড়ান হইত; Hooper's Anatomy ও Physician's and Surgeon's Vade mecum in English পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই চিকিৎসা শিক্ষার সহিত একটী ছোট হাঁসপাতালও সংলগ্ন ছিল; ইহাতে মাসিক তিনশত টাকা খরচ হইত। ইংরেজী শিক্ষা সামান্যই দেওয়া হইত; স্পেলিংবুক, খানকয়েক শিশুপাঠ, পৃথিবীর ইতিহাসের প্রবেশিকা ও গোল্ডস্মিথের ভূগোল পাঠ্যপুস্তক ছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শিখিতে ছয় বৎসর লাগিত। উহার মধ্যে একবৎসর গণিত পড়া হইত ও এই সময়ে কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। অনেকেরই পাঠ এসময়ে সমাপ্ত হইত। ইহার পরে আর ছয় বৎসর পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পাঠ করিত। একশত বালক আট টাকা ও পাঁচ টাকা হারে মাসহারা পাইত। ছাত্রদের সংখ্যা তদূর্দ্ধ হইলে তাহারা বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। অধ্যাপকেরা মাসিক ৮০৲ টাকা হারে বেতন পাইতেন। ইংরেজী শিক্ষক দুইশত টাকা পাইতেন। লেফ্‌টেনেণ্ট আরভিন্ মাসিক তিন শত টাকা বেতনে সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৩ সালে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন তাঁহাদিগের নাম ও তাঁহারা কি বিষয় পড়াইতেন তাহা নিম্নে দিলাম।

নিমচাঁদ শিরোমণি—ন্যায়। যোগধ্যান মিত্র—Arithmetic, Mathematics, Astronomy.

নাথুরাম পণ্ডিত—অলঙ্কার। মধুসূদন বিদ্যারত্ন—সুশ্রুত।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—দায়ভাগ। Dr. T. Grant—Lecturer on Anatomy and Medicine.

শম্ভুনাথ বাচস্পতি—স্মৃতি। Navakrishna—Supdt.

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—সাহিত্য। W. N. Wollaston—English Teacher.

হরনাথ তর্কভূষণ—ব্যাকরণ। Ganga Charan Sen—Asst. Teacher.

১৮২৩ সালে জুলাই মাসে সাধারণ শিক্ষাসমিতি (General Committee of Public Instruction) গঠিত হয়। তখন আসাম হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত প্রদেশকে বাঙ্গলা বিভাগ (Bengal Presidency) বলিত। এখন যাহাকে আমরা বাঙ্গলা দেশ বলি, ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত সেই প্রকৃত বাঙ্গলা দেশে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ এই দুইটী মাত্র গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজ ছিল। ইহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮১৫ সালে গবর্ণমেণ্ট গুটিকতক পাদ্রী পরিচালিত স্কুলের নিমিত্ত বার্ষিক দশ হাজার টাকা খরচ নির্দ্ধারিত করেন। চুঁচুড়া ও তাহার নিকটস্থ স্থানের স্কুলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চুঁচুড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভাগিরথীর দুইকূলে চৌদ্দটী স্কুল বাঙ্গালীরা নিজের ব্যয়ে প্রথমে স্থাপন-করে; পরে এইসব স্কুল চুঁচুড়াস্থিত যে প্রমুখ পাদরীদের হাতে যায়। মিশনারীদিগের অর্থের অনাটন হইলে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ছয়শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। লেখা, পড়া, অঙ্ক, ভূগোল, ও প্রাকৃতিক বিবরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। গুরুমহাশয় মাহিনা পাইতেন

ছয় টাকা, হেড্ পণ্ডিতের মাহিনা ছিল ষোল টাকা; আর এই স্কুল-গুলির পরিদর্শক পাদ্রী পিয়ার্সন্ (Pearson) পাইতেন মাসিক দুইশত টাকা। এই ধরণের আর দুই চারিটী স্কুল ছিল, তন্মধ্যে বারিকপুর পার্ক স্কুল উল্লেখযোগ্য। গবর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব হেষ্টিংসের পত্নী এই স্কুলটী স্থাপন করেন।

১৭৮১ সালে ইংরেজ রাজ্য-শাসনে প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮২৪ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়; তদানীন্তন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই ৪২ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি শিক্ষার নিমিত্ত এই দুইটী বিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপন করেন। এই তিনটী প্রাচীন ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থগুলি শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল, সে সময়ে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের মনে এই ধারণা ছিল। সময়ে সময়ে অনেক অর্থব্যয় করিয়া এই তিন ভাষাতেই লিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইত ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইত। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের যে কোন চেষ্টা হইত না এমন নহে; আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের দুই এক খানি পুস্তক, টোলেমি (Ptolmey) জ্যোতীষ ও ইউক্লিডের জ্যামিতি. সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশের লোকদিগের ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন আছে এ কথা তখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ ভাবিতেন না।

এই গেল এ দেশস্থিত ইংরেজ কর্ম্মচারী ও শাসনকর্ত্তৃদিগের কথা। ভারতবর্ষের মূল শাসনপ্রণালী ইংলণ্ড হইতে চিরকালই নির্দ্ধারিত হয়। শাসন সম্বন্ধে এদেশস্থিত রাজকর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তথাপি শাসনের মূল নীতি ইংলণ্ডে স্থির হয়। এখন এদেশের প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ ইংলণ্ডে নিযুক্ত হন। তাঁহারা ইংলণ্ডস্থিত ভারতবর্ষীয় রাজসচিবের আজ্ঞাধীন। তাঁহারই আজ্ঞা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। যে সময়ের কথা

লিখিতেছি ভারতবর্ষ পরিচালনা সভার (Court of Directors) হস্তে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসনভার ছিল। এদেশে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারি-গণ তাহাদের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত ও তাহাদেরই আজ্ঞানুযায়ী কাজ করিত। ১৭৯৩ ও ১৮১৩ সালে পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভরেতবর্ষে শিক্ষা-সম্বন্ধে কি কি নিয়ম জারী হয় তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। শেষোক্ত বৎসরে পার্লামেণ্ট এদেশে শিক্ষার নিমিত্ত বাৎসরিক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ করেন।

"For the revival and promotion of Literature and encouragement of the learned Natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of the sciences among the inhabitants of the British Territories."

তৎকালীন বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কিন্তু একথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। শিক্ষার নিমিত্ত ঐ টাকার এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইত না। পার্লামেণ্টের আদেশ অনুসারে বৎসর বৎসর ঐ টাকা মঞ্জুর হইত। শিক্ষার নামে সেই টাকা ও তাহার সুদ জমা হইতে লাগিল। একথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। পরিচালনা সভা যখন এই টাকা শিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত করেন তখন এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি শিক্ষার বিস্তার সদস্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পর বৎসর (১৮১৪ সালে) ভারত গবর্ণমেণ্টের সমীপে তাঁহারা যে আদেশ পাঠান তাহা হইতে একথা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ হয়। কাশী সম্বন্ধে তাঁহারা লিখেন :—

"The Natives were known to attach a notion of sanctity to the soil, the buildings and other objects of devout resort, and particularly of that of Benares which

was regarded as a central point of their religious worship and great repository of their learning. The possession of this venerable city, to which every class and rank of Hindoos is occassionaly attracted, has placed in the hands of the British Government a powerful instrument of connection and conciliation."

যে সময়ে তাঁহারা এই মন্তব্য পাঠান তাহারই কিছু পূর্ব্বে বেল (Bell) নামে একজন পাদরী এদেশের পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া এদেশের পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রচলন করেন। এদেশের পাঠাশালায় সর্দ্দার পোড়োর সাহায্যে একজন গুরু মহাশয় ৩০।৪০ জন ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতে পারে ও এই উপায়ের দ্বারা পাঠশালার ব্যয় লাঘব হয় জানিতে পারিয়া একরূপ প্রথা ইংলণ্ডের লোকেরা অতি আগ্রহের সহিত আপনাদের দেশে প্রবর্ত্তন করে। এই বেল (Bell) পরে ল্যাংকাষ্টার (Lancaster) প্রথা ইংলণ্ডে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে এই প্রথাই মনিটারি সিষ্টেম (monitory system) বলিয়া পুনরায় আমদানী করা হয়। এদেশে গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের পরিচালক সভা লিখিলেন ঃ—

"The local authorities therefore are to investigate and report on the present state of the schools and to afford the village teachers every protection in all their just rights and immunities."

তাঁহারা আরও অনেক বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করিলেন।

"They (the Government of India) are also to cause it to be made known that the Government contemplated establishing among the Natives a gradation of honorary

distinctions as reward of merits by presentation of degrees of honour or by conferring titles."

শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় পরিচালনা সভার (Court of Directors) এরূপ ভাব কিন্তু অনেক দিন থাকে নাই। কলিকাতায় বাঙ্গালীগণ কর্তৃক হিন্দু কলেজ স্থাপন, বাঙ্গালীগণের ইংরেজী শিখিতে লালসা, মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংসের শিক্ষা সম্বন্ধে উদারনীতি প্রভৃতি কারণে পরিচালনা সভার শিক্ষার সম্বন্ধে শীঘ্রই মতের পরিবর্ত্তন হয় ও ভবিষ্যতে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহারাই উদ্যোগী হন। অপর পক্ষে এদেশস্থিত ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এদেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের বিপক্ষে তখন প্রায়ই ওজর আপত্তি করিতেন। তাঁহারা বলিতেন এদেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রার্থী নহে। তাহারা সংস্কৃত, আরবি, ফারসি শিখিতে চায়। ইংরেজী শিক্ষা এদেশের উপযোগী নহে। যদি কিছু পাশ্চাত্য জ্ঞান শিখাইতে হয় তাহা সংস্কৃত কিম্বা আরবি ফারসির সাহায্যে শিখান প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী।

১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবে তাহা স্থির হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের চেষ্টায়, তাঁহাদের উদ্যোগে ও তাঁহাদের অর্থে এ কলেজ স্থাপিত হইল। এই কলেজের সহিত পাদ্রীগণ অথবা ইংরজ কর্ম্মচারীদের কোন সম্বন্ধ রহিল না। পাদ্রীগণ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা লইয়া আসেন ও স্থানে স্থানে প্রবর্ত্তন করেন। এদেশ মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের অধিষ্ঠিত অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালিত ও পরিদর্শিত স্কুল হয় তাহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল। অনেক কারণে সে ইচ্ছা বিশেষ ফলবতী হইল না। বাঙ্গালীরা নিজেরাই শীঘ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিতরণ

নিমিত্ত স্কুল খুলিলেন। উপরন্তু, ইংরেজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজেরা কলেজ খুলিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা সরকারী শিক্ষা কমিটীর (Mudrassah Committee) সদস্য ছিলেন তাঁহারা তখন প্রাচীন ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি ছিলেন। ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না। অথচ দেশের লোকে তখন ইংরেজী শিখিতে এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাঙ্গলা শিখিতে নিজেরাই অনেক স্কুল খুলিতে ছিল। আরমেনিয়ান অথবা ফিরিঙ্গীদিগের স্কুলে শত শত বাঙ্গালী বালক ইংরেজী পড়িতেছিল। অনেক বাঙ্গালী তখন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। দেশে তখন শিক্ষার অভাব বাঙ্গালীরা অনুভব করিয়াছিল। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত নিজেরাই চেষ্টা করিতে ছিল। এই সময়ে জন কতক ইংরেজ কর্ম্মচারী ও পাদ্রীগণ মিলিয়া তৎকালীন ডবলিন সহরের "চিপ্ বুক সোসাইটির" অনুকরণে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী গঠন করেন। সে সময়ের শাসনকর্ত্তা মারকুইস্ অফ্ হেষ্টিংসের পত্নী মারশনেস্ অফ্ হেষ্টিংসের আগ্রহে এই সোসাইটী গঠিত হয়।

এই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না। স্কুলবুক সোসাইটী দেশের এক সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অভাব পূরণ করে। যাহা বাঙ্গালীদের করা উচিত ছিল, যাহা তাহারা করে নাই, যাহা করিবার ক্ষমতা বোধ হয় সে সময় তাহাদের ছিল না সেই সব কার্য্য অন্ততঃ বৎসর কতক এই স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা সাধিত হয়। যে কারণেই হউক তখন বাঙ্গালীরা পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল। এস্থানে স্মরণ রাখা উচিত যে বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞান তখন অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। ভুগোল, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক তখন কে লেখে? স্কুলবুক সোসাইটী সেই কাজ করিত। পক্ষান্তরে, প্রধানতঃ পাদ্রী ও ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ এইরূপ পুস্তক

প্রকাশ করিবার অধিকারী হইলেন। তাঁহারা যেরূপ পুস্তক প্রকাশ উচিত বিবেচনা করিলেন সেই ভাবেই পুস্তক ছাপা হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের নীতি, তাঁহাদের সংস্কার, তাঁহাদের মনের ভাব, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা এই সব লইয়া বাঙ্গালী বালকদের পাঠ্য পুস্তক রচিত হইল। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীজাতীর মনের গঠন তাঁহাদের ইচ্ছায় নিয়মিত হইল। ইহার ফলে নূতন বাঙ্গালী জাতি সৃষ্ট হইল কি না বলা যায় না; তবে এই স্থানে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মন এক নূতন ছাঁচে ঢালাই হইবার সূত্রপাত ও আয়োজন হইল। এই কারণে সোসাইটির কার্য্যাবলী একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম।

১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী স্থাপিত হইল। ২৪ জন সদস্য লইয়া পরিচালক সমিতি (Committee of Managers) গঠিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ১৬ জন ইংরেজ, ৮ জন হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। ষোলজন ইংরেজের মধ্যে ৫ জন সৈনিক কর্ম্মচারী, ৩ জন পাদ্রী ও বাকী ৮ জন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইষ্ট (Sir Henry Hyde East) সদর দেওয়ানী কোর্টের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন (Harrington), বাটারওয়ার্থ বেলী (Butterworth Bayley) শেষোক্তগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আট জন দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে চারিজন ছিলেন মুসলমান ও চারিজন হিন্দু। তারিণী চরণ মিত্র, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, এই চারিজন হিন্দু। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এই কমিটীর অধিবেশন হইত।

সভার প্রধান প্রধান নিয়মাবলী যেরূপ লিখিত ছিল তাহা নিম্নে দিলাম :—

That an Association be formed to be denominated "The Calcutta School Book Society."

That the objects of this Society be the preparation, publication and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and seminaries of learning.

That it forms no part of the design of this Institution, to furnish religious books—a restriction, however, very far from being meant to preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tendency, which, without interfering with the religious sentiments of any person, may be calculated to enlarge the understanding and improve the character.

That the attention of the Society be directed in the first instance, to the providing of suitable books of instruction, in the several languages, (English (sic) as well as Asiatic) which are or may be taught in the provinces subject to the presidency of Fort William.

That the business of the Institution be conducted by a Committee of Managers, to be elected annually, at a meeting to be held in the first week of July.

That the Committee consist, inclusive of official members, of 24 persons of whom 16 to be Europeans and 8 Natives.

That all persons, of whatever nation, subscribing any sum annually to the funds of the Institution, shall

be considered members of the Society, be entitled to vote at the annual election of managers—and be themselves eligible to the Committee.

That a European Recording Secretary, a European Corresponding Secretary and Native Secretaries, and a Treasurer be appointed, who shall be *Ex-officio* members of the Committee.

That the names of the Subscribers and Benefactors and a statement of receipts and disbursements be published annually with a report of the proceedings of the Committee.

That the Committee be empowered to call a general meeting of the members, whenever circumstances may render it expedient.

That the Committee be likewise empowered to fill up from among the members of the Society any vacancies that may happen in its own number in the period between one annual election of manager and another.

That any number of persons in the country forming themselves into a school-book association, auxiliary to the Society and corresponding with it, shall be entitled to the full amount of their annual subscription in school book at cost price.

পরিচালনা সমিতি গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই কার্য্যের সুবিধার জন্য সোসাইটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম বিভাগ ইংরেজী

ভাষা, দ্বিতীয় বিভাগ আরবি, ফারসি ও উর্দ্দু, তৃতীয় বিভাগ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার নিমিত্ত গঠিত হইল। তারিণী চরণ মিত্র শেষোক্ত বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

তখন নূতন ধরণের বাঙ্গলা পুস্তকের অভাব লোকে বোধ করিতেছিল। এই সকল পুস্তক প্রথমে ইংরেজরাই লিখিত ও শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইত। লেফটেনাণ্ট্ ষ্টুয়াট নামক এক ব্যক্তি প্রথমে বাঙ্গলা পাঠ রচনা করেন। চুঁচুড়ার পাদ্রী মে (May) সাহেব তৎকালের পাঠশালার প্রচলিত অঙ্কের পুস্তক হইতে উদাহরণ লইয়া পাটীগণিত প্রস্তুত করেন। ঐ উপরোক্ত পাদ্রী মে ও চুঁচুড়ায় পিয়ার্সন্ নামে আর একজন পাদ্রী আর হার্লে (Harle) নামে বাঁকিপুরে আর একজন ইংরেজ পাদ্রী অনেকগুলি সরল বাঙ্গলা পাঠ রচনা করেন। পিয়ার্সন তৎকালীন ইংলণ্ডে নেসানেল স্কুল সোসাইটীর (National School Society) প্রকাশিত পুস্তকের অনুকরণে কতকগুলি বর্ণমালা, বানান, ফলা প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করেন। তখন হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক ডেনসেলেম্ (D'Anselme) নামক একজন পর্ত্তুগীজ ছিলেন। এ লোকটী বাঙ্গলা জানিতেন ও একখানি ইংরেজী-বাঙ্গলা পাঠ রচনা করেন। বাঙ্গালী সদস্যগণের মধ্যে তারিণী চরণ মিত্র, রাধা কান্ত দেব ও রাম কমল সেন অনেক ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। ইংরেজী, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত এই সকল ভাষাতে ইঁহারা পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা ইংরেজী ও আরবি হইতে অনেকগুলি গল্প বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বালকদের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। রাম কমল সেন ফারসী "সোখাৎ" অনুকরণে আড়াই হাজার বাঙ্গলা কথা লইয়া অভিধান লিখেন। লশন নামে একজন পাদ্রী গোল্ডস্মিথের হিষ্টরি (A Broad History) অনুবাদ করেন। বাঙ্গলা ভূগোল একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক লিখেন। ছাপাইবার খরচ সঙ্কুলান করিতে না

পারায় তিনি সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্থির হইল যে চারি টাকা হিসাবে এক খণ্ড করিয়া একশত খণ্ড সোসাইটীর অর্থ হইতে ক্রয় করা হইবে। পরে রাম মোহন রায় আর একখানি ভূগোল রচনা করেন।

পুস্তক প্রকাশ করিবার আর এক পন্থা ছিল। তখনকার শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রে নানাপ্রকার পুস্তক মুদ্রিত করিতেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে সোসাইটী যে সকল পাঠ্যপুস্তক উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, বন্দোবস্ত হইল সেই সব কেতাব উচিত মূল্যে কেনা হইবে। নিম্নে একটী তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে সোসাইটীর মতে তখনকার বালকদিগের পক্ষে কিরূপ পাঠ্য-পুস্তক উপযুক্ত বিবেচনা হইত। গণিত, লিপিধারা, শুভঙ্কর কৃত আর্য্যা, জমিদারী কাজ (Relative to Zemindary Accounts), বর্ণমালা, বানান, ফলা, আকোয়াল (Forms of Agreements and Bond), পত্রিয়ান (Forms of Letters of Business), ধাতুজাত শব্দ, সংস্কৃত ধাতু, জমাবন্দি (Settlements Paper), হিতোপদেশ, শাস্ত্র পদ্ধতি, জ্যোতিষ, ভূগোল, তলব বাকি (Arrears of Rents), গুরুশিষ্য, গোলাধ্যায়। রামচন্দ্র শর্ম্মা নামে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান প্রস্তুত করেন। সোসাইটি বিতরণের নিমিত্ত এই অভিধান দুইশত খণ্ড খরিদ করে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ তখন 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেন। পাদ্রী মার্সম্যানের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় নম্বর পাদ্রী মার্সম্যান ইহা ছাপাইতেন। পাদ্রী লিখিত পত্রে যে সকল সামগ্রী থাকিবার কথা সেই সকলই তাহাতে থাকিত। নমুনা স্বরূপ তৃতীয় খণ্ডের সূচিপত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

১। তিন ভাগে পৃথিবীর ইতিহাসের বিশ্লেষণ, (Analysis of the

History of the World in three parts) ; প্রথম, সৃষ্টি হইতে জলপ্লাবন ; দ্বিতীয়, জলপ্লাবন হইতে যিশু খৃষ্টের জন্ম ; তৃতীয়, যিশু খৃষ্টের জন্মের পর হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস।

২। হস্তির প্রাকৃতিক ইতিহাস। ৩। গৌড় ধ্বংসের বিবরণ।

আরবি এবং ফারসি ভাষায়ও পুস্তক লেখা হইত ও ছাপা হইত ; এই সকল পুস্তকের নিমিত্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। তারিণী চরণ মিত্র বাঙ্গলা শিশু পাঠ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। ইংরেজী বিভাগে পূর্ব্ব কথিত হিন্দু কলেজের হেড্ মাষ্টার D'Anseleme নামক পর্তুগীজ মারের স্পেলিংবুক (Murray's Spelling Book) অনুকরণে একখানি পুস্তক লিখেন ; আর বালকদের উপযুক্ত ইংরেজী ভাষার কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রস্তত করেন। সোসাইটীর সম্পাদক মণ্টেগু (Mr. Montague) "School Boys' Friend" নামক ইংরেজী বই রচনা করেন। রাম কমল সেন সে সময়ে (Asiatic Society) এসিয়াটিক সোসাইটির Librarian ছিলেন। তিনি জনসনের (Johnson) অভিধানের অনুকরণে ইংরেজী-বাঙ্গলা অভিধান লিখিতেছিলেন। এই বৎসর তাহার অংশ মাত্র প্রকাশ হয়।

এই সময়েই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। সোসাইটী স্থাপনের পূর্ব্বেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজী শিখিবার নিমিত্ত তখন অনেক আরও স্কুল ছিল।

"The adult Natives who have some acquaintance with our language are now numerous and your Commitee (School Book Society Managing Commitee) for your informations can state that the number of readers and of those desirous of acquiring a knowledge of European Science is continually increasing. It was partly with a

view to aid and stimulate their enquiries that it was resolved to republish. 'Joyce's Scientific Dialogues."

আমাদের ভাষার সহিত পরিচয় আছে এরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত এদেশীয়-গণের সংখ্যা এখন অনেক হইয়াছে এবং আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে যাহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িতে পারে অথবা পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এই শ্রেণীর লোকদিগের সাহায্যের নিমিত্ত ও তাহাদের জ্ঞানলিপ্সা বৃদ্ধি করিতে জয়েস্‌ কৃত "সাইন্টিফিক ডায়েলগ্‌" নামক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করা স্থির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিতে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয়। কাশীনাথ মিস্ত্রী নামক একজন বাঙ্গালী এই কার্য্য করে—" In a style very creditable to the artist." আধুনিক কপার প্লেট অঙ্কনের (Copper plate printing) এদেশে এই প্রথম উদাহরণ। কাশীনাথ বোধ হয় সুদক্ষ শিল্পী ছিল। অন্যত্র তাহার সম্বন্ধে দেখিতে পাই :—

"The highly creditable execution of the plates by the Native artist Cashi Nath Mistry deserves particular mention, as evincing the progress already made by the Natives in the elegant and useful art of engraving on copper plates."

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাধা কান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলিত করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার নিজের লিখিত তৎসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"In the Bengal year 1208, (A. D. 1801) when thy compiler began to read Sanskrit, he met with many difficulties in finding words in the Sanskrit Dictionaries

which are all of them composed in verse ; and in consequence thereof, in the year 1210, he commenced compiling words from the improved Code or Dictionary of Umaruh Singhu through the aid of some eminent Pundits, arranged them alphabetically after the English Dictionary, explained them in the Bengalee language, and gradually completed a Dictionary in 1216,(A.D.1809) for his own use. The author, not discovering however many useful words in it, was obliged to add thereto a large collection of words and technical terms, which commonly occur in writing and speaking Sanskrit ; after which he entertained the thought of printing the work, and prepared it for the press, improving and enlarging it to a considerable size by collecting words from the following Lexicons and books of Sciences, viz. Medinee (মেদিনী), Bisvaprocasu (বিশ্বপ্রকাশ), Tricandu-Seshuh (ত্রিকাণ্ড-শেষ), Haravulee (হারাবলী), Bhoori-pruyoguh, (ভূরিপ্রয়োগঃ). Subduratnavulee (শব্দরত্নাবলী). Subduchandrica (শব্দচন্দ্রিকা). Subdumala (শব্দমালা), Hulayoodhu (হলায়ুধ), Dhurunee (ধরণী), Jutadhuruh (জটাধর), Hemchundrah (হেমচন্দ্র), Ecacshuru-Coshuh (একেক্ষর-কোষ), Deviroopu-Coshuh (দেবীরূপ-কোষ), Oonadi-Cosuh (উনাদি-কোষ), Ujnyupaluh (অজ্ঞপাল), Saruswatuh (স্বারস্বত), Baydyncu-Puribhasha (বৈদ্যক-পরিভাষা), Rutnumala (রত্নমালা), Rajbullubhuh (রাজবল্লভঃ)

Rajnighuntuh (রাজনির্ঘণ্ট), Bhabuprocasuh (ভাবপ্রকাশঃ), Medunubenodhuh (মদনবিনোদঃ), Nidanuh (নিদান), Sookhobodhuh (সুখবোধ), Susrootuh (সুশ্রুত), Jyotishu Tutw (জ্যোতিষতত্ত্ব), Leelavutee (লীলাবতী), Goladhyayuh Deepica (গোলাধ্যায়দীপিকা). Costheeprudeepuh (কোষ্ঠী-প্রদীপ), Vedantasaruh (বেদান্ত সারঃ), Nyay Bhashapari-chedah (ন্যায় ভাষা পরিচ্ছেদ), Sidhantumuctabulee (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী), Camdhenoo Tuntru (কামধেনুতন্ত্র). Tuntru saruh (তন্ত্রসার), Vyacarunu (ব্যাকরণ), Cuviculpudrooma (কবি-কল্পদ্রুম), Oonadivritty (উনাদিবৃত্তি), of the Sunxhipta Saruh. (সংক্ষিপ্তসার), and Sidhantu Cowmoodee (সিদ্ধান্ত-কৌমুদী). Rasumunjuree (রসমঞ্জুরী), Cooludeepeca (কুল-দীপিকা), Ratimanjuree (রতিমঞ্জরী), and also the Roodrah Huddu (রুদ্র হড্ড), Vyardih (বর্দ্ধি), Rubhusuh (রভস), &c. Quoted by the commentators of the Umuru Cosuh (অমর কোষ), as well as various Poorans (পুরাণ), Smritis (স্মৃতি). Uluncarus (অলঙ্কার) &c. &c.

In the year 1223, (A. D. 1816) the author prepared a press at his own house, employed proper persons and commenced printing in the month of Cartic 1224, (1817) and up to the month of Bhadra of the present year words beginning with vowels have been printed and the first consonant is now in the press, making altogether upwards of 600 pages printed. The author thinks it will take two years more to complete the work.

The reason of so much delay is owing to this, that the author at his leisure compiles words, puts them in alphabetical order, corrects proof-sheets (which are daily numerous) writes manuscript copy, either himself or gets it done by some learned men under his immediate dictation and inspection, and consults and discusses with the respectable Pundits of this as well as other parts of the country, who frequent his house on various occasions with regard to any terms or authorities respecting which there are doubts and different opinions. Under these circumstances the completion of the work will be unavoidably delayed.

Calcutta, August 23, 1819. Sd. Radha Kanta Dev."

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার প্রথম বৎসরে (১৮১৭) চাঁদা হইতে ১৭,১৮২৲ টাকা উঠে। তখন কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা ৫৲ টাকা ছিল। প্রথম বৎসর সংগৃহীত টাকা হইতে সাড়ে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়, হাতে দুই হাজার টাকা মজুদ থাকে। তখন পর্য্যন্ত সোসাইটীর নিজের ছাপাখানা হয় নাই। প্রায় সমস্ত ছাপার কাজ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের ছাপাখানা হইতেই সম্পন্ন হইত। ৫,০০০৲ টাকা যে খরচ হয় তাহার ১,৫০০৲ টাকা আরবি, ফারসি কেতাব কিনিতে লাগে। পাদ্রী কাগজ 'দিগ্‌দর্শনের' নিমিত্ত ৪০০৲ টাকা, বাঙ্গলা পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত ৫০০৲ শত টাকা ও বাকি আফিসাদিতে খরচ হয়।

যে টাকা উঠিত তাহা ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের

ভদ্রলোকগণ দিতেন। মুসলমানদাতৃগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। প্রথম দুই এক বৎসর হিন্দুদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বরং তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথম বৎসরে যে যে হিন্দু ভদ্রলোক চাঁদা দেন তাহাদের নাম জানিতে অনেকেরই মনে কৌতুহল জন্মিবে। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও এক কালীন প্রদত্ত চাঁদা ও বার্ষিক দেয় সাহায্যের তালিকা দিলাম।

নাম	এককালীন প্রদত্ত চাঁদা	বার্ষিক দেয়
কালীকিঙ্কর ঘোষাল	২০০৲	৫০৲
গৌরহরি বসাক	২৫৲	৫৲
জয়কৃষ্ণ সিংহ	১০০৲	৫০৲
উমানন্দ ঠাকুর	১০৫৲	৫৲
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	১০০৲	...
ধরণীধর (ঢাকা)	৫৲	২৲
জীবন কৃষ্ণ রায় (ঐ)	১০৩৲	৩৲
জগমোহন দাস (ঐ)	৫৲	২৲
নবকুমার দাস (ঐ)	৪৲	১৲
নীলাম্বর পণ্ডিত (চট্টগ্রাম)	১০৲	...
পূর্ণ চন্দ্র (ঢাকা)	৭৲	২৲
পূর্ব্বরাম দেব (ঐ)	১৫৲	৬৲
পুরুষ রাম দেব (ঐ)	১৫৲	৬৲
রাম কমল সেন	৩২৲	৮৲
রামকৃষ্ণ দেব (ঢাকা)	১৫৲	৬৲
রামনাথ বাচস্পতি	৩২৲	...
রসময় দত্ত	২৫৲	...

১৮১৭ সালে ৬ই মে তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী

(Calcutta School Book Society) স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় আর দুইটি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুষ্ঠান হয়। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে কলিকাতা 'ডাইওসিজান কমিটি' (Calcutta Diocesan Committee) নাম দিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। তদানীন্তন সরকারী খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী লাট পাদ্রী এ কমিটির সভাপতি হন। প্রধানতঃ পাদ্রীগণ লইয়াই এই কমিটী গঠিত হয়। এদেশীয় লোকদিগের জন্য স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে (" the question of establishing Native Schools ") বিবেচনা করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন গঠিত হইল তখন স্থির হইল যে বাঙ্গলা প্রদেশের নিবাসিগণের মধ্যে আবশ্যকীয় জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত এই কমিটী কর্ত্তৃক স্কুল স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

"That it is expedient that Schools be established by this Committee for the purpose of diffusing useful knowledge among the inhabitants of the territory subject to this Presidency."

ফলে কোন কাজ হয় নাই। দেশীয় খৃষ্টান ও ইউরোপীয় বালকগণের শিক্ষার সাহায্য ইহার প্রধান ও একমাত্র কার্য্য হইল। হিন্দু অথবা মুসলমান বালকদিগের নিমিত্ত এই কমিটী কোনও স্কুল স্থাপন করিয়াছিল এরূপ স্কুলের নাম আমি জানিনা।

সেই বৎসর (১৮১৮ সালে) সহরে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর সদস্যগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে সেই বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে একটি সভা আহুত হয়। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ইংরেজ উপস্থিত

ছিলেন। স্থির হইল কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) নাম দিয়া একটী সমিতি গঠিত হইবে। সমিতির প্রধান প্রধান নিয়মাবলী নিম্নে দিলাম :—

That an Association be formed to be denominated "The Calcutta School Society."

That its design be to assist and improve existing schools and to establish and support any further schools and seminaries, which may be requisite, with a view to the more general diffusion of useful knowledge amongst the inhabitants of India, of every description especially within the provinces, subject to the Presidency of Fort William.

That it be also an object of this Society to select pupils of distinguished talents and merit from elementary and other schools, and to provide for their instruction in seminaries of a higher degree; with the view of forming a body of qualified teachers and translators, who may be instrumental in enlightening their countrymen, and improving the general system of education, when the funds of the institution may admit of it, the maintenance and tuition of such pupils in distinct (sic) seminaries, will be an object of importance.

That it be left to the discretion of a Committee of managers to adopt such measures as may appear practicable and expedient for accomplishing the object

above stated wherever local wants and facilities may invite (sic).

That no system of education shall be introduced nor any book used in the schools, under the exclusive control of this Society, without the sanction of the Committee of Managers ; and that the school books approved by the Committee, as far as they may be procurable from the Calcutta School Book Society, shall be obtained from that Association.

That in furtherance of the object of this Society, auxiliary school associations founded upon its principles, be recommended and encouraged throughout the country, and specially at the principal cities and stations.

That a Committee of Managers, for conducting the business of this institution, be elected annually at a general meeting of subscribers to be held in the month of January at the Town Hall of Calcutta. The first annual meeting to take place in the month of January 1820.

That a Committee, inclusive of official members, consist of 24 persons ; of whom sixteen to be Europeans or their descendents (!) and eight Natives of India ; and that five members constitute a quorum.

That a European Recording Secretary, a European

Corresponding Secretary, two Native Secretaries, a Treasurer and a Collector be appointed who shall be ex-officio members of the Committee, &c. &c.

কমিটির সদস্যদিগের মধ্যে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিরই সভ্য-গণের নাম অধিক দেখা যায়। হ্যারিংটন (Harrington), লার্কিন্স্ (Larkins), আরভিন (Irvine), মণ্টেগু (Montague), পাদ্রী কেরি, পাদ্রী ইয়েটস্ (Yates), পাদ্রী টাউনলি (Townly) সভার সভ্য হন। ডেভিড্ হেয়ার কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এই সভায় তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। হিন্দু বাঙ্গালী চারি জন লইবার কথা ছিল। এই বৎসর রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত এই দুইজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

স্কুল সোসাইটীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ হইল। সোসাইটি গঠনের তিন মাসের মধ্যে ৯,৮৯০৲টাকা চাঁদা ও ৫,০৭০৲টাকা বার্ষিক দেয় বাবদ আদায় হইল। এ দেশীয় লোকেরা, প্রধানতঃ হিন্দুরা, অনেক টাকা প্রদান করেন—"A considerable proportion has been contributed by Natives principally Hindoos."

স্কুল সোসাইটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, কতকগুলি স্কুল খোলা হইবে; এইগুলিকে সোসাইটি পরিচালন ও প্রতিপালন করিবে। আর এই সব স্কুলের পাঠ্য বিষয় ও পাঠের প্রণালী একরূপ হইবে। দ্বিতীয়, দেশী স্কুল (পাঠশালা) গুলিকে সাহায্য দেওয়া হইবে ও সেগুলির সংস্কার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহাতে ইংরেজী ও উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইবে এরূপ স্কুল খোলা হইবে।

For the establishment and supervision of a limited number of regular schools, that is schools into which as being entirely controlled as well as supported by the

Society there may be introduced a regular uniform and improved mode of tuition as to matter, materials and method.

For aiding and improving the indigenous schools.

For English and other branches of tuition.

প্রথমে ট্রেনিং স্কুলের (Training School) কথা উঠিয়াছিল। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Captain Stewart) নামে এক ব্যক্তি বৰ্দ্ধমানে কতকগুলি স্কুল খুলিয়াছিলেন। সেইস্থানে উইলার্ড (Williard) নামে একজন ইংরেজ ও পাঁচজন বাঙ্গালী গুরুমহাশয়ের কাজ শিখিবার নিমিত্ত গমন করেন। তখন চুঁচুড়ায় ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানে মে (May) পিয়ার্সন (Pearson) প্রভৃতি পাদ্রীগণের পরিচালিত অনেকগুলি বাঙ্গলা স্কুল ছিল। এ সকল স্কুলগুলি বাঙ্গালীরা প্রথমে (১৮১০সালের পূর্ব্বে) স্থাপন করে। এগুলি পাদ্রীদিগের হস্তগত হয়। ১৮১৫ সালে গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্থির হইল বৰ্দ্ধমান ও চুঁচুড়াতে এই সকল স্কুলে ভাবী গুরুমহাশয়গণ শিক্ষকতা কাৰ্য্য শিখিবেন। আরও স্থির হইল যে ১৮২০ সালের প্রারম্ভে উপরে যে তিন শ্রেণীর স্কুলের কথা লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রেগুলার স্কুল (Regular School) খোলা হইবে। এ সঙ্কল্প কার্য্যে বিশেষ পরিণত হয় নাই। সোসাইটি কলিকাতায় পাঁচটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। আরপুলি লেনের স্কুল তন্মধ্যে একটি; সময়ে ইহা ডেভিড হেয়ারকে দেওয়া হয়। কেষ্ট বন্দ্যো (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) এই স্কুলে পড়িতেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটী অনেকগুলি কলিকাতায় স্থিত এদেশীয়দিগের কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল পরিদর্শন করিতেন। ১৮২১ সালে ৮৪টি এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরিদর্শিত স্কুল ছিল। স্কুল সোসাইটীর কাৰ্য্য প্রণালীর কথা পরে লিখিব।

এখন স্কুল বুক সোসাইটী কি করিতেছিল দেখা যাউক। দ্বিতীয় বৎসরেও (১৮১৮) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী প্রথম বৎসরের স্থায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। চুঁচুড়ায় পাদ্রীদিগের "স্কুল প্রেস" নামে ছাপাখানা ছিল। শ্রীরামপুরে পাদ্রীদিগের "তমোহর প্রেস্" ছিল। কলিকাতায় পাদ্রীদিগের "মিসন প্রেস" (Calcutta Mission Press) ছিল। তখন বাঙ্গালীরাও ছাপাখানা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় সেই বৎসর 'বেঙ্গলী স্পেলিং বুক' (Bengali Spelling Book) ছাপা হয়। রাধাকান্ত দেব এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত করেন। তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রাম কমল সেন ইঁহাদের রচিত নীতিকথা প্রথম ভাগের এই বৎসর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জনকতক পাদ্রী ও রামকমল সেন নীতিকথার দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। বর্দ্ধমান হইতে তারাচাঁদ দত্ত 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' লেখেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের 'দিগ্‌দর্শন' পত্র এই বৎসর বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালাইংরেজী এই তিন আকারে প্রকাশ হয়। সোসাইটী সাড়ে তিন হাজার খণ্ডের গ্রাহক হয়েন। ফেলিক্স্ কেরি (Felix Carey) পাদ্রী কেরীর পুত্র। Vidyahar-avalee (যেমন মূলে আছে লিখিলাম) or Bengali Encyclopaedia লিখিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর ১২ সংখ্যা প্রকাশ হয়।

"It may be considered one of the many proofs of an increased thirst after knowledge among the Natives that though Mr. Carey's proposals have not been circulated many months, he already numbers about 300 Native subscribers of the work which is intended to be chiefly translations of esteemed compendiums of European science."

তিনজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই বৎসর বাঙ্গলাভাষায় ফার্গুসনের জ্যোতিষ (Fergusson's Astronomy) অনুবাদ করেন। সাহায্যের নিমিত্ত কলিকাতায় স্কুলবুক সোসাইটির নিকট তাঁহারা যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহার মূল দিলাম। তখনকার বাঙ্গলী লিখিত ইংরেজী দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন।

"Letter from three Hindoos, engaged in translating Fergusson's Astronomy to Babu Tarini Charan Mittra, Native Secretary to the Calcutta School Book Society.

Sir,

Having frequently been led to observe that an Essay on English Astronomy translated in Bengali language, would be of great utility and service to numbers of our young Native Brethren, who as yet have no knowledge of English arts and sciences, and having also sufficient reason to believe, that by the knowledge to be derived from these sciences, besides the several others conveniences and advantages the work may produce, the long rooted superstition and prejudices of our fellow countrymen may be entirely eradicated, we are induced to translate Mr. James Fergusson's Essay "Introduction to Astronomy," in the language that is in common use among ourselves, to convey an idea of that science to our Native friends and as in the original to illustrate it with copper plates.

This translation will be put to press as soon as a sufficient number of subscribers are obtained to defray the expenses of printing &c. to be printed on the best Patna paper with a clear and new type, and to contain about two hundred pages octavo size ; a specimen of which is herewith transmitted to you ; and if it should appear likely to be of any use or benefit to the public and should meet with your approbation, we earnestly implore your patronage and encouragement by subscribing to as many copies for the use of the Calcutta School Book Society as you may think necessary in case we shall be induced to continue our exertion and we will consider ourselves under the highest obligation to you.

"Price to subscribers ... ... Rs. 4
"Ditto to non-ditto ... ... Rs. 6

We have the honour to be,

Sir,

Your most obedient and humble servants.

Sd "Birjo mohan Datta.

" "Mohesh Chandra Paulit.

" "Hurro Chandra Paulit"

তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কালিকুমার রায় বাঙ্গলা ভাষায় খুস্ নবীশ ছিলেন। তাঁহারই হস্তলিপি কপার প্লেটে খোদিত হইয়া বাঙ্গলা

লেখার আদর্শ ছিল। তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান ছাপার অক্ষর হইয়াছে। যে সকল পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত, তাহাদের অধিকাংশই উর্দ্দু ও হিন্দিতে অনুবাদ করা হইত। তারিণী চরণ মিত্র এই অনুবাদ করিতেন। পাদ্রী ইয়েটস্ (Yates) কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই বৎসর (১৮১৮) একখণ্ড সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কয়েক খণ্ড ইংরেজীতে লিখিত স্কুলের পাঠ্য পুস্তক এই বৎসরও প্রকাশিত হয়। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর অনুকরণে ১৮১৮ সালে নভেম্বর মাসে 'ঢাকা স্কুল সোসাইটী' স্থাপিত হয় ও পর বৎসর মুর্শিদাবাদে স্কুল সোসাটী গঠিত হয়।

এ বৎসর (১৮১৮ সালে) চাঁদা ও বার্ষিক দেয় বাবদে মোট ৭,৮৯৭৲ আদায় হয়। খরচের বাহুল্য বশতঃ পূর্ব্ব বৎসরের ক্রীত কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইতে হয়। খরচ বিশ হাজার টাকার কিছু উপর হয়। পুস্তক বিক্রয় করিয়া সোসাইটি সাড়ে ছয় শত টাকা লাভ করে। এই দ্বিতীয় বৎসরেই সোসাইটীর টাকার টানাটানি হয়। ফারসি ও আরবি ভাষায় পুঁথি কিনিতে ও তাহা ছাপাইতে বিস্তর টাকা লাগিত। সোসাইটি হইতে দুই সহস্র ফারসি ও আরবি জ্যামিতি মুদ্রিত হয়। টমসন্ (Thomson) নামে একজন সদস্য আরবি ভাষায় Plain-Spherical Trigonometry প্রকাশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লক্ষ্ণৌর নবাব উজীর আসফদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী তফজ্জুল হোসেন খাঁর পুত্র তজামল হোসেন খাঁ সোসাইটির ব্যবহারের নিমিত্ত তাঁহার পিতার রচিত Astronomy ও Algebra, জ্যোতিষ ও বীজগণিত, দান করেন।

তখনকার পাদ্রী লিখিত বাঙ্গলা কিরূপ ছিল ও কিরূপ বাঙ্গলা স্কুলে পড়ান হইত নিম্নে তাহার উদাহরণ দিলাম :—

পৃথিবীর জল ও স্থলের বিবরণ.

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক জল ও স্থল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ; ঐ পৃথিবীকে ত্রিধা বিভক্ত করিলে, দুই ভাগ জল, একভাগ স্থল পাওয়া যায় ; তাহার মহাসাগরস্থ সকল জল লবণ মিশ্রিত, সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র শক্তির প্রভাবে স্থল হইতে জলের আধিক্য ; মহাসাগর ও উপসাগর ইত্যাদির মধ্যে যে জল আছে তাহা সূর্য্যের উষ্ণ রশ্মি দ্বারা শুষ্ক হইয়া মেঘ জন্মে। সেই মেঘ বায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সকল দেশে বৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর প্রতিপালন আর পর্ব্বতের উচ্চতা দ্বারা মেঘ বদ্ধ হইয়া সেখানে অধিক বৃষ্টি ও শিশির হয়, যাহার দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হয়; পরে ক্রমে ক্রমে নদ্যাদির বৃদ্ধি হইয়া তদ্দ্বারা অনেকে নানা কর্ম্ম চলে, এবং নদী সকল মহাসাগরে পড়িয়া মহাসাগরকে পুষ্ট করে।

আরও মহাসাগরের দ্বারা যাতায়াত বড় সহজ হইলে মহাসাগরের তীরস্থ দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়, কেননা নাবিক লোক জাহাজ দ্বারা সকল স্থানে যাইতে পারে, তাহার প্রমান এই পৃথিবীর উপরে যে সকল দেশ মহাসাগরের তীরস্থ আছে, তাহা ইউরোপীয় নাবিক লোকদের জ্ঞাত আছে ; কিন্তু আফ্রিকার মধ্যস্থদেশ ইউরোপের অতি নিকট হইলেও, মহাসাগরের দূর এবং প্রায় তাহাতে তদ্দেশীয় নদীর মিলন নাই, এই প্রযুক্ত ইউরোপীয় লোকেরা প্রায় জানেনা।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর.

প্র. পৃথিবীর বহিস্তন ভাগ কোন দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ?

উ. পৃথিবীর বহিস্তন ভাগ জল ও স্থল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে.

প্র. পৃথিবীতে কত জল ও কত স্থল ?

উ. তাহাকে তিন ভাগ করিলে, দুই ভাগ জল ও একভাগ স্থল জানা যায়.

প্র. স্থল হইতে জলাধিক্যের ফল কি ?

উ. বৃষ্টি ও নদীদ্বারা পৃথিবী পালন ও কার্য্যের উপকার.

প্র. জল হইতে কিরূপে বৃষ্টি হয় ;

উ. জলের বহিস্তন ভাগ সূর্য্যের উষ্ণরশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘ জন্মে ; সেই মেঘ বায়ুদ্বারা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া বৃষ্টি করে.

প্র. জল দ্বারা নদীর উৎপত্তি কিরূপে হয় ?

উ. পর্ব্বতের উচ্চতা দ্বারা মেঘ বদ্ধ হইয়া সেখানে অধিক বৃষ্টি ও শিশির হয়, তাহার দ্বারা নদ্যাদির উৎপত্তি হয়.

প্র. কার্য্যোপকার ও দূরদেশ বৃত্তান্ত জ্ঞান কিরূপে জলাধিক্যের ফল ?

উ. সমুদ্রে নদীতে অনেক দ্রব্যের ও লোকের গতায়ত হয়.

প্র. মহাসাগরের ও নদীর জল সমান কিনা ?

উ. তাহা সকল সমান নহে, কারণ মহাসাগরের জল সলবণ ; কিন্তু যেখানে জোয়ার নাই, সেখানকার জল মিষ্ট.

কঠিন শব্দের অর্থ.

বিচিত্র.	আশ্চর্য্য.	বদ্ধ.	আটক.
শক্তি.	পরাক্রম.	শিশির.	নীহার.
শুষ্ক.	শুখান.	বহিস্তন.	বাহির.

পাদ্রীরা এদেশে কমা সেমিকোলেন প্রভৃতি চিহ্ন প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা ছেদ উঠাইয়া বিন্দুর (Full Stop) ব্যবহার করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এ চেষ্টা সফল হয় নাই।

উপরে পাদ্রীগণের প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন কাগজের উল্লেখ করিয়াছি। সোসাইটি ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কাগজ খানি পাঠ্য

পুস্তক ছিল। ইহা হইতে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন দেওয়া হইত। প্রশ্নের উদাহরণ কয়েকটী দিলাম।

কতদিন পর্য্যন্ত চুম্বক পাথরের বিষয় জানা গিয়াছে?

ইহার গুণ কি?

কে আমেরিকা আবিষ্কার করে?

কখন ঈশ্বর পৃথিবীতে জল প্লাবন প্রেরণ করেন?

প্রাচীন রোমে কি কারণে জ্ঞানালোক নির্ব্বাপিত হয়?

স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মকে কে প্রথমে প্রবর্ত্তিত করে? ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় যে সকল ইংরেজ অঙ্কিত মানচিত্র আছে তন্মধ্যে রেনেল (Rennel) সাহেবের (১৭৭৬) Sheet map of the Lower Provinces ও তাঁহার কৃত বঙ্গ এটলাস্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ সালে এরো স্মিথ (Arrow Smith) সাহেবের ম্যাপ প্রকাশিত হয়। এই সকল মানচিত্রে বাঙ্গলা নাম ইংরেজীতে লিখিতে অনেক সময়ে বিপদ ঘটিত। রামগড় হইত Ragmar, পাথুরিয়াঘাটা হইত Patter Gota, কেদারপুর হইত Kidderpore, কাঁঠালবাড়ী হইত Canter barry, হরচন্দ্র গড়ি হইত Hitchen Gerry আর শিবগঞ্জ হইত Ship guns.

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সহিত সে কালের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এক অপরের কাজে সাহায্য করিত। উভয়েরই মোটামুটি এক উদ্দেশ্য ছিল। নব গঠিত স্কুল সোসাইটী শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্রে নামিল, মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইল। উপরে ট্রেনিং স্কুল (Training School) স্থাপনের কথা ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা বলিয়াছি। কলিকাতায় সে সময়ে

যতগুলি পাঠশালা ছিল তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইল। গুরুমহাশয় দিগের নাম, নিবাস, সম্প্রদায়, পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা বেতন এ সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তালিকা প্রস্তুত হইল। দেখা গেল চিতপুরের পুল হইতে ব্রজতলা (এখনকার ক্যাথিড্রালের নিকট—যাহাকে বির্জিতলা বলে) ইহার মধ্যে প্রায় দুইশত পাঠশালা আছে। প্রতি পাঠশালায় গড়ে ২১ জন করিয়া ছাত্র ছিল। তাহা হইলে দেখা যায় তখন কলিকাতায় চারিহাজার মাত্র ছাত্র পড়িত। এই অল্প সংখ্যা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এ বিস্ময় দূর হইবে। সে সময়ে যাহারা কলিকাতায় থাকিত প্রায় সকলেই মফঃস্বলবাসী, কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিত। প্রায় সকলেই দেশে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া আসিত।

স্থির হইল পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে ৪২ জন গুরুমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহার মধ্যে ১৭ জন উপস্থিত হন। ইহাদের প্রত্যেককেই সোসাইটির কিছু কিছু পুস্তক উপহার দেওয়া হয়।

সেই বৎসর বৈশাখ মাসে কলিকাতাতে রাধাকান্ত দেবের বাটীতে পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও সোসাইটীর জনকতক ইংরেজ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক গুরুমহাশয় নিজের পাঠশালা হইতে দুই তিন জন ভাল ভাল ছাত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বোধ হয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। প্রত্যেক গুরুমহাশয় ২৷৹ টাকা করিয়া দক্ষিণা পান। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পাঠশালাই সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকাদি উপঢৌকন প্রাপ্ত হয়।

কলিকাতাস্থিত পাঠশালাগুলি নিয়মিতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার

ভার চারি জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গ্রহণ করেন। সমুদায় সহর চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশ পরিদর্শন করিতে এক একজন প্রতিশ্রুত হন। রাধাকান্ত দেব, দুর্গা চরণ দত্ত, রাম চন্দ্র ঘোষ, উমানন্দ ঠাকুর এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা নিয়মিতরূপে এই কার্য্য করিতেন। স্কুল পরিদর্শন, পরীক্ষা ও পারিতোষিক এই সকল বাবং বাৎসরিক খরচ দুই সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

স্কুল সোসাইটির তৃতীয় উদ্দেশ্য উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তবে স্থির হইল প্রতি বৎসর ২০টী করিয়া বালক তৎকালীন বাঙ্গালীদের কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দু কলেজে পাঠান হইবে ও তথায় তাহারা শিক্ষা লাভ করিবে। এই কাজের নিমিত্ত মাসিক দেড় শত টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ১৮১৮ সালে স্কুলবুক সোসাইটীর একুশ হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা আয় হয়। কিরূপে এই টাকা ব্যয় হইত নিম্ন তালিকা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। পর্ত্তুগীজ ডেনস্লেম্ (D'Anseleme) সাহেবকে ৭২৮৲ টাকা, গৌরমোহন পণ্ডিতের পাঁচ মাসের বেতন ১০০৲ টাকা, পাদ্রী পিয়ার্সনের (Pearson) পণ্ডিতের সাত মাসের বেতন ১৪০৲ টাকা, ষ্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেবের বাঙ্গলা বহি বাবৎ ৫০০৲ টাকা, আর এক দফা ঐ ইংরেজ ৪৪০৲ টাকা। পাদ্রী পিয়ার্সনের বাঙ্গালা বহি বাবং ৩৯৫৲ টাকা, আর এক দফা ৩০২৲ টাকা, পাদ্রী মের (May)গণিত বাবৎ ৭০০৲ টাকা ; পাদ্রী হার্লের (Harle) বাঙ্গালা গণিত বাবত ৮০০৲ টাকা, পাদ্রী কেরির ইংলণ্ডের ইতিহাস অনুবাদ বাবং ১৭০০৲ আর সেই ভয়ঙ্কর দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত প্রায় ৪,৫০০৲ হাজার টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসইটীর তৃতীয় বৎসরের কাজ (১৮১৯) প্রথম দুই বৎসরের মত হয়। বাঙ্গালী সদস্যদিগের সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন

হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাল হয়। তাঁহার স্থলে তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হন। উমানন্দ ঠাকুর নূতন সদস্য মনোনীত হইলেন। রাধাকান্ত দেব, রাম কমল সেন পূর্ব্বের ন্যায় সদস্য থাকেন।

এই বৎসর (১৮১৯ সালে) স্কুলবুক সোসাইটির পুস্তক বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিপজিটারি খোলা হয়। পূর্ব্ব কথিত উইলিয়ার্ড (Williard) তাহার ভার প্রাপ্ত হন। ফৌজদারী বালাখানার চৌমাথার পূর্ব্ব-উত্তর কোনে এই ডিপজিটারিটী খোলা হয়। তৃতীয় বৎসরে স্কুলবুক সোসাইটির আয় হয় উনিশ হাজার টাকার কিছু উপর। পুস্তক বিক্রয় করিয়া দুই হাজার টাকার উপর লাভ হইয়াছিল। ব্যয় হয় প্রায় তেইশ হাজার টাকা; তৃতীয় বৎসরেই সোসাইটির সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর দেনা হয়। সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব সোসাইটির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই সময়ে ইংলণ্ডে যান ও তথায় গিয়া এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন করেন ও তৎকালীন রাজ সচীব ভিলিয়ার্সকে (Villiers) এই সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে এ সম্বন্ধে পত্র লিখেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড ও এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। এদেশের শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি ভিলিয়ার্স সাহেবকে যে পত্র লিখেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছি। সামান্য অন্দোলন হইয়াছিল, তাহার ফলে ইংলণ্ডে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (British India Society) স্থাপিত হয় সে কথা স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে।

কোন্ বৎসর কলিকাতায় বাঙ্গালীরা প্রথমে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করে তাহা বলা কঠিন। অনুমান ১৮০৫ কি ১৮০৬ সালে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র বাঙ্গালীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ দে, পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ডিসুজা (Desouza) লালজী, হররায় ইহাদের বাঙ্গলা

ছাপা খানা ছিল। হিন্দুস্থানী প্রেসে, টাইমস্ প্রেসে, ও ডাক্তার উইলসন্ সাহেবের মিরার প্রেসে বাঙ্গালা ইংরেজী ছাপা হইত। প্রথম প্রথম যে কয়খানা পুস্তক ছাপা হইয়াছিল তাহাদের তালিকা নীচে দিলাম; এ তালিকাটি অসম্পূর্ণ।

করুণা নিধান বিলাস—লেখক কালী শঙ্কর ঘোষাল (কৃষ্ণ ও হিন্দু দেবতা দিগের, যিশু খৃষ্ট ও মহম্মদের বিবরণ ইহাতে লিখিত ছিল); দশ অবতারের কথা, পদাঙ্কদূত, বিল্বমঙ্গল, নারদ পঞ্চরাত্র, জয়দেব, চণ্ডি, অন্নদা মঙ্গল, গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী, গীতগোবিন্দ (Songs of Govind) নরোত্তম বিলাস (Praises of Choytonya—founder of the sect of Gosaeens of Nadya); চৈতন্য চরিতামৃত, গুরুদক্ষিণা, বিদ্যাসুন্দর, ও তংসদৃশ চারিখণ্ড পুস্তক, লক্ষ্মীচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি বত্রিশ সিংহাসন, তুতি ইতিহাস, রাম মোহন রায় কৃত বেদান্ত ঈশ, কেন, কট, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক উপনিষদের অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যারত্ন কৃত রাম মোহন রায়ের মত খণ্ডন, বেদান্ত চন্দ্রিকা, রাম মোহন রায়ের তাহার উত্তর, রাম গোপাল শর্ম্মা ও শোভা শাস্ত্রীর তদ্বিষয়ে বিচার, ব্রজ মোহন মজুমদারের ব্রহ্ম পৌত্তলিক সংবাদ, রাম মোহন রায়ের কৃত গায়ত্রির অনুবাদ, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, যিশু খৃষ্টের শিক্ষা, চানক্য শ্লোক (Golden Poems), হিতোপদেশ, কালাচাঁদ বোসের সহমরণ প্রথা সংবাদ, পিতাম্বর মুখোপাধ্যায় কৃত শব্দসিন্ধু, মথুর মোহন দত্ত কৃত মুগ্ধবোধ, গোপী নাথ ভট্টাচার্য্য কৃত প্রাণকৃষ্ণ মহোদধি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সপ্ন পর্য্যটন, সংক্ষেপ সংকেত, রাগমালা, সঙ্গীত তরঙ্গিণী। প্রতি বৎসর নূতন পঞ্জিকা প্রকাশ হইত। সংস্কৃত ভাষায় রাম মোহন রায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিতেন। উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শোভা শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত সহমরণ প্রথা, পৌত্তলিক ও বেদধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিত। সেই সকল পুস্তিকা মুদ্রিত হইত। রাম মোহন রায় হিন্দি

ভাষাতেও লিখিতেন। তারিনীচরণ মিত্র হিন্দিতে নীতি কথা লিখেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ডাঃ গিলক্রাইষ্টকৃত উর্দ্দু রিসালু (উর্দ্দু ভাষায় ব্যাকরণ) প্রকাশিত হয়।

উপরে পাদ্রী লিখিত বাঙ্গালার উদাহরণ দিয়াছি। তৎকালীন বাঙ্গালীদের লিখিত বাঙ্গালার নমুনা নিম্নে দিলাম। এই স্থানে একটু বলিবার বিষয় আছে। পাদ্রীদিগের ধারণা ছিল যে বাঙ্গালী দিগের মত দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিপরায়ণ মনুষ্য পৃথিবীতে কখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। আমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও বিশ্বাস আছে যে সে কালের পক্ষে পাদ্রিদিগের হিন্দু চরিত্র বর্ণনা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। আর পাদ্রীরা আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার ত্রানকর্ত্তা ছিলেন। এ চিঠি খানি পড়িলে সত্য সম্বন্ধে একটু জ্ঞান জন্মিতে পারে। যেমন মূলে লিখিত ছিল তাহাই অবিকল দিলাম।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি।

এতদ্দেশী বিষয়ী লোকেরা স্বকীয় ভাষার শুদ্ধরূপে লিখনে ও শব্দার্থ বোধে ও নানা দেশীয় বিবরণ জ্ঞানে প্রায় অনেকে অপটু ছিলেন। তাহার কারণ এইযে সংস্কৃতে অসংস্কৃত লোকেরদিগের শুদ্ধলিখন ও শব্দার্থ বোধ দুর্ঘট এবং বালক কালাবধি স্ব স্ব শিক্ষকের নিকট শুদ্ধলিখন পঠনাদি হইলেও তৎসংস্কার বশতঃ লোকেরা শুদ্ধলিখনাদি ক্ষম হইতে পারেন। পূর্ব্বে তাহাও অত্যল্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বিভাগ বিবরণার্থে কোন পুস্তকও রচিত ছিলনা সুতরাং এতদ্দেশীয়েরা শুদ্ধলিখন ও শব্দার্থ বোধ ও অন্য দেশ বৃত্তান্ত জ্ঞানে অপটুপ্রায় এবং জন্মান্ধ সদৃশ হইয়া অর্থকরী কিঞ্চিদ্বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কালক্ষেপ করিতেন।

এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক শুদ্ধিকৃত মুদ্রিত পুস্তক ও প্রচলিত ছিলনা যে তত্তম্মুদিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাঁহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে

ক্ষমতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ হইয়া কাম সংবর্দ্ধক নানাবিধ বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি প্রচার করিয়া বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টিই বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন।

এইক্ষণে লোক নিকরাশেষহিতার্থে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় ও শ্রীযুক্ত বাঙ্গালি লোক কর্তৃক বঙ্গ দেশস্থ বালকের দিগের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমন-মহান্ধকার-নিরংসারণ-কারণ খণ্ড প্রতাপান্বিত মার্ত্তণ্ড প্রতিবিম্ব স্কুলবুক সোসাইটি নামক এক সমাজোদিত হইয়াছেন তাহার প্রখরতর করনিকর স্বরূপ যে ভূগোল বৃত্তান্তও দিগ্দর্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকারজনক শুদ্ধ পুস্তক তদ্দ্বারা লোক সমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয়ের উপক্রম হইতেছে। অতএব বঙ্গদেশস্থ লোকেরা স্কুলবুক সোসাইটির উপকার বার বার স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে স্কুলবুক সোসাইটি এরূপে আমার দিগের জ্ঞান প্রদান করুন।

পত্রখানিতে আঠারজন ব্রাহ্মণের ও১১জন কায়স্থের স্বাক্ষর ছিল। ১৮২০ সালে চতুর্থ বৎসরের কার্য্যাদি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হয়; তবে এইবৎসর অর্থের অতিশয় অভাব হয়। পূর্ব্বকার তিন হাজার ছয়শত টাকা দেনা ছিল; চতুর্থ বৎসরের খরচ ষোল হাজার টাকার উপর হয়। মোট খরচ প্রায় বিশ হাজার টাকা। অপর পক্ষে চাঁদা ও বার্ষিক দেয় হইাতে সাত হাজার টাকা উঠে। আর বই বিক্রয় করিয়া দেড়শত টাকা লাভ হয়। এরূপ অবস্থায় সোসাইটি গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট ও আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন। পত্রখাদি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"To W. B. Bayley, Esq,

President, and the Committee of the

Calcutta School-Book Society.

Gentlemen,

"I have had the honour to lay before the Most Noble the Governor General in council your letter dated the 10th ultimo, together with the documents and publications which accompanied it.

"It is impossible for a Government which has the welfare of its subjects at heart to behold, without cordial gratification and applause, the exertions of so respectable a body of individulas, applied to the honorable object of ameliorating the condition of their fellow creatures by the dissemination of knowledge and moral inprovement.

"These feelings too are on the present occasion entirely unalloyed by any objections as to the instruments and means by which the benevolent purposes of the School-Book Society are prosecuted. It appears that Europeans, Moosulmans and Hindoos are combined in the noble cause of diffusing light and imformation throughout this land of ignorance; and the principles on which the plans of the Society are conducted, are as unequivocally declared, as they are wisely and unexceptionably framed.

"The institutions for the promotion of education in

the mother country have had from their commencement the countenance of the most illustrious patronage, and have been invariably supported by all ranks in the United Kingdom. It well became therefore the projectors of your Association to hold up this eminent example for imitation in these provinces.

"Entertaining these sentiments the Governor General in Council can have no hesitation in giving your applicaton his most favourable consideration, and supporting your Society by the bounty and protection of Government, while its concerns are so judiciously administered, and the present avowed and prudent principles of the institution are maintained without variation.

"The Honorable the Court of Directors have already evinced their disposition to aid the extension of the benefits of education among the natives, by sanctioning a monthly donation for the support of the school originally established by the late Mr. May at Chinsurah; and his Excellency in Council therefore cannot entertain any doubt, that the Honorable Court will approve a liberal contribution on the part of this Government to a Society, through whose agency, the sources of improvement which the Honorable Court has countenanced have been so widely augmented.

"Influenced by these considerations, his Excellency in Council is of opinion that the Society of which you are the representatives has peculiar claims on the liberality of Government. The pursuits in which you are engaged tend to fulfil an object of national solicitude, and by extricating the society from its pecuniary difficulties, the Government, to a certain degree, accomplishes its own views and wishes for the happiness of the people subjected to its rule.

"His Excellency in Council accordingly commands me to inform you that the Sub Treasurer will be authorised to place at the disposal of the Treasurer of your Society the sum of (7000) seven thousand rupees and to pay to his order monthly the sum (500) of five hundred rupees, commencing from the 1st. instant. The above donation and allowances however must be subject to the confirmation of the Honorable the Court of Directors.

Council Chamber,
The 4th May, 1821.

I have &c.
(Signed) C. Lushington.
Sec. to the Govt.

স্থির হইল গভর্ণমেণ্ট হইতে আপাততঃ সাত হাজার টাকা ও প্রতি মাসে পাঁচশত করিয়া টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে। সোসাইটির কার্য্য পূর্ব্বের কর্ম্মচারীদের হাতে রহিল। সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিলেন না।

পাদ্রী লিখিত অথবা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রচিত স্কুলের পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। একা শ্রীরামপুর প্রেসকে সেই বৎসর চারি হাজার টাকা দিতে হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষে স্কুলবুক সোসাইটীর কার্য্য ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল; পুস্তকাদি পূর্ব্বের মত ছাপা হইতে লাগিল, কিন্তু সোসাইটী দেখিলেন যে—

"European teaching is found to be highly acceptable to the natives.—When this society was formed the number of native Schools under the superintendence of Europeans was comparativeiy small. New labourers have since entered the field and the schools superintended by Europeans may be considered as at least ten fold more than they were. The Calcutta School Society has alone no fewer than 84 Schools under its patronage within the limits of the Town. Add to this the schools, supported by other Societies and individuals, recently established and the amount of natives under European superintendence will be found very considerable. উপরে লিখিত "under the superintendence of Europeans" কথাটী বুঝিতে হইলে Calcutta School Society যে সকল নিয়ম করিয়াছিল তাহা দেখিতে হয়। "And that the School Books approved by its Committee as far as they may be procurable from the Calcutta School-Book Society obtained from that Association." কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী তখন বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে

পুস্তক বিতরণ করিতেছিল—কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে এই পুস্তক প্রাপ্তির সুবিধা হইত। বলা বাহুল্য এই সমস্ত স্কুলই বাঙ্গালীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল ও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত।

১৮২১ ও ১৮২২ সালে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া সোসাইটীর আয় ২২,৭৩৬৲ টাকা হয়। এই দুই বৎসরে সাড়ে তিন শত টাকার মাত্র পুস্তক বিক্রয় হইয়াছিল। খরচের মধ্যে ছাপাইবার খরচ তের হাজার, তিন শত ছাপ্পান্ন টাকা, ডিপজিটারী বাবদ খরচ প্রায় চারি হাজার টাকা হয়। এই সময় ডিপজিটারী ফৌজদারী বালাখানা হইতে তুলিয়া বৈঠকখানায় (Circular Road) খোলা হয়। এই দুই বৎসরের শেষে সোসাইটীর হাতে প্রায় ২ দুই হাজার টাকা মজুদ থাকে। সোসাইটীর কার্য্য ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। উপবেশন বড় বেশী হইত না। ২১'৩২২ সালের কার্য্য বিবরণী একত্রে ২৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সালের পর হইতে স্কুলবুক সোসাইটীর কার্য্য এক ভাবেই চলিয়া আসিতে লাগিল। কিছু কাল দুই বৎসর অন্তর সোসাইটির বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বাহির হইত। তাহার পর (১৮৪০ সালের পর হইতে) তিন বৎসর অন্তর বাহির হইত, ১৮৪৪ সালে চারি বৎসর পরে, এক কালে চারি বৎসরের বাৎসরিক বিবরণ বাহির হয়।

প্রথম কয়েক বৎসর পর বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পুস্তকের বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই। ১৮২৫ সালের বাৎসরিক বিবরণ মধ্যে লেখা হইল ;

"That the materials for a systematic course of elementary instruction are so ample in the Bengali as to render it unnecessary in future to do little more than select, improve and multiply the books which have been already printed."

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাংলা পাঠ, পাদ্রী পিয়ারসন সাহেবের ও পাদ্রী মরটন সাহেবের অভিধান; পাদ্রীদিগের নীতি কথা, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উপদেশ কথা, হার্লে সাহেবের গণিতাঙ্ক, মে সাহেবের গণিত, পিয়ার-সনের পত্র কৌমুদি, ঐ পাদ্রীকৃত ভূগোল বৃত্তান্ত, শ্রীরামপুরের স্মিথ সাহেবের জমিনদারী একাউণ্টেণ্ট ও কেবি সাহেবের ইংলণ্ডের ইতিহাস, রাধা কান্ত দেবের স্পেলিংবুক, রো সাহেবের মূল সূত্র, বেল সাহেবের পাঠশালার বিবরণ, এসকল তখন কার পাঠশালার ও স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এক খানি বাংলা ব্যাকরণের অভাব হয়, রাম মোহন রায় সে অভাব পুরণ করেন।

Through the kind assistance of Babu Ram Mohan Roy this defect has been supplied."

ইহার পরে স্কুলবুক সোসাইটীর ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে সময়কার গণ্যমান্য অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সোসাইটীর সভ্য হন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালিকৃষ্ণ বাহাদুর, কালিপ্রসাদ ঘোষ, রাধা প্রসাদ রায়, কালি কৃষ্ণ মল্লিক, রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, অবিনাশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্যারি চরণ মিত্র, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ইঁহারা বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সদস্য ছিলেন। ১৮৪৭ সালে (তখন বেথুন সাহেব সভাপতি) সমিতির নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। নিয়ম হইল যে ব্যক্তি এক কালীন ৫০৲ টাকা অথবা বাৎসরিক ১০৲ টাকা দিবে সেই সভ্য হইতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে বার্ষিক চাঁদা ও দান কমিয়া আসিতে লাগিল, পুস্তক বিক্রয় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এই দুই মাত্র অবলম্বন রহিল। ১৮৫৩ সালে মোট চাঁদা ও দান লইয়া বিশ টাকা আদায় হয়। তাহার পরের বৎসরেও তাহাই হয়। মিউটিনির সময়ে সোসাইটির অনেক ক্ষতি হয়। আগরা

এলাহাবাদ, আরা, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, গয়া, জব্বলপুর, লুধিয়ানা, পুরুলিয়া, সগর এই সকল স্থানে সোসাইটির পুস্তক বিক্রয় করিবার যে আড্ডা ছিল তাহা সকলই নষ্ট হয়। সময়ে স্কুল বুক সোসাইটি একটী পুস্তক বিক্রয় করিবার দোকানে পরিণত হয়। এখনও তাহাই আছে। ১৮৪৪ সালে যে চাঁদা উঠে, তাহা পঞ্চাশ জন দান করেন, তাহার মধ্যে ২৬ জন ছিলেন বাঙ্গালী আর ২৪ জন ইংরেজ।

স্কুল বুক সোসাইটীর দ্বারা দেশের অনেক কাজ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সোসাইটি ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দি, উড়িয়া, সাঁওতাল খাসিয়া, আরবী, ফারসী, উর্দ্দু এতদ্ব্যতীত দ্বিভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। পাদ্রীরা খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রধানতঃ এই সকল ভাষায় পুস্তক লেখেন তাহা বলা বাহুল্য। প্রথম প্রথম পুস্তকগুলি বিনামূল্যে বিতরিত হইত। অনেক স্থলে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইত। যখন সোসাইটি স্থাপিত হইল তখন দেশে নূতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। দেশে পাঠশালার অভাব ছিল না হস্ত লিখিত পুস্তকেরও অভাব ছিল না; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রহীন দেশে পুস্তকের বহুল প্রচলন সম্ভব নহে। তাহার পর ইংরেজগণ আসিলে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিশেষ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হইল। কতক পরিমাণে সোসাইটী সেই অভাব পূরণ করেন। এ দেশীয় বালকগণের শিক্ষার উপযোগী অনেক পুস্তক অল্প মূল্যে অনেক স্থলে বিনামূল্যে. বিতরণ করেন। কিন্তু এ দেশীয় শিক্ষার্থীগণ আর এক কারণে এই সোসাইটির নিকট ঋণে আবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিলে অনেক কথা আসে। ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, প্রাণীবৃত্তান্ত, আধুনিক জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক সামগ্রী দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। এসকল যে শিক্ষার বিষয় তাহা এদেশীয় লোক জানিত না। সোসাইটির দ্বারা সে সময় বাঙ্গালীগণের মধ্যে এসকল

সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের অনেক সুবিধা হয়। তবে সোসাইটির দ্বারা বিশেষ লাভ হয় নাই। বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনাও ছিলনা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিলে সে সময়কার কিছু কথা বলা আবশ্যক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তৎকালীন ইংরেজদিগের সহিত বাঙ্গালীদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয় একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও. ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজ দিগের আনিত সামগ্রী। তাহারা শিক্ষা দাতা; এক হিসাবে তাহারা এসম্বন্ধে গুরু, বাঙ্গালীরা শিষ্য। গুরুশিষ্যের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? পাদ্রীরা এ দেশীয়গণকে কি ভাবে দেখিতেন পূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে গুরুগণ শিষ্যগণকে কি ভাবিতেন বিলক্ষণ বুঝা যায়। তাহারা ভাবিতেন যে এদেশীয় লোকেরা পশুদিগের অপেক্ষা নীতিজ্ঞান শূন্য। ইহাদের মত দুশ্চরিত্র পৃথিবীতে কখনও দেখা দেয় নাই। ঈশ্বর কাহাকে বলে সে কথা পর্য্যন্ত ইহারা জানে না। ইহাদের মত কলুষিত চরিত্র মানব কখনও হয় নাই। ইহাদের মধ্যে সকল পুরুষই নর-পশু সদৃশ। ইহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই কুলটা। ইহাদিগকে খৃষ্টান করিতে হইবে, অতএব ইহাদের শিক্ষার প্রয়োজন। এই হইল এক নম্বর গুরু।

পাদ্রী ভিন্ন ইংরেজরা তখন এদেশবাসীদিগকে কি ভাবে দেখিত? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে। তখনকার লিখিত পুস্তকে ও সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে এ প্রশ্নের উত্তরের আভাস পাওয়া যায়। ১৮২৯ সালে, The Bengalee বলিয়া একখানি ইংরেজী উপন্যাস লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। কাপ্তেন হেণ্ডারসন্ (Captain Henderson) বলিয়া এক ব্যক্তি ইহার লেখক। এস্থানে বলা আবশ্যক (The-Bengalee) অর্থে বাঙ্গালী নয় বাঙ্গলা দেশের ইংরেজ কর্ম্মচারী। এখনও ইংরেজরা পরস্পরের মধ্যে প্রদেশ অনুসারে কাহাকেও মাদ্রাজী

অথবা পাঞ্জাবী প্রভৃতি কর্ম্মচারী (Madrassi or Punjabee) বলে। তৎকালীন একজন সিভিলিয়ান ৩২ বৎসর চাকরীর পর স্বদেশে যাইতেছেন। তিনিই বক্তা, তাঁহার কথা হইতে বুঝা যায় যে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে আসিয়াছিলেন। বক্তা উপন্যাসের কল্পিত পুরুষ, তথাপি তাঁহার কথা হইতে তখন ইংরেজগণ, অন্ততঃ একশ্রেণীর সিভিলিয়ান্ ইংরেজগণ, বাঙ্গালীদিগকে কি চক্ষে দেখিত কতকটা বুঝা যাইবে।

"If however I am to judge from the aspect of society as I now find it on the eve of my departure from the East, compared with what it was when India could first rank me amongst its Saheblogues, there has been no improvement in either the character, the conduct or the consequence and opinion, entertained of Europeans. There has been a most visible falling off from the high ground on which the conquerors of Hindustan formerly stood. I remember the day when on an Englishman passing in his palanquin, every Native, of whatever rank, paid him the compliment to come and make his Salaams. Now a days, sir, a Native of the lowest caste will, in Calcutta at least, *rub elbows* with a Member of Council. Since I arrived here, measures have been also in agitation which in my younger days would never have been dreamt of. It was then a received opinion that the *wisdom* and *power of* authority could not be publicly called in question, without the estimation, in which every Engishman

stood in the country, being brought down in the eyes of the natives. Now it is not only openly resisted but the natives are called on to lead and lend their aid in withstanding it ! Be assured, sir, from me who has been long in the habits of the closest acquaintance with the native character that such amalgamation, as we have lately seen, is madness itself as it is absolute suicide. No native however high his rank, ought to approach,

* * * *

And every time an English man shakes hands with a Babu, * * * *

Two such meetings, as I have lately seen. would do more to subvert our power, than two Burmese wars in which we chance to be unsuccessful. From them and their effects we may expect to recover but when the *English* merchant sits down and hobnobs with the Bengali Sircars and when the Gomasthas of the Bara Bazar are found seconding the Resolutions of the Barristers of the Supreme Court, then depend upon it

* * * * *

once lost cannot be regained. Don't speak to me of the change of times—the progress of opinion or the march of intellect" * * *

এই হইল দ্বিতীয় নম্বর গুরুর নমুনা। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ও কলিকতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রধানতঃ ইংরেজ সিভিলিয়ান্

সৈনিক পুরুষ ও পাদ্রীগণ লইয়া গঠিত হয়। স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট হইতে নীচে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যে ভাবে মুদ্রিত আছে সেই ভাবেই লিখিলাম। উপরে লিখিয়াছি প্রথম বৎসরেব পরে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়; এই সভাটি স্কুলবুক সোসাইটীর একটী শাখা মাত্র ছিলঃ—

In three months from the establishment of the Calcutta School Society the contributions to it were Rs.9,899. as donation and Rupees 5,066 as annual subscription. A considerable proportion of both has been contributed by natives principally Hindoos. *When encouraged by European example, co-operation and condescension* the opulent and learned natives evince a laudable willingness to aid in the efforts making to improve the condition and character of the inhabitants of this country.

এইরূপ মনের ভাব লইয়া এই সকল ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমরা আত্মসম্মান কিম্বা জাতীয় সম্মানজ্ঞানের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ নই! দেশের মধ্যে তৎকালীন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দেশের হিতার্থে সোসাইটীর সহিত যোগদান করেন। তাঁহারা অনেক কাজকরেন; কিন্তু এই পাদ্রী সৈনিকপুরুষ সিভিলিয়ান পরিচালিত অনুষ্ঠান দেশের লোকের হৃদয়ে যে স্থান পায় নাই তাহা বিস্ময়ের কারণ নহে। যে দেশে অধ্যাপকগণ চিরদিন ভিক্ষা করিয়া ছাত্র দিগকে ভরণ পোষণ করেন, বিদ্যাদান করেন, যে দেশে শিষ্যেরা শিক্ষাগুরুকে পিতার তুল্য ভক্তি করে, পাদ্রী ও সিভিলিয়ানগণ সে দেশে যে প্রকার মনের ভাব লইয়া শিক্ষাপ্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের চেষ্টা

ফলবতী হইবে ইহা সম্ভাবনার মধ্যে হইতে পারেনা। এইরূপ সভাসমিতি প্রধানতঃ বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক গঠিত ছিল। খৃষ্টান পাদ্রীগণ ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশের লোকদিগকে খৃষ্টান করা এই পাদ্রীদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের নিকটে দেশের লোক ঘৃণা, অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্র ছিল। তাহাদের মনে স্নেহ কিম্বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। সকল সদাকাঙ্খা, সংচেষ্টা ও সংকর্ম্মের মূল আত্মসম্মানজ্ঞান। যে স্থানে আত্মসম্মানের উন্মেষ অথবা বিকাশ অসম্ভব এরূপ গুরুদিগের সংসর্গে অথবা সম্পর্কে বাঙ্গালীদিগের আত্মসম্মানজ্ঞান ও তজ্জনিত চেষ্টার উদ্রেক সম্ভব নহে। ফলে তাহা হয় নাই; সে কথা পরে বিচার করিব। তবে সৌভাগ্যের বিষয় অতি অল্প বাঙ্গালীই ইহাদের সংঘর্ষে আসিয়াছিল— এবং তাহাও অতি অল্পকালের জন্য। প্রথমে হিন্দু মুসলমান উভয়েই আগ্রহের সহিত যোগদান করেন ও অনেক সাহায্য করেন। স্কুলবুক সোসাইটী তিন বৎসরের মধ্যেই উঠিয়া যাইত; কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়ায় এতদিন জীবিত ছিল।

পাদ্রীগণ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কি করিয়াছেন এখন বিচার করিবার সুবিধা হইবে। তাঁহারা স্কুল স্থাপন অথবা পরিচালনা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। ১৮১৭ সালে স্কুলবুক সোসাইটি গঠিত হয়, তখন বাঙ্গালীরা হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছে। কেরী সাহেবের ও অপরাপর জনকয়েক ইংরেজের প্রথমে হিন্দু কলেজ পরিচালনা সভায় থাকিয়া সাহায্য প্রদানের কথা হয়, সে সঙ্কল্প কখনও কাজে পরিণত হয় নাই। যখন স্কুলবুক সোসাইটি গঠিত হইল তখন তাহার পরিচালনা সভায় ২৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন; ইহার মধ্যে ৫ জন ছিলেন সৈনিক কর্ম্মচারী (military officers), তিনজন পাদ্রী, ৮ জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ৮ জন এদেশীয় ভদ্রলোক। যে সকল

ইংরেজ কর্ম্মচারী সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা সকলেই তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন; এরূপ সভায় পাদ্রীগণ কর্ণধার হইবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। বলা বাহুল্য পাদ্রী কেরী এই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। পাদ্রীগণ কি উদ্দেশ্যে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, কেনই বা পরিত্যাগ করেন, তাহা নিম্ন-লিখিত পাদ্রীদিগের লিখিত পত্র হইতে প্রকাশ পাইবে। এ চিঠিখানি স্থানান্তরে দিয়াছি, তথাপি প্রয়োজনহেতু এ স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির অংশ মাত্র ছিল তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"It must ever remain a matter of regret that the Committee of this Institution (Calcutta School Society) was composed partly of Hindoos and Mahomedans who are quite indifferent to it, as well as of zealous Christians that thus it never established the Christian aspect which its founders had hoped the declining prejudices of their coadjutors would have gradually allowed it to assume; and in consequence the co-operation of missionaries has for various reasons been by degrees almost entirely withdrawn. (A letter to Dr. Duff anent the proposal of a Central Institution in Calcutta over the signatures of 15 missionaries in Calcutta.)"

এখন গুটীকতক কথা একত্র করা যাউক।

১৮১৫ সালে পাদ্রীরা এদেশে স্কুল খুলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের সঙ্কল্প করেন।

১৮১৬ সালে সে কাজ আরম্ভ হয়।

১৮১৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়।

১৮২৪ সালে মিশনারীগণ স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

১৮২৫ সালে তাঁহারা নূতন পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। সোসাইটি মন্তব্য প্রকাশ করেন (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) :—

"That the materials for a systematic course of elementary instruction are so ample in the Bengali, as to render it necessary to do little more than select, improve, and multiply the books which have been already printed."

বাঙ্গালীরা ও শিক্ষা।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত।)

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়; তখন ২।৪ জন বাঙ্গালী ইংরেজ আইন ব্যবসায়ীদিগের মুহুরী (clerk) হইত। ইহারা ইংরেজী শিখিতে চেষ্টা করিত। এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে Forsyth's Dialogue ইংরেজী বিদ্যার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তক ছিল। English Primer বলিয়া আর একখানি পাঠ্য পুস্তকের বিশেষ প্রচলন ছিল

"Which began with a vocabulary and ended with a metrical translation of the Ten Commandments; one couplet of which ran thus—

"Adore no other Gods but only one,
Worship not God by anything you see."

তখন পর্টুগীজদিগের বংশধরগণ কিছু কিছু ইংরেজী শিখিত. ও যে কাজে ইংরেজী জানার প্রয়োজন ছিল সেই কাজ ইহারাই করিত। সে সময়কার কাগজ পত্রে ইউরোপীয় বা ইউরেসিয়ান কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ফিরিঙ্গী বলিলে পর্টুগীজই বুঝাইত। গভর্ণমেণ্ট সরকারে অথবা ইংরেজ সওদাগরের অফিসে সামান্য চাকুরীর প্রত্যাশায় জন সাধারণের মধ্যে দু'একজন বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিত। প্রবাদ আছে রাম রাম মিশ্র বলিয়া এক ব্যক্তি প্রথমে ইংরেজীতে পণ্ডিত হন; তিনি ইংরেজী শিখাইতেন ও তাঁহার ছাত্র রাম নারায়ন মিশ্র আইন ব্যবসা করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অনেকে ইংরেজী শিখাইবার নিমিত্ত ইংরেজী স্কুল খুলিতেন। রাম মোহন নাপিত ও কৃষ্ণ মোহন বসু,

ভূষণ মোহন দত্ত, শিবু দত্ত, আরমানী আরাটুন পিটার্স ফিরিঙ্গী সেরবোর্ণ ইহাঁরা স্কুলের অধিকারী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা এই শেষোক্ত স্কুলে ছেলে পাঠাইতেন। ভদ্র বংশের অনেক বালকই তখন ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কালের উচ্চ শিক্ষা বলিলে ফারসী ও আরবী বুঝাইত। রাজসরকারে কাজ করিতে হইলে এই দুই ভাষায় জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন হইত। কেহ কেহ সংস্কৃতও পড়িতেন। রাম মোহন রায় ফারসী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরেজী এই কয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাধাকান্ত দেব ইংরেজী অভিধানের অনুকরণে ১৮০২ সালে বর্ণমালা হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮১০ সালের মধ্যেই বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও যাহাতে এ শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচার হয় সেই সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাম মোহন রায়, দ্বারিকা নাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কালীনাথ রায়, জয় নারায়ণ ঘোষাল ইঁহারা সকলে ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাহারও অর্থের অভাব ছিল না। দেশমধ্যে যাহাতে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হয় ইঁহাদের সকলেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু এই অভিনব ব্যাপার কিরূপে আরম্ভ করিতে হয় তাহা কাহারও জানা ছিল না। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল মানচিত্র, গোলক, রেজেষ্টারী, মাষ্টার মহাশয়, তাঁহাদের মাহিনা; ছাত্রদিগের বেতন, পরীক্ষা, প্রাইজ, পরিদর্শন, এসকল কাহাকে বলে তখন কেহ জানিত না।

তখন শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ায় পাদ্রীরা দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে খৃষ্টান স্কুল খুলিবার আয়োজন করিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষা দিবার পদ্ধতি কি, এরূপ বিদ্যালয়ে কিরূপে আরম্ভ করিতে হয়,

কি ভাবে চালাইতে হয়, কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হয়, এ সকল সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের তখন কোন জ্ঞানই ছিল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লর্ড ওয়েলেস্‌লি স্থাপিত করেন। কিন্তু সে কলেজ ইংরেজদিগের জন্য হইয়াছিল। নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ এই কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই শিক্ষা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকগণই সামান্য বেতনে প্রদান করিতেন। কলেজ পরিচালনা অথবা অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সহরে দু'একজন ফিরিঙ্গী ও আরমাণী স্কুল খুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে অতি সামান্য মাত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। আর এই সকল স্কুলে ধনী লোকের সন্তানগণই পড়িতে পারিত। আর এক কথা, ইংরেজী শিখিয়া যে বিশেষ লাভ হইবে তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। আইন আদালত ও সরকারী যাবতীয় কর্ম্মই ফারসিতে চলিত; যে স্থলে ইংরেজী জ্ঞানের আবশ্যক হইত পর্ত্তুগীজেরা করিত। পাদ্রীরা তখন ইংরেজী শিখাইতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট মুসলমান দিগের নিমিত্ত কলিকাতায় কেবলমাত্র এক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া ছিলেন ও তথায় আরবী, ও ফারসী শিক্ষা দেওয়া হইত। এরূপ স্থলে আগ্রহ থাকিলেও বাঙ্গালীদের পক্ষে বিনা সাহায্যে উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ সফল হইবে তাহা আশা করা সম্ভব নয়। তথাপি উদ্যোগকারীরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

১৮০৫ কি ১৮০৬ সালে বাঙ্গালীরা প্রথমে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, পুস্তকাদি ছাপাইতে আরম্ভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলেজের পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতেন। রাম রাম বসু বাঙ্গলা গদ্যে পত্র লিখিবার ধারায় লিপিমালা রচনা করেন। রাজীব লোচন মুন্সি রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের ইতিহাস লিখেন (History of Rajah Chrishna Chandra Roy, King of

Chrishnanagore); চন্দ্র চরণ মুখোপাধ্যায় ভগবতী গীতা অনুবাদ করেন। এই সকল পুস্তক গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংরেজ পরিচালিত মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত।

সত্বরেই বাঙ্গালীরা নিজেদের ছাপাখানা খুলিয়া নিজেরাই পুস্তক ছাপাইতে আরম্ভ করে। এতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে কোন বাঙ্গালী চেষ্টা করে নাই। পণ্ডিত ভিন্ন প্রায় কোন বাঙ্গালী ব্যাকরণ অথবা বানান শুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে পারিত না। সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণের বিশেষ আগ্রহ তখন জন্মায় নাই। রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম লিখিবার আয়োজন করিতেছিলেন। রাম মোহন রায় তখন কাশী, কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিতেছেন। কালী শঙ্কর ঘোষাল তখন যোগবাশিষ্ট রামায়ণের অনুবাদ আয়োজন করিতেছেন। পরে বিনামূল্যে তিনি এই পুস্তক-খানি বিতরণ করেন। জনকতক নবাগত ইংরেজ, বিশেষ পাদ্রীগণ, দেশীয় পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে ছিলেন: কোলব্রুক তাঁহাদের সাহায্যে ইংরেজীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন, হিতোপদেশ, দশ কুমার চরিতের ইংরেজী অনুবাদ করেন। পাদ্রী কেরি ইংরেজীতে আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮০৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পারিতোষিক বিতরণের দিনে তিনি সংস্কৃত ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৮১০ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ইংরেজী ও নূতন ধরণের বাঙ্গলা শিক্ষার অবস্থা এইরূপ ছিল।

১৮১০ হইতে ১৮২০ সালের মধ্যে এদেশের শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। যে দুই কারণে সকল দেশেই সকল সময়েই শিক্ষার বিস্তার হয়, সেই দুই কারণের এদেশে অভাব ছিল না। একদিকে দেশের লোক

(তখন সংখ্যায় অল্প) শিক্ষা লাভের নিমিত্ত লালায়িত, অপরদিকে দেশের মধ্যে গণ্যমান্য ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক (তাঁহাদের সংখ্যা তখন অতি সামান্য) শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী শিক্ষা এই ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়! ১৮১০ হইতে ১৮২০ সালের মধ্যে ইহার ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বীজ রোপিত ও অঙ্কুরিত হয়। এই দশ বৎসরেও গভর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য অথবা ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব দশ বৎসরের ন্যায় উদাসীন ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত মাদ্রাসা সমগ্র বাঙ্গলাদেশে একমাত্র বিদ্যালয় ছিল। ১৮১৫ সালে চুঁচুড়ায় পাদ্রীদিগের পরিচালিত কয়েকটি স্কুলে সাহায্য প্রদান করিতে বাৎসরিক দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ায় পাদ্রীরা যে উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপনা করিতে সংকল্প করেন ও তাহার পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে যে উপায় অবলম্বন করেন তাঁহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ১৮১৩ সালে ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের আদেশ মত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শিক্ষার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া ছিল। তাহারও পরিণাম পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

যে টাকা জমিত, শিক্ষার নিমিত্ত সেই টাকার একপয়সাও ব্যয় হইত না। ১৮১৮ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্ শিক্ষা সম্বন্ধে পুনরায় তাগিদ পাঠান, তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। তখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের মত ছিল যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তখনকার মিশনারীগণ ইংরেজী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন বুঝিতেন না, সেই কারণে ইংরেজী শিক্ষা দিতে চেষ্টাও করিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন যে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গলা শিক্ষার দ্বারাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে! রাম মোহন রায় প্রমুখ বাঙ্গালীগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিশেষ ইংরেজী শিক্ষা, প্রচারের জন্য তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-

ছিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে ডেভিড্ হেয়ার তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিলেন।

১৭৭৫ সালে স্কটল্যাণ্ড দেশে এবার্ডিন নগরে ডেভিড্ হেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে ঘড়ির কাজ শিখিয়া ছিলেন ও পরে সেই কাজ করিতেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে আসেন, এখানে সেই কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন, পরে সঙ্গতিপন্ন হইলে গ্রে নামক একটী ইংরেজকে ব্যবসাটী বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বাণিজ্য করিতে গিয়া তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয়। শেষে (এখনকার) হেয়ার ষ্ট্রীটে তাঁহার নিজের নির্ম্মিত বসত বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। শেষ অবস্থায় তিনি কলিকাতার ছোট আদালতে কমিসনার (জজ) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২ সালে ৬৭ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার কাল হয়।

ডেভিড্ হেয়ার এদেশের লোকদিগের সহিত মিশিতেন, এদেশ-বাসিগণের সহিত তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতি ছিল। সে কালের অনেক বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রকৃত প্রণয় ও সৌহৃদ্য ছিল; বিশেষ বাঙ্গালী বালকদিগকে তিনি অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। যাহাতে তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা হয় তাহার জন্য নিয়তই চেষ্টা ও যত্ন করিতেন।

তিনি নিজ ব্যয়ে বাঙ্গালী বালকদিগের জন্য একটী স্কুল স্থাপিত করেন; ঠন ঠনিয়ার কালী মন্দিরের নিকট এই স্কুলটি ছিল। স্কুল সোসাইটির আরপুলি লেনস্থিত স্কুলটি ইনি গ্রহণ করেন। যাহাকে এখন হেয়ার স্কুল বলে উটি স্কুল সোসাইটীর স্থাপিত স্কুল, প্রথম ইহার নাম ছিল School Society's School; পরে ইহার নাম হয় Colootola-Branch School। এতদ্ভিন্ন অনেক স্কুলে তিনি সাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি একসময়ে কলিকাতার স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক ছিলেন; পরে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ খোলা হয় তিনি

তাহারও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। হিন্দু কলেজের পরিচালক সভার সভ্য মধ্যে তাঁহার নাম ছিল। হিন্দুকলেজ খোলা হইলে প্রায় প্রতি দিনই কলেজে আসিতেন, বালকদিগকে পুস্তক দিতেন, পরীক্ষা করিতেন, পড়াইতেন, কলেজের খাতাপত্র দেখিতেন ও হিসাব্ পরীক্ষা করিতেন।

ডেভিড হেয়ার অনেক বিষয়ে এ দেশের লোকদের আচার অনুসরণ করিতেন। তখনকার ইংরেজদিগের মত মদ্যপায়ী ছিলেন না, অল্পই মাংস খাইতেন, সে কালের মুনিঋষিগণের ফল মূল ভোজনের সুখ্যাতি করিতেন। বাঙ্গালীদের বাড়ী আসিয়া মাগুরমাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইতেন, বাঙ্গালী বাড়ীতে প্রস্তুত পিঠা পুলি খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। নিঃস্বহায় বাঙ্গালী বালকদিগের তিনি পিতৃস্বরূপ ছিলেন, বেতন দিয়া পড়াইতেন, নিজের অর্থ দিয়া বই কিনিয়া দিতেন, অনেককে বাসাখরচ দিতেন। তখন পাল্কিতে যাতায়াত প্রথা ছিল। নিজের পাল্কিতে ঔষধ রাখিতেন, বালকেরা পীড়িত হইলে তাহাদের বাড়ী গিয়া ঔষধ সেবন করাইতেন, নিজের অর্থে উপযুক্ত চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেন। বাঙ্গালীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। এদেশে কোটী কোটী ইংরেজ অসিয়াছে কেহই ডেভিড হেয়ারের ন্যায় স্নেহ ও ভক্তিভাজন হয় নাই।

সে সময় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণ দেশে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ডেভিড হেয়ারের নিকট কথাবার্ত্তা করিতেন। কি করিলে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল খোলা যায় তখন তাহাই ভাবিবার বিষয় ছিল। বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে এবিষয়ে কাহারও তখন অভিজ্ঞতা ছিল না। একজন নেতার প্রয়োজন। যদি ইংরেজ কেহ নেতা ও পথপ্রদর্শক হইয়া সাহায্য করে তবেই স্কুল খোলা সম্ভব। এরূপ ইংরেজ পাওয়া যায় কোথায়? কেবা সংগ্রহ করিয়া দিবে? ডেভিড হেয়ার নিজে উচ্চ শিক্ষা

প্রাপ্ত হন নাই। স্কুল খুলিতে বা চালাইতে তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। এ কাজ করিতে এদেশবাসী একজন উপযুক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না।

ইংরেজদিগের মধ্যে সমাজগত জাতিভেদ প্রথা চিরকালই বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশবাসী ইংরেজগণের মধ্যে এ পার্থক্য অনেক বেশী। প্রথম ভেদ সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ। উহাদের হিসাবে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ইংরেজ একজন বেসরকারী ইংরেজ অপেক্ষা উচ্চজাতীয়। সরকারী ইংরেজদিগের মধ্যে সৈনিক পুরুষ (Military Officer) ও সিভিলিয়ান এই দুইজন মুখ্য কুলীন. সামাজিক হিসাবে সকল ইংরেজ ইহাদিগের নীচে। সওদাগর ইংরেজের তখন সাধারণ নাম ছিল বাক্সওয়ালা। ডেভিড্ হেয়ার একজন দোকানদার মাত্র ছিলেন, বিশেষ অর্থশালী দোকানদারও নহে। তাঁহার ন্যায় একজন সামান্য বাক্সওয়ালার নামজাদা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী গণের সহিত ঘনিষ্টতা থাকা সম্ভব নহে। "Scarcely is the most opulent tradesman ever permitted to dine with a civil servant." তাহার উপর ডেভিড্ হেয়ার খৃষ্টান ছিলেন না, একথা সকলে জানিত, তিনিও অস্বীকার করিতেন না। তাঁহার কলঙ্কের আরও এক কারণ ছিল, তিনি এ দেশীয় লোকদের সহিত মিশিতেন। এরূপ অশেষ দোষশালী লোক, যে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিয়া দিবেন ও সেই ব্যক্তি বাঙ্গালীদিগের নিমিত্ত ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে সাহায্য অথবা সহকারিতা করিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮১৩ সালে নভেম্বর মাসে সার হেনেরি হাইড্ ইষ্ট (Sir Henry Hyde East) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়া আসেন। এখনকার ন্যায় তখনকার বাঙ্গালীরাও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের

সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) এই শ্রেণীর একজন লোক ছিলেন। ইষ্ট সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা ফলে বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহানুভূতি আছে। তখনকার গভর্ণর জেনারেল মারকুইস্ অব হেষ্টিংস্ (Marquis of Hastings) এদেশীয় লোকদের শিক্ষার প্রতিকূল ছিলেন না, তাঁহার এ সম্বন্ধে মন্তব্যের অংশ স্থানান্তরে দিয়াছি।

১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে বাঙ্গালীরা টাউনহলে শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সভা আহ্বান করেন। সার হেনেরী ইষ্ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন, পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা ভাষায় বলেন। একজন পণ্ডিত বক্তা শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহা বলেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ নীচে দিলাম। মূলটি আমি দেখি নাই।

"We have been in our days a learned nation, and there are still a few learned men among us, but science has been over-whelmed in a rapid succession of barbaric governors and the light of learning nearly extinguished. Now, however, we trust that its embers are reviving and that we shall become a learned people."

ইংরেজী কলেজ খুলিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রামমোহন রায়। পরামর্শ, অন্দোলন, উৎসাহ সকল বিষয়ে তিনি নেতা ছিলেন; কিন্তু যখন কলেজ খোলা স্থির হয় তিনি এক কারণে প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে

তাঁহার মত তৎকালীন প্রচলিত মত হইতে বিভিন্ন ছিল। দেশের লোকের সহিত তাঁহার মত লইয়া বিচার প্রতিবাদ চলিত। তাঁহার হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সে সময়ের অনেকের মনে ঘোর সন্দেহ ছিল। এরূপ স্থলে কলেজের উদ্যোগীগণের সহিত প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিলে পাছে ভাবী কলেজের কোনরূপ অমঙ্গল বা বিপদ ঘটে তিনি এই আশঙ্কায় অপরাপর অনুষ্ঠাতৃগণকে অনুরোধ করেন যেন তাঁহার নাম এ অনুষ্ঠানের সহিত প্রকাশ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়।

আমাদিগের অকৃতজ্ঞতার কথা এক শ্রেণীর ইংরেজদের নিকট হইতে অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুর্নামের তলে কতদূর সত্য আছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ডেভিড হেয়ার বাঙ্গালীদিগের যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত বাঙ্গালীজাতি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালীরা নিজব্যয়ে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তুত করায়। সার হেনরি হাইড্ ইষ্ট কলেজ খুলিতে সহায়তা প্রদান করেন। বাঙ্গালীরা তাঁহারও সম্মানার্থে নিজব্যয়ে প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করায়।

"His (Sir Henry Hyde East's) statue has been erected in the Grand Jury room of the Supreme Court at the expense of the Hindu gentlemen of this Presidency (Letter of Rajah Sir Radha Kanta Dev)."

১৮১৭ সালে ২০ শে জানুয়ারী সোমবার গরানহাটার গোরা চাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ খোলা হয়, পরে চিৎপুরে রূপচাঁদ রায়ের বাড়ীতে ও পরে ফিরিঙ্গী কমল বোসের বাড়ীতে কলেজ বসে। কমল বোসের নিবাস ছিল চন্দন নগরের নিকট বোড়োগ্রামে। তাঁহার পিতা ফরাসী দিগের চাকুরী করিতেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহাকে ফিরিঙ্গী নাম দিয়াছিল। ১৮২৫ সালের জানুয়ারী মাসে যে বাটীতে

এখন হিন্দু স্কুল আছে সেই বাটীতে হিন্দু কলেজ উঠিয়া আসে। কলেজ স্থাপন করিতে বাঙ্গালীরা আপনাদিগের মধ্য হইতে একলক্ষ তের হাজার একশত উনিশ টাকা সংগ্রহ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয় কৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ দাস ইঁহারা প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। রাধা কান্ত দেব, রাধা মাধব বন্দোপাধ্যায়, রাম কমল সেন, রসময় দত্ত ইঁহাদের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যারেটো ব্যাঙ্কে (Baretto & Sons) টাকা গচ্ছিত থাকে। বর্দ্ধমানের মহারাজা ও চন্দ্রকুমার ঠাকুর হইলেন গভর্ণর গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ দাস, রাধা কান্ত দেব, রাধা মাধব বন্দোপাধ্যায় ইঁহারা হইলেন ডিরেক্টারস্ (Directors) ইঁহাদের মধ্যে ৪ জন লইয়া পরিচালনা সমিতি গঠিত হইল। লেফটেনেণ্ট আরভিন্ (Lieutenant Irvine) দুইশত টাকা বেতনে ইংরেজী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ও রসময় দত্ত ১০০৲ টাকা বেতনে বাঙ্গলা বিভাগের সম্পাদক হইলেন। যে টাকা উঠে তাহার সমস্তই বাঙ্গালীরা দিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে হাইড ইষ্ট সাহেব একশত টাকা, সরকারী খৃষ্টানধর্ম্ম বিভাগের তৎকালীন প্রধান কর্ম্মচারী বিশপ মিডলটন একশত টাকা ও মিঃ ব্যোরেটো একশত টাকা দান করেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল যে দশজন ইংরেজ ও বিশজন বাঙ্গালী লইয়া পরিচালনা সমিতি গঠিত হইবে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইংরেজরা প্রথম হইতে যোগদান করেন নাই।

হিন্দু কলেজের সংক্ষেপ ইতিহাস পরে লিখিব। ১৮১০ হইতে ১৮২০ সালের মধ্যে এদেশের শিক্ষার অবস্থা এখন বুঝা যাইবে। এদশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান বালকদিগকে আরবী ও কারসি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একমাত্র গভর্ণমেণ্ট কলেজ মাদ্রাসা ছিল। অন্য কোন প্রকার স্কুল বা কলেজ বাঙ্গলা দেশে গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন

নাই। নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট ১৮১৩ সালে এদেশে শিক্ষার নিমিত্ত প্রতি বৎসরে যে লক্ষটাকা ব্যয় করিতে আদেশ করেন তাহার এক কপর্দকও শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করা হয় নাই। কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালীরা অনেক স্কুল স্থাপিত করিয়াছিল। ১৮২০ সালে অন্যূন দশ সহস্র বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া ছিলেন। বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইঁহারা প্রায় সকলেই শিক্ষা লাভ করেন। ১৮১৭ সালে জানুয়ারী মাসে তৎকালীন জনকতক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী নিজ ব্যয় ও পরিচালনায় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত হিন্দু কলেজ স্থাপিত করেন।

সেই বৎসরই জুলাই মাসে সার হেনেরী হাইড্ ইষ্ট প্রমুখ জন কয়েক প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী ও কতকগুলি পাদ্রী ও সৈনিক পুরুষ জনকয়েক বাঙ্গালীকে লইয়া স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত করেন।

পর বৎসর ১৮১৮ সালে ইহাদেরই মধ্যে জন কয়েক লইয়া Calcutta School Society গঠিত হয়। স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় পাচটা স্কুল খুলেন। আরপুলীর স্কুল অনেক দিন জীবিত ছিল। ডেভিড্ হেয়ার এই স্কুলটি পরে নিজ ব্যয়ে চালাইতেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাহাদের স্থাপিত কলিংগার স্কুলটি আর ব্যাপটীষ্ট মিশনারীরা তাঁহাদের টালার স্কুল সোসাইটির হস্তে প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটি ২০টী করিয়া ছাত্র হিন্দু কলেজে পড়াইত ও তাহাদের ব্যয়ের নিমিত্ত মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিত। মিশনারীগণ শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিতেন পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এ দশ বৎসরে স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক ব্যতীত বাঙ্গালীরা আপনাদের স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রে অনেক পুস্তক ছাপায়। কতক গুলির নাম পরে দিয়াছি।

১৮১৬ সালে প্রথম বাঙ্গলা সংবাদ পত্র Bengal Gazette প্রকাশিত হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন। মূল্য ছিল বার্ষিক ১২৲ টাকা।

এই কয়বৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান হয়। ভূকৈলাসের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৫ সালে কাশীতে স্কুল খুলিতে ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেন। তখন এই টাকার সুদ বাৎসরিক ৩ হাজার টাকা পাওয়া যাইত। এই সুদে স্কুল চলিত। স্কুল পরিচালনার ভার একটী ইংরেজ পাদ্রীদিগের কমিটীর উপর অর্পণ করেন। কাশীর অন্ধাশ্রমও এই বংশের দান।

এদেশীয় ভাষাতে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়—ভগবৎ গীতা। প্রবাদ আছে উইলকিন্স নামে একজন সিভিলিয়ান (ইনি পরে Sir Charles Wilkins হন) নিজ হস্তে হরফ খোদাই করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে এনড্রুস (Andrews) বলিয়া একজন পুস্তক বিক্রেতা ছিল। তাহার একটী ছাপাখানা দোকানের সহিত সংলগ্ন ছিল। ইহারই ছাপাখানায় হ্যালহেড্ সাহেব কৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণ (Halhead's Bengalee Grammar) মুদ্রিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পি (Sir Elijah Impey) এদেশের আদালতের নিমিত্ত প্রথমে নিয়ম ও আইন ইংরেজী ভাষায় সংকলন করেন—জোনাথান ডানকান বলিয়া একজন সিভিলিয়ান ইহার বঙ্গানুবাদ করেন ও ইহা পরে কোম্পানির ছাপাখানায় (Company's Press) মুদ্রিত হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের জমী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিধি বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হয়।

উপরে লিখিত উইলকন্স সাহেব পঞ্চানন নামে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মকারকে হরফ খোদাই কার্য্য শিখান। শ্রীরামপুরে পাদরীদিগের

ছাপাখানা স্থাপিত করিবার পর পঞ্চানন শ্রীরামপুরে আসে। পঞ্চানন দেবনাগরী প্রভৃতি হরফ খোদাই করে। পঞ্চানন স্বসম্প্রদায়ভুক্ত মনোহর বলিয়া এক ব্যক্তিকে এই কার্য্য শিখায়। মনোহর দক্ষ ও কর্ম্মপটু শিল্পী ছিল। সে অনেক দিন পর্য্যন্ত শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কাজ করে। বাঙ্গলা, দেবনাগরী, ফারসি প্রভৃতি ভাষার অক্ষর সেই প্রথমে খোদাই করে।

"Monohar, an expert and elegant workman, who was subsequently employed for forty years in the Serampore Press and to whose exertions and instructions, Bengal is indebted for the various beautiful founts of the Bengalee, Nagree, Persian, Arabic (?) and other characters which have been gradually introduced into the different Printing establishments."

শ্রীরামপুরের কাঠের উপর খোদাই কাজ (wood engraving) অনেক দিন প্রচলিত ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, কিম্বা তাহার কিছু পরে, একজন ইংরেজ ছিট তৈয়ারি করিবার নিমিত্ত একটা কারখানা খোলে। তেঁতুল কাঠের উপর নক্সা খুদিয়া ছিট তৈয়ারি করিত; ইহাই জনকতক এদেশের লোক শিখে।

"About two years ago a European had established a factory for printing calico about two miles from Serampore, and instructed several Natives in the art of engraving his patterns upon blocks of tamarind wood."

ইহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী শিল্পী, চিনে অক্ষর তেঁতুল কাঠের উপর খোদাই করে।

১৮২০ সালে সমস্ত বাঙ্গলা দেশে (বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা) মুসলমান বালকদিগের পড়িবার নিমিত্ত একমাত্র গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত কলেজ (মাদ্রাসা) ছিল। হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২১ সালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ—সরকারী কাগজে কাশীর হিন্দু কলেজ নামের অনুকরণে তখন তাহাকে হিন্দু কলেজ বলিত—খুলিবার কথা হয়। ১৮২৩ সালে এই কলেজ খোলা হয়, পর বৎসর বর্ত্তমান গৃহে এই কলেজটী উঠিয়া আসে। ইংরেজী শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় তখন এদেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের ছিল না। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু এসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। ১৮২১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা (Court of Directors) তৎকালীন ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট যে মন্তব্য পাঠান তাহাতে প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে লিখেন ঃ—

"The ends proposed in the institution of the Hindoo College (সংস্কৃত কলেজ), and the same may be affirmed of the Mahommedan, were two; the first, to make a favourable impression, by our encouragement of their literature, upon the minds of the Natives; and the second, to promote useful learning. You acknowledge, that if the plan has had any effect of the former kind, it has had none of the latter; and you add, that, it must be feared that the discredit attaching to such a failure has gone far to destroy the influence which the liberality of the endowments would otherwise have had.

"We have from time to time been assured that those colleges, though they had not till then been useful, were,

in consequence of proposed arrangements, just about to become so ; and we have received from you a similar prediction on the present occasion.

"We are by no means sanguine in our expectation, that the slight reforms, which you have proposed to introduce, will be followed by much improvement ; and we agree with you in certain doubts, whether a greater degree of activity, even if it were produced on the part of the masters, would, in present circumstances, be attended with the most disirable results.

"With respect to the sciences, it is worse than a waste of time, to employ persons, either to teach or to learn them in the state in which they are found in the oriental books. As far as any historical documents may be found in the oriental language, what is desirable is, that they should be translated ; and this, it is evident, will best be accomplished by Europeans who have acquired the requisite knowledge. Beyond these branches what remains in oriental literature is poetry ; but it never has been thought necessary to establish colleges for the cultivation of poetry, nor is it certain that this would be the most effectual expedient for the attainment of the end.

"In the meantime, we wish you to be fully apprised of our zeal for the progress and improvement of

education among the Natives of India and of our willingness to make considerable sacrifices to that important end, if proper means for the attainment of it could be pointed out to us ; but we apprehend that the plan of the institutions, to the improvement of which our attention is now directed, was originally and fundamentally erroneous. The great end should not have been to teach Hindu learning or Mahommedan learning but useful learning. No doubt, in teaching useful learning to the Hindoos or Mahommedans, Hindoo media or Mahomedan media, as far as they were found the most effectual, would have been proper to be employed, and Hindoo or Mahomedan prejudices would have needed to be consulted, while everything which was useful in Hindoo or Mahommedan literature it would have been proper to retain ; nor would there have been any insuperable difficulty in instructing, under these reservations, a system of instruction from which great advantage might have been derived. In professing, on the other hand, to establish seminaries for the purpose of teaching mere Hindu or mere Mahommedan literature, you bound yourselves to teach a great deal of what was frivolous, not a little of what was purely mischievous and a small remainder, indeed, in which utility was in any way concerned.

"We think that you have taken, upon the whole, a rational view of what is best to be done. In the institutions which exist on a particular footing, alterations should not be introduced more rapidly than a due regard to existing interests and feelings will dictate; at the same time incessant endeavours should be used to supersede what is useless or worse in the present course of study by what your better knowledge will recommend.

"In the new college which is to be instituted, and which we think you have acted judiciously in placing at Calcutta, instead of Nuddea and Tirhoot, as originally sanctioned, it will be much further in your power, because not fettered by any preceding practice, to consult the principle of utility in the course of study which you may prescribe. Trusting that the proper degree of attention will be given to this important object, we desire that an account of the plan which you approve may be transmitted to us, and that an opportunity of communicating to you our sentiments upon it may be given to us, before any attempt to carry it into execution is made".

দার্শনিক মিলের পিতা, ইতিহাস লেখক মিল, এই মন্তব্যটী লিখেন। ইহার প্রত্যুত্তরে তৎকালীন যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত মাদ্রাসায় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গুটিকতক বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারা লিখিলেন যে "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব

এদেশের লোকেরা অনুভব করেনা ও এ শিক্ষা দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নাই।"

তথাপি ভারত পরিচালনা সভার প্রেরিত মন্তব্যে কিছু ফল হইয়াছিল। এদেশের রাজপুরুষেরা লিখেন :—

"At the same time we are fully aware of the value of the accessories which may be made from European science and literature to the sum total of Asiatic knowledge and shall endeavour in pursuance to the sentiments and intentions of Government to avail ourselves of every favourable opportunity for introducing them when it can be done without offending the feelings and forfeiting the confidence of those for whose advantage their introduction is designed".

"যাহা হউক পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে লাভ হয় তাহা এদেশীয় শিক্ষার সহিত সম্মিলিত হইলে যে উপকার হইবে তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি; গভর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত পাইলেই, ও যাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহাদের বিশ্বাস ও পূর্ব্ব সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিলে এইরূপ শিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিব।"

স্বাক্ষরকারীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

J. H. Harrington, J. P. Larkins, W. B. Martin, J. C. Sutherland, H. Shakespeare, Hart Mackenzie, H. H. Wilson, A. Sterling, W. B. Bayley.

যে সময়ে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্ এই মন্তব্য পাঠান সেই সময় বাঙ্গালীগণ স্থাপিত হিন্দু কলেজ ও পাদ্রীগণ স্থাপিত শ্রীরামপুরের

কলেজ ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালীরা ইংরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার জন্য শত শত স্কুল গ্রামে ও সহরে স্থাপন করিয়াছে। আরবী, ফারসি, বিশেষ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার পাদ্রীগণ অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এই শিক্ষা প্রচলন ও সাহায্যের বিপক্ষে এদেশে ও ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন করিতেন। বাঙ্গালীরা তখন ইংরেজী শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন ও যাহাতে দেশমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহারাও সময়ে সময়ে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত পাদ্রীগণের সহিত যোগদান করিতেন।

সরকারী সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

১৮২৩ সালে বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে। এতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত একটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল। কলিকাতায় মুসলমান বালকদিগের জন্য মাদ্রাসা ছিল। স্থির হইয়াছিল কলিকাতায় হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত একটি সংস্কৃত কলেজ (Hindoo College) খোলা হইবে। দুইটী বিদ্যালয়ই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত হইত। দেশের জন সাধারণের শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট এই বৎসর (১৮২৩) স্থির করিলেন যে একটী সাধারণ শিক্ষা সমিতি গঠিত হইবে। লর্ড হেষ্টিংস ১৮২৩ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার স্থানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি এদেশে আসিবার কিছু দিন পরে এই মন্তব্যটী প্রকাশ হয়। মন্তব্যটী নিম্নে সবিস্তার মুদ্রিত করিলাম।

To

The Honourable J. H. Harrington, Esq.
J. P. Larkins, „
W. R. Martin, „
W. B. Bayley, „
H. Shakespeare, „
H. Mackenzie, „
H. T. Prinsep, „
J. C. Sutherland, „
A. Sterling, „
and
H. H. Wilson. „
&c. &c. &c.

" Gentlemen,

I am directed to inform you, the Honourable Governor General in Council has been pleased to appoint you a General Committee of Public Instruction for the purpose of ascertaining the state of public education under the Presidency of Fort William and of considering, and from time to time submitting tc Government, the suggestion of such measures as it may appear expedient to adopt with a view to the better instruction of the people, the introduction of useful knowledge, including the sciences and arts of Europe, and to the improvement

of their moral character. Mr. Harrington has consented to assume the office and designation of President of your Committee, and it is to be understood that the Persian Secretary to the Government for the time being will be a member ex-officio. In the absence, on public duty or otherwise, of the President, the senior member will preside at your deliberations, assuming the character and designation of the Vice-President.

"For your further information, I am desired to transmit herewith a copy of the Resolution passed in the Territorial Department on the 17th instant, regarding the institution of a Committee of Public Instruction and the mode in which the correspondence of Government on the subject of education is hereafter to be conducted. The same document will apprise you on the funds which it has been determined to appropriate, (subject to the approval of the Honourable the Court of Directors) to the objeet of Public Education.

It is unnecessary in this stage of proceedings, to enlarge on the objects contemplated by Government in the institution of your Committee, or on the general views and sentiments, at present entertained by the Governor-General in Council, regarding the most expedient and judicious means of carrying them into effect. The consideration of those topics will naturally

arise out of the reports and suggestions to be submitted by you, a primary purpose of which will be to collect a body of facts and opinions, on a comparison and examination of which the only safe and practical conclusions can be formed. I am directed, therefore, to confine this communication to the following instructions and observations relative to the constitution and function of your Committee: the object to which your attention should, in the first instance, be more immediately given, and the questions of a general nature which the Government is desirous of referring for your early and deliberate consideration and report.

The Governor-General in Council has resolved, that your Committee shall exercise, through sub-committees, or individual members as may appear to you more expedient, the superintendence of all the Government seminaries at the Presidency, an arrangement which will of course supersede the necessity of maintaining separately the existing Mudrussah and Sanskrit College Committees. The Governor-General in Council leaves to your discretion to determine the particular mode of conducting the above branch of your duties; and until this be definitely arranged, the superintendence should be exercised by you collectively in which case, the order of the President and a

majority of members will of course be sufficient authority for the issue of any instruction or application.

To aid you in the management and execution of the detailed business of the office now confided to you the following Secretaries will be immediately appointed, viz.

Dr. Lumsden, Secretary in Mudrussah and Mahommedan School Department, with his present allowances.

Lieutenant Price, Ditto, for the Hindoo College and Hindoo Schools, with a salary of sicca rupees 300 per mensem.

It appears to Government proper also that a General Secretary should be appointed to your Committee; and Dr. Wilson, your junior member, will accordingly be requested to undertake the duty. The Governor-General in Council has been pleased to assign an allowance of sicca rupees 500 per mensem to be drawn by the gentleman, holding the above situation, to cover all charges for office rent and establishment.

The correspondence of the Mofussil Committee of Benares, and of any others, which may be hereafter established in the Provinces, will be conducted through the General Committee. It will of course be your duty to bring regularly to the notice of the Governor-General in Council, the annual reports of Local Committees, as

also all statements or suggestions which they may be at any time desirous to have communicated to Government, with your own sentiments thereupon.

The Governor-General in Council requests that you will open an early examination with the local agents throughout the Provinces, to ascertain what endowments exist in the several districts under this Presidency, applicable to purposes of education.

The local agents at Agra, having already submitted in the Territorial Department, propositions regarding the appropriation of a fund, which it has been determined by Government to apply to purposes of education, you will be pleased to take them into your immediate consideration, more especially those contained in their letter dated 19th April, 1822. The correspondence on the subject is herewith transmitted in original, as per margin.

You are requested to give your early attention to the completion of the arrangements for the construction of the proposed Hindoo College of Calcutta, [এ স্থলে হিন্দু কলেজের অর্থ সে সময়ে প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ] and new Mudrussah. In determining finally on the plans of those edifices you will of course, advert fully to any change in their form and distribution, which may be required by the change contemplated in the studies and discipline

of the institutions under the resolution of Government to introduce European science, as far as practicable.

"It will be an especial and material part of your duty to report, after due enquiry and reflection, on the points adverted to in the 7th paragraph of the Resolutions of Government in the Territorial Department, dated 21st August, 1821, and also on the different questions of a general nature, embraced in the letter of the Mudrussah Committee, dated 30th May last, on which the Government reserved its determination. Amongst these none are of more serious importance than the consideration in communication with the principal judicial and revenue authorities, how the acquirements of the students at the different seminaries can best be rendered available for the benefit of the public; and again, how the constitution of the public officers and the distribution of the employments can be made the means of exciting (sic) to study, and of rewarding merit.

The Governor-General in Council observes, that your Committee cannot, of course, exercise any authority over private schools, but you will naturally communicate with and encourage all persons, Native and European, who may be engaged in the management and support of such institutions and will afford your assistance in providing for the safe custody and improvement of any

funds, which may be devoted to the object of education by individuals.

The officers of account will be directed to prepare regular accounts of the receipts and disbursements of all institutions now existing, and will also hereafter carry to the credit of the Committee a sum equivalent to the amount which Government has resolved to appropriate deducting the annual expense of institutions, established since the new Charter for which funds had not been assigned previous to its enactment.

The correspondence which it will be necessary for your Committee at present to refer to, will be found, with exception to the documents now transmitted, on the records, respectively, of the Calcutta Mudrussah and Sanskrit College Committee.

I have &c. &c.

July 31st, 1823. (Signed) A. Sterling,
Act. Dept. for Sect.
to the Govt. in charge.'

গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তৎকালীন সেক্রেটারি ষ্টারলিং, হ্যারিংটন প্রভৃতি জনকতক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী-দিগকে জানাইলেন যে গভর্ণর জেনারেল তাঁহাদিগকে "জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌সট্রাকসান" নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাও বুঝাইয়া দেন।

এদেশে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে ইহাই শিক্ষার প্রথম সূচনা। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালনার নিমিত্ত যে দুইটি স্বতন্ত্র সমিতি ছিল সেই দুইটী উঠিয়া গেল। ডাক্তার লামস্‌ডেন (Lumsden) ৩০০৲ টাকা বেতনে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ও লেফটেন্যাণ্ট প্রাইস্ (Lieutenant Price) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হইলেন; এবং এই দুই জনের উপর ডাক্তার উইলসন (H. H. Wilson) ৫০০৲ টাকা বেতনে জেনারেল কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। জগৎচন্দ্র রায়, রাজকৃষ্ণ গুপ্ত ও রামকমল সেন কমিটির অফিসে কর্ম্মচারী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আরও আদেশ করিলেন যে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের নিমিত্ত যেন শীঘ্রই গৃহ নির্ম্মাণ হয়। মন্তব্যটির তারিখ ৩১শে জুলাই, ১৮২৩ সাল।

পত্রখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবার বিশেষ উপযুক্ত। যাঁহাদের নামে ইহা লিখিত হয় তাঁহারা সেই সময়কার শিক্ষার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। Shakespeare, Larkins, Prinsep. Bayley, Saunders, Mackenzie, Thomson ইহাদের মধ্যে অনেকেই মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ কমিটির সদস্য ছিলেন। ইঁহারাই আবার কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর পরিচালনা সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। সকলেই সেই সময়কার ভিন্ন ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। অনেকেই লাট সাহেবের মন্ত্রণা সমিতির সদস্য ছিলেন।

সমিতিটি মন্ত্রণা সমিতি (Advisory Council) হইল, কার্য্যকরী (Executive Body) নহে। শিক্ষার সম্বন্ধে কি করা যুক্তিসিদ্ধ সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ প্রদান ইহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে হইল :—

"And from time to time submitting to Government the suggestions of such measures as it may appear

expedient to adopt with a view to the better instruction of the people ; to the introduction of the useful knowledge, including the sciences and arts of Europe and to the improvement of their moral character."

গভর্ণমেণ্টের সহিত শিক্ষা সমিতির সম্পর্ক হইল শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান। দেশের লোকের শিক্ষার সহিত সম্পর্ক হইল—পরিদর্শন ও পরিচালনা (superintendence) ও স্থানে স্থানে সাহায্য দান।

"The Governor General in Council has resolved that your Committee shall exercise through sub-committees or individual members, as may appear to you more expedient, the superintendence of all Government seminaries at the Presidency."

যে সকল ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট স্কুলে পড়িবে তাহাদের সম্বন্ধে সমিতির প্রতি আদেশ হইল :—

"Amongst those none are of more serious importance than the consideration in communication with the principal revenue and judicial authorities, how the acquirements of the students at the different seminaries can best be rendered available for the benefit of the public ; and again, how the constitution of the public offices and the distributions of the employment can be made the means of exciting (sic) to study, and of rewarding merit."

যে সকল বালক শিক্ষা পাইবে তাহারা পরে দেওয়ানী বিভাগে

কতদূর ও কি কার্য্য করিতে পারে সে বিষয়ে জজ ও রেভেনিউ কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। আর চাকরী পাইবার আশায় বালকদিগের শিক্ষার ইচ্ছা কতদূর উত্তেজিত হইতে পারে তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই হইল গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলসমূহের কথা। সে সময়ে বাঙ্গালীরা অনেক স্কুল খুলিয়া ছিল। তাহাদের সহিতও সম্পর্ক নির্দ্দিষ্ট হইল।

"The Governor General in Council decrees that your Committee cannot of course exercise any authority over private schools but you will naturally communicate with and encourage all persons, Native and European, who may be engaged in the management and support of such institutions and will afford your assistance in providing for the safe custody and improvement of any funds which may be devoted to the object of education by individuals."

সমিতি স্বাধীন স্কুলগুলির অভিভাবকদিগের সহিত চিঠি পত্র লিখিবে। তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে ও তাহাদের ধন ভাণ্ডার নিরাপদে রাখিতে সাহায্য প্রদান করিবে।

সমিতিকে অপরাপর অনেক বিষয় সম্বন্ধে তত্ত্বসংগ্রহ করিতে হইবে। কলিকাতার কেন্দ্রস্থিত সাধারণ সমিতি ভিন্ন মফঃস্বলে জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া স্থানীয় সমিতি (Local Committee) গঠিত হইবে। এই পত্রে প্রধানতঃ ৩টী বিষয়ের সূত্রপাত হইল :—

(১) গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত শিক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের পরিদর্শন ও পরিচালনা।

(২) স্বাধীন স্কুল সকলের ধনরক্ষা ও অন্যান্য উপায়ে উৎসাহ দান।

(৩) গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলের বালকদিগকে সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ ও তদ্দ্বারা উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা।

গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট স্কুলে বালকদিগের মধ্যে চাকরী এবং পুরস্কার সম্বন্ধে যে বৈষম্যের কথা উঠে সে ভেদজ্ঞান অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে। যখন নিম্ন ও উচ্চবৃত্তি (Junior and Senior Scholarships) প্রদানের নিয়ম হয় তখন অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন স্কুলের বালকেরা এবৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম সদস্যের সংখ্যা অতি সামান্যই হইত। পাঁচ কি ছয় জন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী সদস্য হইতেন। ১৮৩৫ সালে সভ্যদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সময়ে ১৬।১৭ জন পর্য্যন্ত সভ্য নিযুক্ত হইতেন।

সাধারণ শিক্ষা সমিতি কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে। ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত এদেশের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন। সেই বৎসর লর্ড বেণ্টিংকের আদেশ অনুসারে ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করা স্থির হয়। শিক্ষা সমিতির প্রথম ১২ বৎসরের কার্য্যকলাপ পরবর্ত্তী ৮ বৎসরের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। তাঁহারা এদেশে বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রকাশিত রিপোর্ট (Report) হইতে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

"The Committee (General Committee of Public Instruction) has never had occasion to print any Bengali books as they are seldom required and they are easily obtainable from the Native presses."

ইংরেজী ভাষার সম্বন্ধে কমিটির মত নিম্নে দিতেছি—

"English printing was so well provided for by other

presses that the Committee made it no part of the objects of their press on this account."

কমিটির সংলগ্ন একটী ছাপাখানা ছিল; পরে ছাপাখানা চালাইতে ক্ষতি হয় বলিয়া ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে (Baptist Mission Press) তাহাদের পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। স্কুলবুক ডিপজিটারির (School Book Depository) অনুকরণে ইহাদেরও একটী পুস্তক বিক্রয়ের আড্ডা ছিল। ছাপান খরচের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা লাভ রাখিয়া বই বিক্রয় হইত। ৩০০৲ টাকা বেতনে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী এই পুস্তকের দোকানের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ইংরেজী অথবা বাঙ্গলাভাষায় কোনপ্রকার পুস্তক না ছাপাইলেও সাধারণ শিক্ষা সভা হইতে আরবী, ফারসি ও কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, শরীরবিদ্যা (Anatomy) এই সব বিষয়ে ইংরেজী গ্রন্থ সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিক্রয় হইত। বলা বাহুল্য ইহাতে বিস্তর খরচ পড়িত। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে কিরূপ ভাবে কার্য্য হইত কতকটা বুঝা যাইবে।—

"Hutton's Mathematics and Hooper's Anatomy have been translated into Arabic at an expense of 1,300 rupees besides the cost of printing. Bridge's Algebra and Æsop's Fables were also translated into Arabic and Persian at the expense of the Committee. Besides there is Arabic version of Crocker on Surveying which is nearly finished. Translations of Hooper's Anatomy and of Goldsmith's History of England into Sanskrit have been commenced."

এই সকল পুস্তক বড় অধিক বিক্রয় হইত না।

"The Education Committee did not dispose of Arabic and Sanskrit volumes enough in three years to pay the expenses of keeping them to say nothing of the printing expenses. The sum realised by the sale of the books during the last three years of its establishment was less than £100 while the salary of the European Superintendent was £ 300 a year".

উপরে লিখিয়াছি আরবী, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী পুস্তক অনুবাদ করিতে অনেক খরচ পড়িত। কিরূপ ব্যয় হইত নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে কতকটা বুঝা যাইবে।—

"After all that have been expended on this object, there still remain £ 6,500 assigned for the completion of Arabic translations of only six books viz. £ 3,200 for 5 medical works and £ 3,300 for the untranslated part of Hutton's Mathematics "with something extra for diagrams".

"An edition of Avicenna was also projected at an expense of £2,000 but it was dropped as it was found that after attending Arabic colleges and having translations for their use at an expense of 32s. a page, neither students nor teachers could understand them. It was proposed to employ the translator as the interpreter of his own writings at a further expense of Rs. 800 a month."

সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে তখন কমিটির কিরূপ মত ছিল সে

সম্বন্ধে তৎকালীন কমিটির প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"As the limited means at the Committee's disposal and the inadequacy of any means to the education of a whole people render a selection necessary, the Committee have always sought to teach the respectable(!) in preference to the indigent classes. The education of the latter, in fact, scarcely merits to be called education. As soon as a boy in a village school learns to read and write a little and to be able to add, subtract or multiply, he is removed to keep a shop or follow the plough and his mind remains as uninformed as if he had never been at school at all. It has also been a question whether for such education as the peasantry require the interference of the Government was wanting and whether indeed it was not mischievous in consequence withdrawing the boy from the village school master and thus annihilating a useful order of men formerly very common in Bengal and not unfrequently (sic) in Hindoostan."

দেশে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি গভর্ণমেণ্ট কেন শিক্ষা দিতেন তাহার কারণ ঐ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"In the absence of their natural Patrons, the rich and powerful of their own creeds, the Committee have felt it incumbent upon them to contribute to the support

of the learned classes of India by literary endowments which provide not only directly for a certain number, but indirectly for many more who derive from collegiate acquirements consideration and subsistence among their countrymen."

পূর্ব্বে এদেশের ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের অধ্যাপক মণ্ডলীর স্বাভাবিক পৃষ্টপোষক ছিলেন। এখন সে শ্রেণী নাই ; তাহাদের অবর্ত্তমানে এদেশের অধ্যাপক মণ্ডলীর ভরণ-পোষণের ভার এই কমিটি গ্রহণ করিয়াছিল ; তাহারা শিক্ষার নিমিত্ত বৃত্তি প্রদান করে তাহা হইতে অনেকে প্রতিপালিত হয় ও যাহারা কলেজে অধ্যয়ন করে তাহারা নিজ দেশীয়গণের নিকট ভবিষ্যতে সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারেরা ১৮২৭ সালে পুনরায় এদেশের শাসনকর্ত্তার সমীপে মন্তব্য পাঠান। শিক্ষার ফল সম্বন্ধে তাঁহারা লিখেন:—

"Calculated not only to produce a high degree of intellectual fitness, but to raise the moral character of those who partake of its advantages, and so to supply you with servants to whose probity you may with increased confidence commit offices of trust." (Public letters to Bengal 5-9-1827.)"

এদেশের ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ এসব কথায় যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। ১৮৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ডিরেক্টর পুনরায় লিখেন :—

"There is no point of view in which we look with greater interest as at the exertion you are now making for

the instruction of the Natives, than as being calculated to raise up a class of persons, qualified by their intelligence and morality for high employments in the civil administration of India. As the means of bringing about this most desirable object, we rely chiefly on their becoming through a familiarity of European literature, and science, imbued with the ideas and feelings of civilized Europe, on a general cultivation of their understanding and specially on the instruction of principles of moral and general jurisprudence. We wish you to consider this as our deliberate view of the scope and end to which all your endeavours with respect to the education of the Natives should refer."

এদেশের ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের তখন ও তাহার পাঁচ বৎসর পর পর্য্যন্ত স্থির সঙ্কল্প ছিল, যে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। স্কুলে সাহায্য প্রদান করা হইত। গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অপর অপর খরচ স্কুলের অভিভাবকগণ করিত, কমিটি শিক্ষকদিগের বেতনের নিমিত্ত সাহায্য দান করিত।

"It is the wish of the General Committee to employ the Government fund only in the payment of the salaries of teachers ; by this means the permanence of the institutions will be secured at the same time that full scope will be left for the exercise of private beneficence."

তবে এ সাহায্যের পরিমাণ অতি অল্পই ছিল। সমস্ত দিনাজপুর জেলার শিক্ষার জন্য কমিটি মাসিক ৭০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করে।

"The utmost the Committee was able to afford was seventy rupees a month."

১৮৩০ সালে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের আয় ব্যয়ের তালিকা নিয়ে দিতেছি :—

আয়।

Fixed annual grant	Rs.	1,00,000.
Calcutta Mudrussah	,,	30,000.
Calcutta Sanskrit College	,,	25,000.
Benares College	,,	20,000
Agra College	,,	16,000.
Interest General Fund	,,	30,622.
Interest Benares Fund	,,	6,374.
Interest Agra Fund	,,	9,701.
Interest Hugly Fund	,,	37,350.
Total annual income	Rs.	2,75,047.

ব্যয় Disbursements or appropriations.

Calcutta Mudrussah	Rs.	30,000.
,, English School	,,	4,400.
,, Sanskrit College	,,	25,000.
Additional grant	,,	5,000.
Hindu College	,,	17,844.
Additional grant	,,	8,400.
Hugly Mudrussah	,,	37,350.
Chinsura Schools	,,	7,200.
etc. etc.		
Total expenditure	Rs.	2,58,194.
Surplus	Rs.	16,853.

"The Parliamentary assignment of ten thousand pounds a year, still remains to be accounted for to the Committee of Public Instruction from July, 1813 to May, 1821 with compound interest up to the act of payment (Sir Charles Trevelyan 1838)."

হিসাবটি বুঝিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমে বুঝিতে হইবে যে এই হিসাবটি তৎকালীন বাঙ্গলা বিভাগে (Bengal Presidency) গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় স্কুল কলেজের আয় ব্যয়ের হিসাব। আয় বাবৎ যে লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছে তাহা ১৮১৩ সালে ইলণ্ডের মহাসভার আদেশানুসারে প্রতিশ্রুত অর্থ। ঐ টাকা প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে শিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইত। কলিকাতার মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ব্যয়ের জন্য ৩০ ও ২৫ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাধারণ ফণ্ডে (General Fund) সুদ বাবত আয়ের হিসাবে ৩০,৬২২৲ টাকা দেখান হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষা ভাণ্ডারে তথন ৬১২৪৫০৲ টাক মজুত ছিল। ভাণ্ডার যেরূপে সংগৃহীত হইল দুই এক কথা সে সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। কোর্ট অব ডিরেক্টারস্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট শিক্ষার নিমিত্ত যে বার্ষিক লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল তাহা অনেক বৎসর ব্যয় হয় নাই। সেই টাকা সম্পূর্ণ জমা হইবার কথা, কিসে যে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত এই টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। যাহা হউক সেই টাকা কিছু জমা ছিল। এতদ্ভিন্ন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা যথেষ্ট অর্থ দিতেন। ১৮২৫ সালে রাজা কালিচরণ ঘোষাল ২০,০০০৲ টাকা; হরিনাথ রায় ২২,০০০৲ টাকা; বৈদ্যনাথ রায় ৫০,০০০৲ টাকা দান করেন। তাহার পর বৎসরে শিব চন্দ্র রায় ও নরসিংহ চন্দ্র রায় ৪৬,০০০৲ টাকা ও গুরুপ্রসাদ ঘোষ ১০,০০০৲ হাজার টাকা দান করেন।

এতদ্ভিন্ন বনয়ারীলাল রায় ৩০,০০০৲ টাকা দান করেন। এই সকল টাকা লইয়া, সাধারণ শিক্ষা ভাণ্ডার গঠিত হয়। হুগলি, মাদ্রাসা ফণ্ডে আয় হিসাবে সাঁইত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা দেখান হইয়াছে। ইহা তৎকালীন প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার সুদ। মহম্মদ মহসীনের বিষয় লইয়া তখন মোকদ্দমা চলিতেছিল, সম্পত্তির আয়ের অর্থ জমিয়া এই সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হইয়াছিল। ইহার সুদের টাকায় হুগলীর মাদ্রাসা চলিত। ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু নাই; তবে পূর্ব্বে (১৮১৭ সালে) গভর্ণমেণ্ট চুঁচড়া প্রভৃতির স্কুল সকলের সাহায্যের নিমিত্ত বার্ষিক দশ হাজার টাকা প্রদান করিতেন। কিছু পরে উহা সাত হাজার দুইশত টাকা হইল। ১৮৩০ সালে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা বিভাগে ২,৭৫,০০০৲ টাকা আয় হয়। ব্যয় হইয়া ও প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে তখন আগরা পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা দেশ মধ্যে পরিগণিত হইত। প্রকৃত বাঙ্গলা দেশের মধ্যে কলিকাতার মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, হুগলিতে মাদ্রাসা ও চুঁচুড়ায় কতকগুলি পাঠশালা এই ছিল তখনকার গভর্ণমেণ্টের খাস অথবা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা। এতদ্ভিন্ন ভাগলপুর, বেনারস্, এলাহাবাদ, জোনপুর, সাগর, কানপুর, আগরা, আজমীর, দিল্লী এই সকল স্থানে গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত অথবা সাহায্যকৃত কলেজ ও স্কুল ছিল। পূর্ব্ব কথিত যে সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগের আয় ব্যয়। প্রকৃত বাঙ্গলার নিমিত্ত দেড়লক্ষ টাকারও কম ব্যয় হয়। শিক্ষা বিভাগ তখন কেবল শিক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর ন্যায় সংস্কৃত, ফারসী, আরবী পুস্তক

সংগ্রহ করিতেন ও ছাপাইতেন। আট বৎসরে প্রায় এই বাবৎ ১,৫০,০০০৲ টাকা খরচ হয়।

এদেশীয়গণের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? কি প্রণালীতে সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের বিবিধ মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের লোকের নৈতিক উন্নতি ও তৎসঙ্গে ছোটখাট সরকারী কাজের বিশেষ দেওয়ানী কর্ম্মের উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করণ, মোটামুটি এই দুইটী তাঁহাদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। যখন (Lord Amherst) জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক্ ইনস্ট্রাক্সান (General Committee of Public Instruction) গঠন করিতে আদেশ প্রচার করেন, তিনি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখেন তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা সমিতি কি করিয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষেপে তালিকা দিলাম।

১। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন—তখন ইহাকে কাশীর হিন্দু কলেজের অনুকরণে হিন্দু কলেজ বলিত।

২। বাঙ্গালীগণ স্থাপিত হিন্দু কলেজে সাহায্য দান ও ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ। এ বিষয় পরপরিচ্ছেদে লিখিত হইবে।

৩। হুগলীতে মাদ্রাসা স্থাপনের কথা এই সময়ে উঠে। সে কথা পরে লিখিত হইবে।

এসমিতি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার কোন পুস্তক প্রকাশিত অথবা মুদ্রিত হয় নাই। ইংরেজী পুস্তক সম্বন্ধেও সেই রূপ ঘটিয়াছিল তবে স্কুলবুক সোসাইটীর সহিত যোগদান করিয়া ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিবার কথা হয়।

অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কার্য্য হইত ও সময়ে সময়ে সংস্কৃত ফারসি ও আরবী ভাষায় ইংরেজী বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক

অনুবাদ করা হইত—সে সকল পুস্তক দ্বারা কোন কাজ হইত বলিয়া বোধ হয় না।

সাধারণের শিক্ষা (Mass Education) সম্বন্ধে সমিতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

১৮১৭ সালে জনকতক ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারী ও পাদরী লইয়া স্কুল বুক সোসাইটীর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। ১৮১৮ সালে ইহাদের মধ্য হইতে জনকতক সদস্য লইয়া কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) গঠিত হয়। ১৮২৩ সালে গভর্ণমেণ্ট ইহাদেরই মধ্য হইতে সদস্য বাছিয়া লইয়া General Committee of Public Instruction) গঠিত করেন। ১৮৪২ সালে ইঁহারা অথবা ইঁহাদের পরবর্ত্তী সমান পদস্থ রাজপুরুষদিগকে লইয়া General Council of Education গঠিত হয়; আর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (University) স্থাপিত হইল, এই শ্রেণীর ইংরেজ লইয়া Senate ও Syndicate হইল। জন কতক নামজাদা বাঙ্গালী ভিন্ন দেশের লোকেদের সহিত এই সব অনুষ্ঠানের কোনই সম্পর্ক ছিল না। প্রথমে যখন Calcutta School Book Society গঠিত হয়, গভর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আইন অনুসারে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। তখন শিক্ষা সম্পর্কীয় সভা সমিতি জন কতক উচ্চ পদস্থ ভিন্ন ভিন্ন সরকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনের পর তাহাই রহিল। শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সকল প্রথম হইতেই গভর্ণমেণ্টের বেনামি অন্যতম বিভাগ হয়, পরে সেই ভাবই রহিয়া গেল। দেশের লোকেদের সহিত কোন কালেই ইংরেজ কর্ম্মচারী পরিচালিত শিক্ষা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় নাই।

হিন্দু কলেজ

(১৮২০—১৮৩০)

এদেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে হিন্দু কলেজ তাহার মূল। হিন্দু কলেজ স্থাপিত না হইলে ইংরেজী শিক্ষা যে প্রচলিত হইত না, তাহা এক কালে বলা যায় না। কিন্তু দেশে ইংরেজী শিক্ষার যে এত অধিক প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হিন্দু কলেজ। মিশনারীগণ যে কারণে এদেশীয় বালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবেন না স্থির করেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লেখা হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীরা নিজেরাই আপনাদিগকে দিতে চেষ্টা করে; সেই চেষ্টার প্রধান ফল হিন্দু কলেজ।

হিন্দু কলেজ স্থাপনের কতক কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; যাহাদের উদ্যোগে কলেজ স্থাপিত হয়, ইংরেজী অথবা আধুনিক প্রণালীতে পরিচালিত পাশ্চাত্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে সকলেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। সম্মুখে এইরূপ আদর্শও ছিল না যাহা অনুকরণ করিয়া স্কুল গঠিত করেন। সার হেনরি হাইড ইষ্ট (Sir Henry Hyde East) প্রমুখ জন কয়েক ইংরেজ প্রথমে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সত্বরই অপসৃত হন। হিন্দু কলেজের অনুষ্ঠাতৃগণ প্রথমে স্থির করেন যে একশত মাত্র বালক লওয়া হইবে। এরূপ স্থির করিবার অনেক কারণ ছিল; প্রধান কারণ স্থানাভাব; ভাড়া করা বাড়ীতে অধিক ছাত্রের স্থান হওয়া সম্ভব নহে। প্রথমে নিয়ম হইল সকলকেই স্কুলের বেতন দিতে হইবে। প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিয়া পড়িতে দেশের লোক তখনও শিখে নাই। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

যখন কলেজ খোলা হয় তখন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা হইল "to instruct the sons of Hindoos in the European and Asiatic languages and sciences." ইংরেজী, ফারসি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার বন্দোবস্ত হইল। সংস্কৃত পাঠ শীঘ্রই বন্ধ হয়। ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত ফারসি পড়ান হইত। ২০০৲ টাকা মাহিনা দিয়া লেফটেনেণ্ট আরভিন্‌কে (Lt. Irvine) ইংরেজী বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বাঙ্গলা পড়াইবার বন্দোবস্ত বরাবরই ছিল ; শেষে যখন উচ্চ, নিম্ন বৃত্তির (Senior and Junior Scholarships) জন্ম পরীক্ষা হইত বাঙ্গলা রচনা তখন পরীক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল। প্রথমে ইংরেজী সামান্যই পড়ান হইত।

Tegg's Book of Knowledge
Enfield's Speaker
Goldsmith's Geography
Murray's Grammar

এই সব ছিল সর্ব্ব উচ্চ ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক। Rule of Three পড়িলে অঙ্ক শাস্ত্রের পাঠ শেষ হইত। হিন্দু কলেজের নিমিত্ত যে চাঁদা উঠে সেই সংগৃহীত অর্থ ব্যারেটো (Barretto) কোম্পানীর ব্যাঙ্কে জমা ছিল। এই ব্যারেটো বংশ সে কালের বাঙ্গলা দেশের ইউ-রোপীয় দিগের মধ্যে নানা কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। যখন ক্লাইভ্ পলাশীতে যুদ্ধ করিতে যান তখন সুখচরে একজন ব্যারেটোর কামান সাজান (Battery) ছিল। পলাশী হইতে ফিরিবার সময় ক্লাইভ এই ব্যাটারি ধ্বংশ (dismantle) করেন। যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় তখন কলিকাতায় এই ব্যারেটো দিগের ব্যাঙ্কই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ তাঁহাদিগের সংগৃহীত অর্থ এই ব্যাঙ্কে রাখেন। বৎসরে শত করা ৮৲ টাকা হিসাবে ব্যাঙ্ক

তখন সুদ দিত, পরে ৫৲ টাকা সুদের হার হয়। ১৮২৩ সালে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী ২০টী ছাত্রের মাহিনার জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা দিত; আর ব্যারেটো কোম্পানী গচ্ছিত টাকার সুদ দিত; সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৫৫০৲ টাকা আয় ছিল। এই টাকাতে বাড়ীভাড়া মাষ্টারদের বেতন প্রভৃতি সব খরচ চলিত।

হিন্দু কলেজ যে গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, ব্যারেটো ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়া তাহার প্রধান কারণ। কলেজ খুলিবার নিমিত্ত এক লক্ষ তের হাজার টাকা চাঁদা উঠে। কালে আরও চাঁদা সংগৃহীত হইবে অনুষ্ঠাতৃগণের আশা ছিল। ছাত্রদিগের প্রদত্ত মাহিনা হইতে স্কুলের নিয়মিত আয় হইবে, তাহারও ভরসা ছিল। বেতনের আশা শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইল। চাঁদা সংগ্রহও এক প্রকার বন্ধ হইল। তাহার উপর ব্যারেটো ব্যাঙ্ক ফেল হইল। মূলধনের অর্দ্ধেকের অধিক জলে পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষগণ খরচ কমাইতে চেষ্টা করিলেন, ইউরোপীয় সম্পাদককে জবাব দিলেন। ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাহিনা গ্রহণ করা পদ্ধতি পুনরায় প্রবর্ত্তন হইল তথাপি অর্থের অভাব ঘুচিল না। যে সময় গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্থির হয় তখন কলেজের আর্থিক অবস্থা এইরূপ :—

সংগৃহীত টাকার সুদ ৩০০৲ টাকা।
ছাত্রদের প্রদত্ত মাহিনা ৩৫০৲ টাকা।
স্কুল সোসাইটি হইতে ১৫০৲ টাকা।
গুদাম ভাড়া ৪০৲ টাকা।

ব্যারেটো ব্যাঙ্ক দেউলিয়া না হইলেও হিন্দু কলেজ কতদিন স্বাধীন ভাবে চলিত তাহা বলা কঠিন। তখনকার অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জনকতক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, অর্থশালী বাঙ্গালি স্বদেশীয় বালকদিগকে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন।

যাহাতে দেশের ছেলেরা পাশ্চাত্য বিদ্যা বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষা শিখে, দেশ মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার হয়, কেবল মাত্র ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা কলেজ খুলিতে সংকল্প করেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থের লেশ মাত্র ছিলনা। অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির গন্ধ মাত্র ছিল না। যে সকল স্বনাম ধন্য মহাত্মাগণ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারা চিরকালই বাঙ্গালী জাতীর প্রাতঃস্মরণীয় থাকিবেন। তাঁহাদের ন্যায় দূরদর্শী, উদার চেতা, স্বদেশ বৎসল, নির্ভীক, মহাপুরুষগণ বাঙ্গলা দেশে পরবর্ত্তী একশত বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবে কি কারণে বাঙ্গালীরা হিন্দু কলেজ রক্ষা করিতে পারিলেন না?

এইরূপ ঘটিবার অনেক গুলি কারণ ছিল। কলেজ খোলা হইল তাহাতে পড়িবে কে? যাহারা পড়িবে তাহাদের কি পড়িতে ইচ্ছা ছিল? এরূপ বিদ্যা শিখিবার তাহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল? ঐ শিক্ষা প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা কি পরিমাণে প্রতিদান দিতে প্রস্তুত অথবা সক্ষম ছিল? অপর পক্ষে শিখাইবে কে? কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? শিক্ষকদিগের শিক্ষকতা সম্বন্ধে উপযোগীতা কি? এই সকল ব্যতীত আরও অনেক প্রশ্ন এখন মনে হয়। হিন্দু কলেজের অনুষ্ঠাতৃগণের মনে নিশ্চয়ই এই সকল প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল। যথা সম্ভব প্রতি প্রশ্ন সম্বন্ধে বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছিল। কিন্তু দুইটী বিষয়ের কোনই উল্লেখ নাই। প্রথম দেশের লোকের অভিমত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ, দ্বিতীয় বিদেশে যাইয়া তৎ তৎ দেশের শিক্ষা প্রণালী শিক্ষা করিয়া উপযোগীতানুসারে স্বদেশে যথাসম্ভব প্রচলন করা। এই দুই বিষয় সম্বন্ধে তখন কোন চেষ্টা হয় নাই। সে আজ একশত বৎসরের কথা হইল, এখন পর্য্যন্তও এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা হয় নাই। এই দুই অনুষ্ঠানের অভাবে আমাদের দেশের মধ্যে শিক্ষা

কেন কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। এই কারণেই একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের প্রথম চেষ্টার ফল হিন্দু কলেজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর একশত বৎসর পরেও এই কারণে দেশের শিক্ষা শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল না।

কলেজ খুলিবার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল যে ছেলেরা পয়সা দিয়া পড়িতে স্বীকৃত নহে। যে দেশে বিদ্যার্থীরা অধ্যাপকের গৃহে বাস করে, অধ্যাপকের ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রতিপালিত হয়, অধ্যাপকের স্ত্রী ও কন্যা পরিচারিকাভাবে যাহাদিগের সেবা করে, সে দেশের বালকেরা মাসের আরম্ভে নগদ টাকা মাহিনা দিয়া পড়িবে তাহা প্রথমে আশা করা বিড়ম্বনা। তাহার পর পাঠ শেষ করিয়া পরে কি হইবে? যে সকল সরকারী কাজে ইংরেজী জ্ঞান আবশ্যক, সেই সকল কর্ম্ম তখন পর্টুগীজেরা করিত। লর্ড কর্ণওয়ালিস সরকারী কাজে যাহাতে এদেশীয় লোক নিযুক্ত হয় সে পথ এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সে ভাব তখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। সওদাগর আফিসে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রয়োজন হইত; কিন্তু ব্যবসাদারের নিকট কাজ করিবার নিমিত্ত যেরূপ ও যে পরিমাণে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান আবশ্যক তাহা আয়োজন করা হিন্দু কলেজের অভিভাবক-গণের সংকল্প ছিল না। আরও একটি কথা ছিল। রাম মোহন রায় প্রমুখ তৎকালীন নেতৃবর্গ ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, এ সকলই তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত ছিল। যাহাতে দেশের লোক প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষালাভ করে তাহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল; অথচ তখন হিন্দু কলেজে পড়ান হইত যাহা এখন মাইনর স্কুলে পড়ান হয়; যে শিক্ষা লাভ হইত তাহাতে পাঠ সমাপন করিলে শিক্ষিত হওয়া বলা যায় না। উচ্চ শিক্ষা দিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ আসে কোথা হইতে?

১৮২১ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ খুলিবার কথা হয়। দেশের সংগৃহীত রাজস্ব হইতে কলেজের খরচ চলিবে; অর্থের অপ্রতুল হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। পঁচিশ হাজার টাকা সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক ব্যয়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। সংস্কৃত কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে সে শিক্ষা প্রতিগ্রামের চতুষ্পাঠীতেই পাওয়া যাইতে পারিত। রাজনৈতিক সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলে, সেই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বার্ষিক পঁচিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিবার বিশেষ কোনই প্রয়োজন ছিল না। এই টাকার অন্ততঃ কিয়দংশ পাইলেও দেশে কতক বালক প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। এদিকে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির হইল; গৃহ নির্ম্মাণও আরম্ভ হইল। রামমোহন রায় তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। গভর্ণমেণ্ট পত্র প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। পাদ্রীগণ চিরকালই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী। যে ভাষায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিষয় লিখিত আছে, পৌত্তলিক শাস্ত্র লিখিত আছে, সেই ভাষা শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী হওয়া পাদ্রীগণের সম্ভব নহে। তাঁহারাও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রতিবাদ করিলেন। সে প্রতিবাদের পরিণাম এককালে নিষ্ফল হয় নাই। তাহার পর ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়াগ্রস্থ হইল। তখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন কলেজ থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল; সাহায্যভিক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না।

এ সাহায্য প্রার্থনা করিবার অনেক নজীর ছিল—শ্রীরামপুর কলেজের মিশনারী অভিভাবকগণ তাঁহাদের কলেজের জন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করেন; উপরন্তু উপযাচক হইয়া কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি ডাক্তারি শিক্ষার বিভাগ খুলিতে অনুরোধ করেন ও তাহার ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত উপযাচক হইয়া

সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হন। যখন কলিকাতার অপর পারে বিশপ মিডল্‌টন্‌ বিশপস্‌ কলেজ খুলেন, গভর্ণমেণ্ট কলেজের নিমিত্ত জমী প্রদান করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পর্টুগীজ ফিরিঙ্গি বালকদিগের জন্য কলিকাতায় একটি স্কুল ছিল। ইহাকে Benevolent Institution, পরে Free School বলিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের হাতে আসে। অর্থের অভাবে স্কুলটীর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। পাদরীরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ভিক্ষা করে, গভর্ণমেণ্ট আহ্লাদের সহিত সে আবেদন মঞ্জুর করেন।

"The roof of the building (The Benevolent Institution) in Calcutta required also to be renewed. Dr. Carey did not hesitate to represent the urgency of the case to Government and solicit its aid. The application was promptly, and generously responded to. The debt was liquidated by a donation from the treasury, the sum of £300 was granted for repairs and an annual contribution was made of £240 which has been continued to the present day (1845)"

যখন ১৮২১ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি চারি বৎসর জীবনের পর ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া লোপ পাইবার পথে বসে, তখন ইহার পরিচালকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহার উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে জানান হয় যে ঃ—

"The Governor General in Council can have no hesitation in giving your application his most favourable consideration and supporting your Society by the bounty and protection of Government"

তখনই ধার শুধিতে সাত হাজার টাকা দেওয়া হয় আর সরকার হইতে মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে সভা গঠনের কথা লিখিত হইয়াছে। সেই সভায় স্থির হয় যে ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য প্রদান করা হইবে। এ সাহায্য কেবল অর্থদান নহে, পুস্তক এবং যন্ত্রও (Scientific apparatus) এদেশে পাঠান হইবে। এই সভা যখন ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়, তখন সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮২৩ সালে হ্যারিংটন সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালীন শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠানে হ্যারিংটন সাহেব লিপ্ত ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ও কলিকাতা স্কুল সোসাটীর উভয়েরই তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের পরিচালন সভার তিনি একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। আর যখন ১৮২৩ সালে জুলাই মাসে জেনারেল কমিটী অফ্ পাবলিক ইনস্‌ট্রাকসন (General Committee of Public Instruction) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত হইল, তখন হ্যারিংটন সাহেব ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী ১৮২৩ সালে হ্যারিংটন সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে তাঁহারা কলিকাতার বাঙ্গালীদিগের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে একটি দার্শনিক যন্ত্র (Philosophical apparatus) উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যন্ত্রটি বিনা ব্যয়ে কলেজে আসিয়া পৌঁছিবে। তবে একটী কথা আছে; এই যন্ত্রটি ব্যবহার করিবার নিমিত্ত হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ন্যায়সঙ্গত বেতন দিয়া একটী উপযুক্ত শিক্ষক (Lecturer) রাখিতে হইবে। হ্যারিংটন সাহেব যথাসময়ে হিন্দুকলেজের অভিভাবকগণকে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির এই

অভিপ্রায় জানাইলেন। ট্রয় (Troy) বাসীদিগের কাষ্ঠ অশ্ব হইতে যে বিপদ হইয়াছিল, সুবর্ণ মৃগলাভের আশায় শ্রীরামচন্দ্রের যে অনর্থ ঘটিয়াছিল, এই দার্শনিক যন্ত্র উপঢৌকন প্রস্তাবে হিন্দুকলেজের সেই দশা ঘটিল। ১৮২৩ সালের আরম্ভতেই তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

"They ventured to suggest that the institution (Hindu College) should be removed to the vicinity of the Sanskrit College about to be founded, and for the more expensive media of instruction such as Philosophical Appratus, lecturers should be common to both institutions by which means the two establishments could mutually benefit each other."

হ্যারিংটন্ সাহেব তখন সংস্কৃত কলেজের পরিচালক সভার সভাপতি। উপরোক্ত আবেদন হিন্দুকলেজের অভিভাবকগণ হ্যারিংটন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮২৩ সালে জুলাই মাসে যখন কমিটী অফ্ পাবলিক ইনসট্রাকসান্ (Committee of Public Instruction) গঠিত হইল, উপরে বলা হইয়াছে তখন হ্যারিংটন সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। হিন্দুকলেজের অভিভাবকগণ পুনরায় জেনারেল কমিটীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮২৩ সালে অক্টোবর মাসে জেনারেল কমিটী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা ভাণ্ডার (General Educational Funds) হইতে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুমোদন করেন। ১৮২৪ সালে জানুয়ারী মাসে গভর্ণর জেনারল, কমিটী অফ পাবলিক ইনসট্রাকসন্ (Committee of Public Instruction) এর সদস্যগণের অনুমোদনের ফলে হিন্দু-কলেজের অভিভাবকগণকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হন।

"The mode in which it was proposed to aid the Institution was in the 1st place to endow at the public charge, a Professorship of Experimental Philosophy, the lectures of which should be open to the senior students both of the Hindu College and Sanskrit College. It was further resolved to supply from the Public Funds the Cost of School accommodation to be provided in the vicinity of Sanskrit College, and in the meantime to grant an allowance of 280 rupees a month for house rent. The hope was also held out that an allowance would be made for providing a person competent to teach the elements of European Science. Finally the General Committee was desired to report on the expediency of assuming a certain amount of authoritative control over the concerns of that Institution in return for the pecuniary aid now proposed to be afforded."

১৮২৪ সালে লাসিংটন (Lushington) বলিয়া একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান এই বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। হিন্দু কলেজ কিরূপে গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিল ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।

"This (Hindu College) is the Institution for which the British India Society destined the Philosophical apparatus. A discretion as to its appropriation was however left to Sir Henry Blossett and Mr. Harington to whose charge it was consigned. The

latter gentleman, on whom, by the death of Sir H. Blosset, the sole charge devolved, finding the funds of the College unable to support the expense of a lecturer, suggested the transfer of it to the Government College (Sanskrit College), under certain encouragements calculated to benefit both Institutions and to combine with that object the accomplishment of the intentions of Government to extend its countenance and assistance in the Vidyalaya (Hindu College). Accordingly a School room in the latter Institute was erected at the expense of the Government adjoining the new College (Sanskrit College) for lectureship for Experimental Philosophy founded at the Public expense. The Philosophical Apparatus being appropriated to the joint use of the two establishments."

সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে জেনারেল কমিটী বলিলেন যে সাহায্য বিনিময়ে কতকটা কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব ("a certain amount of authoritative control") আমাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ (চন্দ্রকুমার ঠাকুরের তখন কাল হইয়াছে ও তাঁহার স্থানে তাঁহার সহোদর প্রসন্ন কুমার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন) হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ এ কথায় অনেক প্রতিবাদ করেন। একথা লইয়া প্রায় বৎসরাবধি লেখালিখি চলে। তাহার ফল কিছুই হইল না। তবে এই মাত্র স্থির হইল যে হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণের সহিত জেনারেল কমিটীর কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে অভিভাবকগণের সর্ব্বসম্মত মতই বাহাল থাকিবে (right of

veto.)। তখনকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডাঃ উইলসন্ (Dr. H. H. Wilson) প্রথমে পরিদর্শকরূপে জেনারেল কমিটীর (General Committee) পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইলেন ও কলেজের পরিচালনা সভার তিনি একজন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অভিহিত হইলেন। নামে পরিদর্শক হইলেন, বাস্তবিক তিনি হইলেন কলেজ সম্বন্ধে আজ্ঞাদাতা আর কলেজের অভিভাবকগণ হইলেন একপ্রকার আজ্ঞাপালক। তিনি পরিদর্শন করিয়া কলেজের অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া প্রতি বৎসর জেনারেল কমিটীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। জেনারেল কমিটী তাহার উপর মত প্রকাশ করিয়া কলেজের অভিভাবকগণের নিকট অভাব পূরণের নিমিত্ত তাকিদ লিখিয়া পাঠাইতেন।

সাত বৎসর জীবনের পর হিন্দু কলেজের স্বাধীনতা লোপ পাইল। যাঁহাদের দূরদর্শিতা ফলে, স্বদেশ বাৎসল্য ফলে, যাঁহাদের অর্থে, উদ্যোগে, পরিশ্রমে কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহাদের নিজ প্রতিষ্ঠিত কলেজের সহিত সম্পর্ক পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এক কালে বিনষ্ট হয় নাই কিন্তু যাহা অবশ্যম্ভাবী সময়ে তাহাই ঘটিল। ইহার ১৮ বৎসর পরে (১৮৪১) হিন্দু কলেজের স্বাধীনতার লেশমাত্র রহিল না।

১৮২৫ সালে পরিদর্শক ডাঃ উইলসনের (Dr. Wilson) বিবরণীর ফলে কমিটী অফ পাব্লিক ইনস্ট্রাকসান্ (Committee of Public Instruction) কলেজের অভিভাবকগণকে জানাইলেন যে কলেজের উপযুক্ত শিক্ষকের বিশেষ অভাব আছে। এই সময় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আর একটী কলেজ স্থাপনের কথা উঠে। ১৮২৫ সালে জেনারেল কমিটীর (General Committee) অধিবেশনে প্রস্তাব হয় যে ইহার অধীনে একটী স্বতন্ত্র ইংরেজী কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সময় হইতে এই কথাটি প্রায়ই উঠিত। হিন্দুকলেজের অভিভাবকগণ

এসংবাদে বড়ই ভীত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত, গভর্ণমেণ্ট পুষ্ট, গভর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিপালিত, যদি আর একটী প্রতিযোগী কলেজ খোলা হয় তাহা হইলে হিন্দু কলেজ এককালে নষ্ট হইয়া যাইবে ; বলা বাহুল্য কার্য্যতঃ এ অনুষ্ঠান হয় নাই।

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া হিন্দু কলেজের শিক্ষার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। পরিদর্শক আসিয়া কলেজের অভাব সম্বন্ধে জেনারেল কমিটীর (General Committee) নিকট মন্তব্য পাঠাইতেন। তাহার ফলে জেনারেল কমিটী অভিভাবকগণকে তাকিদ দিতেন। সকল অভাবের তলে অর্থাভাব। এই অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিভাবকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন সে অর্থ সকল সময়ে সংগ্রহ হইত না। পরিশেষে জেনারেল কমিটীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইত। জেনারেল কমিটী দেশের রাজস্ব হইতে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। জেনারেল কমিটীর সদস্যগণ স্থূল বেতন-ভোগী ও দেশের ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের প্রধান অথবা উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহাদের অনুমোদনক্রমে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব হইতে টাকা মঞ্জুর করিতেন। টাকা মঞ্জুর করিবার সময় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি করিবার কড়ার থাকিত। হিন্দু কলেজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ হওয়া পর্য্যন্ত কলেজ পরিচালনার এই ইতিহাস।

"In 1827 when it was proposed to attach scholarships to the College and to engage a new Head Master on a liberal salary—Mr. Bayley, the new President of the General Committee, and Mr. Shakespeare drew attention to the importance of determining the degree of authority to be vested in the Government before any further aid was given."

হিন্দু কলেজের শিক্ষা ও হিন্দু কলেজের ছাত্র বলিয়া পরে দেশ মধ্যে যে রব উঠে তাহা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্তির পর হইতে আরম্ভ হয়। এতদিন অর্থের অনাটন প্রযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ছিল এখন গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থে সে অভাব দূর হইল। ১৮২৪ সালে ২৮০৲ টাকা মাসে সাহায্যের হার হইল। ১৮২৭ সালে গভর্ণমেণ্ট ৯০০৲ টাকা মাসে সাহায্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিন বৎসর পরে মাসিক দান ১২৫০৲ টাকা হইল। কলেজের আয় অন্য দিকেও বাড়িল। ১৮২৭ সালে ছাত্র দিগের মাহিনা হইতে এক হাজার টাকা প্রতি মাসে উঠিত। ১৮৩০ সালে দেড় হাজার টাকা মাহিনা প্রতি মাসে আদায় হয়। ১৮২৪ সালে কলেজের ছাত্রদিগের ৫৲ টাকা মাসিক মাহিনা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহার দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সম্ভবনা ছিল না। ১৮২৭ সালে উইলসন্ সাহেব উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য আবার তাকিদ করেন। তখন কলেজের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। ব্যারেটো কোম্পানির ব্যাঙ্কে যে ৬০ হাজার টাকা জমা ছিল তাহার মধ্যে ২১ হাজার টাকা বাঁচে। এই টাকার সুদ মাসিক ১০০৲ টাকার কিছু উপর ছিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটী যে ত্রিশ জন ছাত্র পাঠাইত তাহার জন্য মাসিক দেড়শত টাকা দিত। এতদ্ব্যতীত ছেলেদের মাহিনা ছিল। কলেজে একশত ছাত্র লওয়া হইবে এই পূর্ব্বে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই একশত বালকের মধ্যে ত্রিশজন কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর তরফ হইতে পড়িত। বাকী সত্তর জন বিনা বেতনে পড়িত। সেই বৎসরেই (১৮২৪) কলেজে মাহিনার প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার কথা হয়। সেই বৎসরের শেষে বালকের সংখ্যা একশত সাত জন হয়। তাহার মধ্যে ২৫ জন ছাত্র মাহিনা দিয়া পড়িত।

১৮২৫ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজের পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার অনুমতি পায়। এত দিন

স্থানের অভাব ছিল এখন সে অভাব দূর হইল। ১৮২৫ সালের শেষে ১১০জন বালক মাহিনা দিয়া পড়িত। ১৮২৬ সালে তাহাদের সংখ্যা ২২৬জন হয়। ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজে পাঁচ টাকা বেতন দিয়া তিন শত বালক পড়িত। ১৮৩৪ সালে দিল্লি কলেজে ৩৮৮জন ছাত্র পড়িত। তাহার মধ্যে ৩৫৯জন পড়িবার নিমিত্ত মাসহারা পাইত। সেই সময়ে হিন্দু কলেজ হইতে বাৎসরিক ১৫,০০০৲ টাকা বাঙ্গালী ছাত্রদিগের প্রদত্ত মাহিনা হইতে আদায় হইত।

১৮২৬ সালে গভর্ণমেণ্টের সাধারণ শিক্ষা ভাণ্ডারে (General Education Fund) জন কতক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই টাকার সুদে ছেলেদের বৃত্তি দেওয়া হইত। জেনারেল কমিটী মত প্রকাশ করিলেন এই বৃত্তি নিমিত্ত যত টাকা উঠিবে সেই পরিমাণ টাকা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান করিবেন। গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যের ফলে ১৮২৭ সালে একজন নূতন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইল। একটী ড্রইংক্লাশ (Drawing Class) খোলা হইল ও ডাঃ টিটলার (Dr. Tytlar) গণিত ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ডাঃ টিটলারের (Dr. Tytlar) মাহিনা ছিল ৫০০৲ শত টাকা। এ ব্যক্তিটি বোধ হয় চৌকোষ বিদ্বান ছিলেন। তিনি তখন একজন প্রেসিডেন্সি সার্জ্জেনের কর্ম্ম করিতেন। যখন মেডিকেল কলেজ খোলা হইল, তখন চিকিৎসার সম্বন্ধে লেক্চার (Lecture) দিতেন। পরে যখন সংস্কৃত কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ খালি হয় তখন তিনি সেই পদেরও প্রার্থী ছিলেন। ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজের গণিত ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাহার পরে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন্ হিন্দু কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ, শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সভ্যগণের নাম নীচে দিলাম। ইহা হইতে সে সময়ের কলেজের অবস্থা বুঝিতে সহজ হইবে।

Heritable Governors.

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায় বাহাদুর—Rajah of Burdwan,

চন্দ্রকুমার ঠাকুর—President.

সহকারী ঐ এবং পরিদর্শক—এইচ্ এইচ্ উইলসন—সম্পাদক জেনারেল কমিটী অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন।

পরিচালকগণ (Directors)।

গোপী মোহন দেব। রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। লাডলি মোহন ঠাকুর। রাধা কান্ত দেব। গুরু প্রসাদ বসু। রাম কমল সেন। রসময় দত্ত। শিবচন্দ্র সরকার। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ।

পরিচালক সমিতি (Committee of Management)।

চন্দ্রকুমার ঠাকুর—(Governor.) এইচ এইচ উইলসন—(Vice President) লেফটেনান্ট এইচ টড—সম্পাদক সংস্কৃত কলেজ। ডেভিড হেয়ার—(সম্পাদক স্কুল সোসাইটী)। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধাকান্ত দেব। রাম কমল সেন। রসময় দত্ত। শিবচন্দ্র সরকার। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। লক্ষ্মী নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক।

ডেভিড রস—Lecturer Natural and Experimental Philosophy.

Mr. J. Tytlar—Lecturer on Mathemetical science.

W. M. Woolaston—Drawing master.

G. T. F. Speed B. D.—Headmaster

G.Mollis—Teacher and supdt. of the Junior Department.

TEACHERS.

R. Halifax.	C. J. Muller.
P. de. Rozio.	C. Davenport.
I. Graves B.A.	Tarac Nath Dass.
R. J. Carbuy.	Ram Chandra Mitter.

PUNDITS.

জগমোহন ন্যায়বাগীশ। পার্ব্বতী চরণ ন্যায়ালঙ্কার। রামরতন বিদ্যালঙ্কার। পীতাম্বর তর্কপঞ্চানন।

ক্ষরাঘত আলি, মৌলবী।

W. M. Woolaston, Librarian, নব কুমার চক্রবর্ত্তী, Asst. Librarian.

১৮২৯।৩০।৩১ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায়। সেই সময়ে অনেকগুলি সওদাগরী আফিস ফেল হয়। সে কারণে অনেক অভিভাবকের পক্ষে ৫৲ টাকা বেতন দিয়া হিন্দু কলেজে ছেলে পড়ান দুরূহ হইয়া উঠে। আর এক কারণে অনেক ছাত্র কলেজ ছাড়িয়া দেয়। অভিনব ইংরেজী শিক্ষারফলে, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গী যুবক ডিরোজিওর শিক্ষার ও সংসর্গের ফলে, অনেক ছাত্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ডিরোজিও নিজে নিরীশ্বরবাদী অথবা নাস্তিক ছিলেন না ; এসময় তিনি ডাঃ উইলসন্‌কে (Dr. Wilson) যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই নাস্তিকতা রোগ তৎকালীন নব্য-শিক্ষিত দলের মধ্যে আপনা আপনি দেখা দেয়। তবে জেনারেল কমিটীর সদস্যগণ হইতে কলেজের ইংরেজ অথবা ফিরিঙ্গী শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত বিপথগামী ছাত্রদিগের এই ভাবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। একথা পরে লিখিব। জন কতক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করে বাকী অনেকে নাস্তিক হয়। তৎকালীন একজন অভিভাবকের

পত্রের অনুবাদ, ও মূল নিম্নে প্রদান করিলাম। "আমি আমার পুত্রকে ইংরেজী শিখিতে হিন্দু কলেজে পাঠাইয়াছিলাম। যখন সে ৪র্থ শ্রেণীতে উঠে তখন আমি ভাবিয়াছিলাম যে তাহার ইংরেজীতে কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে আমি সেই কারণে তাহাকে কলেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম কারণ আমি শুনিয়াছি যাহারা কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে তাহারা নাস্তিক হয়।"

"I sent my son to the Hindu College to study English, and when he had risen to the 4th class, I thought he had made some progress in English language; I therefore forbade his going to College for I have heard that the students in the higher classes of the College become nastiks (Infidels)."

অনেক ছাত্র হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে, তাহার ফলে সেই সময় কলিকাতা সহরে অনেকগুলি বাঙ্গালী পরিচালিত ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়।

যাঁহাদিগকে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি তখন সেই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ১৮২৯ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাম গোপাল ঘোষ, রাধা নাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী মাধব চন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক এ সব তখনকার নব্য বাঙ্গালীদিগের (Young Bengal) নেতা ছিলেন। ইহারা একা-ডেমিক এসোসিয়েসন্ স্থাপিত করেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩০সালে Enquirer নামে একটি খৃষ্টানি পত্র আরম্ভ করেন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের"রিফরমার"বলিয়া হিন্দু কাগজ ছিল। দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় "জ্ঞান অন্বেষণ" বাহির করিতেন। ফিরিঙ্গীযুবক ডিরোজিও "Hesperus" লিখিতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিলেই ইংরেজী শিক্ষিত

সম্প্রদায় বুঝাইত। সংস্কৃত অথবা বাঙ্গলা কেহই বিশেষ জানিতেন না, কাহারও জানিবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও ছিল না। ইংরেজী তাঁহাদের নিকট একমাত্র শিক্ষার বিষয় ছিল। তাঁহারা পড়িতেন ইংরেজী, লিখিতেন ইংরেজী, পরস্পরের সহিত (অশুদ্ধ) ইংরেজিতে কথা বার্ত্তা বলিতেন ও যাঁহারা ইংরেজী জানিতেন তাহাদেরই সহিত মিশিতেন ও আলাপ করিতেন। প্রধানতঃ মধ্যবিৎ শ্রেণী ও নিঃস্ব বাঙ্গালী গৃহস্থদের বালকেরাই নব্য বাঙ্গালী শ্রেণী গঠন করেন।

মিশনারীগণ ও শিক্ষা।

(১৮২০-১৮৩০)

১৮২০ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাঙ্গলা শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হয়। কলিকাতা সহরে স্কুল সোসাইটির পাঁচটি স্কুলের কথা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে সহরে অন্যূন একশত স্কুল ও বিদ্যালয় ছিল সে সকলই বাঙ্গালী দিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। মিশনারীরা তখনও ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৮২৪ সালে চার্চ অব্ ইংলণ্ড (Church of England) ও চার্চ অব স্কটলণ্ড (Church of Scotland) এদেশে নিয়মিত রূপে মিশন কার্য্য চালাইতে সঙ্কল্প করেন।

"The scheme of the Church of England had its origin in 1824. * * * * . The subject of carrying the Gospel to the Heathen World was brought before the General Assembly in 1824, and in a memorial from the writer (James Bryce D. D.) of these remarks the

attention of the Assembly was specially directed to British India, as a most inviting and encouraging field of labour."

এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়াতে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীগণ প্রধানতঃ মিশন ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের দল পুষ্ট হইল এদেশে শিক্ষাবিস্তার, নবাগত নানা খৃষ্টান সম্প্রদায় অন্তর্গত মিশনরীদিগের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে ইঁহারা কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানে গুটি কতক স্কুল খোলেন। পাদ্রী ডাঃ ডফ্ (Dr. Duff) এই সময় এদেশে আসেন। তখন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের দুইটি খাস কলেজ ছিল। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও মাদ্রাসায় ফারসী ও আরবী প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজী শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় এদেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের ছিল না।

১৮৩০ সালের পূর্ব্বেই মিশনারীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এদেশের লোকেরা ইংরেজী শিখিবে স্থির করিয়াছে; নিজেরা কলিকাতা নগরে অসংখ্য ইংরেজী স্কুল খুলিতেছে ও খুলিবে; ও সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক ইংরেজী শিখিতেছে; এ অবস্থায় এ দেশের লোকদিগকে খৃষ্টান করিতে পূর্ব্বে যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নূতন উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হইল। গ্রামে গ্রামে নূতন ধরণের বাঙ্গলা স্কুল করিয়া বাঙ্গলা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়া দেশের জনসাধারণকে খৃষ্টান করিতে বিশেষ সুবিধা হইল না। ইংলণ্ডের লোক টাকা দিতে বড় স্বীকৃত হইল না। মিশনারীগণ টাকা দিবার নিমিত্ত অনেক কারণ দেখাইলেন; প্রধানতঃ এদেশের লোকেরাই কিছু টাকা দিল। তাহারা স্কুল খুলিল, ছাত্র সংগ্রহ করিল ও গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামপুরে পাঠাইল। দেশের লোকের এই মিশনারীদত্ত শিক্ষার

সম্বন্ধে তাদৃশ মতি হইল না। এখন এ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সেই যুক্তি করিতে তাঁহারা একত্রিত হইলেন। দু'এক সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই ইংরেজী স্কুল কলেজ খুলিয়াছিল। ব্যাপ্‌টিষ্টগণ (Baptist) শ্রীরামপুরে ১৮১৮ সালে কলেজ খুলেন।

১৮২৬ সালে হেদোর পূর্ব্বধারে প্রেসবিটেরীয়ানগণ (Presbyterians) তাঁহাদের কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮২৫ সালে হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজের গৃহে উঠিয়া যায়।

মিশনারীরা ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তন্নিকটে যে কয়টি স্কুল খুলিয়াছিলেন তাহাদের নাম ও ছাত্রসংখ্যা নিম্নে দিলাম।

পাঃ, জি, পিয়ার্স … (The Rev. George … Pearce)	উত্তর চিৎপুর (North Chitpore)	… ৬০ জন
পাঃ পার্শিভেল ও হডসন্ … (Rev. Messrs Percival and Hodson) …	দক্ষিণ চিৎপুর ও ভদ্রকালী (S. Chitpore and Badrikalee)	৪০ ,,
মিঃ উলাসটন … (Mr. Woolaston) …	শিয়ালদহ (Sealdah)	৬০ ,,
পাঃ টমাস্ … (The Rev. Mr. Thomas)	হাওড়া (Howrah)	৪০ ,,
পাঃ পিয়ারসন্ … (Rev. Mr. Pearson) …	চুঁচুড়া (Chinsurah)	… ৫৫ ,,
জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইনষ্টি- … টিউশন (General Assembly's Ins.)	চিৎপুর (Middle Chitpore)	…১৫০ ,,
	মোট	৪০০ জন

উপরে বলিয়াছি ১৮২৬ সালের মে মাসে মিশনারীগণ হেদোর পূর্ব্বধারে সেণ্ট্রাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। রাজা বৈদ্যনাথ বিশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৩০ সালে পাদ্রীগণ চিৎপুরে আর একটী স্কুল খোলেন। এই বাটীতে তাহার পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ ছিল। যে সময়ে পাদ্রীগণের পরিচালিত স্কুলে, এ দেশীয় খৃষ্টান ও হিন্দু বালকের সংখ্যা ৪০০ শত অথবা তদনুরূপ ছিল, সেই সময়ে তাঁহারা হিসাব করেন যে ইংরেজী শিক্ষিত এইরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা তখন কলিকাতায় অন্ততঃ দুই সহস্র হইবে। এ হিসাবটী সম্পূর্ণ নহে। সে কথা পরে বুঝা যাইবে। এশিক্ষা বাঙ্গালীরা নিজেদের স্থাপিত স্কুলে নিজেরাই প্রদান করিত। এইরূপ অভাবনীয় অবস্থা দেখিয়া পাদ্রীগণের মধ্যে এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা এদেশীয়গণকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিলেন। মিশনারী ডফ্ ইহার নেতা ছিলেন। তবে একটা কথা উঠিল। খৃষ্টানদিগের ভিতর বিবিধ সম্প্রদায় আছে, পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মভেদে পার্থক্য ও তজ্জনিত ঈর্ষাও যথেষ্ট আছে। সকল সম্প্রদায় যে পৃথক্ পৃথক স্কুল খুলিবে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সকলে মিলিয়া যদি একটী কলেজ স্থাপন করিতে পারে তবেই সে কলেজটী চলিতে পারে। পাদ্রীদিগের একতার অভাবে তাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত কলেজ কার্য্যে পরিণত হইল না।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পাদ্রীরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের লিখিত কার্য্যবিবরণী হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলিকাতা সহরে সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পাদ্রী লইয়া একটী সাধারণ পাদ্রী কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে কাগজ পত্রাদি হইতে নিম্নে কতক অংশ মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সে সময়ের কাগজ পত্রাদি দেখিলে মনে হয় যে পাদ্রী ডফ্ তখনকার অপরাপর পাদ্রীদিগের মধ্যে

এক প্রকার চাঁই ছিলেন। এই পাদ্রীটি কিছু পুর্ব্বে স্কটলণ্ডের (Scotland) প্রেস্‌বিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের তরফ হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ম্মচারী হইয়া এদেশে আসেন। পরে যখন প্রেস্‌বিটেরিয়ানদের মধ্যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত কলহ উপস্থিত হয় তখন ইহারই মধ্যে ফ্রিচার্চ্চ (Free Church) নামে এক দল গঠিত হয়। তিনি এই ভাঙ্গাদলে যোগ দেন ও ইহারই কর্ম্মচারী হন। কি কারণে পাদ্রী ডফ্‌ তখনকার অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বলা যায় না, তবে তৎকালীন ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট ইঁহার বিশেষ পসার ছিল। তাঁহার লেখার ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে পাদ্রীটী একটু জবরদস্ত ধরণের লোক ছিলেন। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলও তাঁহার পরিচয় পাইতেন। সে কথা পরে লেখা হইবে। ১৮৩১ সালে জুন মাসে কলিকাতাস্থিত সকল সম্প্রদায়ের পাদ্রী লইয়া ইউনিয়ান চাপেলে (Union Chapel) এক সভা হয়। তাঁহারা এই সভায় স্থির করেন যে ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্ত এদেশীয় জনকতক আশাপ্রদ নেটিভকে উচ্চ ধরণের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ও সেই কারণে ইংরেজী সাহিত্য ও খৃষ্টানী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটা কলেজ খোলা আবশ্যক।

"The object is or ought to be the spiritual and intellectual regeneration of India and the grand question is how or by what means can we in the speediest and most efficient manner succeed in reaching and impressing the great body of people. ... ... Whether for instance it is better to pursue the direct method of attempting at once to impart a general elementary knowledge to the many or the indirect method of attempting to reach the way through the instrumenta-

lity of the instructed few. ... ...

It has been unanimously judged to be desirable that a separate institution ought to be founded. Our grand object being in the speediest manner possible, most efficiently and permanently to regenerate the mass of a sunk and demoralised people. Let us so far as regards education adopt and pursue this indirect method as a means. (A. Duff. A statement respecting a central institution for Calcutta in order to the improvement and increased efficiency of school operations conducted by missionaries of various denominations in Calcutta).

"*It is a fact* that there is an extreme anxiety among a large proportion of natives to acquire a knowledge of English, *it is a fact* that native youths discover an aptitude for the acquisition, *it is a fact* that natives have already mastered the language so as to write and converse in it with considerable fluency, *it is a fact* that many young men have become so conversant with the popular literature of Great Britain as most British youths of the same age. *It is a fact* therefore that natives are well qualified to read the Christian scriptures in our admirable English version from treatises on Christian evidence and exposition on Christian doctrines directly in the language of their author. This surely is no ordinary blessing (A. Duff.)

It must ever remain a matter of regret that the Committee of this Institution (Calcutta School Society) was composed partly of Hindoos and Mahomedans who were quite indifferent to it, as well as of zealous Christians that thus it never established the Christian aspect which its founders had hoped the declining prejudices of their condition would have gradually allowed it to assume and that in consequence the co-operation of missionaries has for various reasons been by degrees almost entirely withdrawn. (A letter to Dr. Duff anent the proposal of a central Institution in Calcutta over the signature of 15 missionaries of various denomination in Calcutta).

Its (English language) acquaintance is already become so popular among the natives in Calcutta that great sacrifices are daily made by natives to secure it ; that at the present moment there are in this city more than 2,000 intelligent Hindu youths receiving education in this lauguage (a number we presume superior to the aggregate of all continental India besides) and through the laudable spirit exhibited among those already educated in establishing gratuitious English Schools for their countrymen, the number is very rapidly increasing and when we reflect that the College and institutions already established either admit no instructions on Christianity &c. &c. (Ibid).

The experiment of communicating knowledge without reference to moral or religious principles has been tried on a large scale among the Hindoos in this city with much success it must be conceded in detaching the pupils from Hinduism, but with very little in leading them to vital Christianity. Hence do we cordially approve of "the regular, systematic study of the Christian scriptures, the evidences of religion, natural and revealed and systematic or doctrinal theology as the great object to be preserved throughout in the course of study adopted in the intended Institution (Ibid).

The grand object being to rear up a number of well-educated agents, the constant medium of instruction must be English and ability to write and read the Bengalee character may suffice. The most promising boys often being selected from Bengalee Schools are transferred to a central English School. In favourable Districts withtin the direct superintendence of missionaries, efficiently conducted Schools forthwith be planted. After the due examination all those who possess the requisite qualification and appear to be ingenious and promising young men are transferred to the higher and central institution ; in the first place it should be the special object to perfect a knowledge of the English language (Ibid),

অনুবাদ

"যাহাতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুনর্জন্ম হয় তাহাই এই কলেজের উদ্দেশ্য হইবে অথবা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কি উপায়ে অতি সত্বর এ দেশবাসীদিগের নিকট পৌছান যায় ও তাহাদিগকে সংশোধিত করিতে সক্ষম হইতে পারি তাহাই এখনকার প্রধান প্রশ্ন। জন সাধারণকে অল্প শিক্ষা দেওয়া সোজা পথ, আর পরোক্ষ সম্বন্ধে জন কতক এ দেশবাসীদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের স্বদেশবাসীদিগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া আর তাহাদের দ্বারা দেশের জন সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এ দু'য়ের মধ্যে কোন পথ অনুসরণ করা প্রশস্ত তাহা বিচারের বিষয় হইতে পারে। সর্ব্ববাদী মতে স্থির হইয়াছে যে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হইবে। আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে এই নিমজ্জিত ও দুর্নীতিপরায়ণ মনুষ্যগণকে যত শীঘ্র সম্ভব ও যত সুচারুরূপে সম্ভব চিরকালের নিমিত্ত উদ্ধার করা। শিক্ষা সম্বন্ধে এই পন্থা অবলম্বন করা আমাদের উচিত। জনকতক সুশিক্ষিত খৃষ্টান কর্ম্মচারী গঠন করা আমাদের মহান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে ইংরেজী ভাষা নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। বাঙ্গালা স্কুল সকল হইতে মেধাবী বালক বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতে হইবে। সুবিধাজনক জেলাতে মিশনারীগণের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে পরিচালিত স্কুল সকল এখনই স্থাপিত হউক। উপযুক্ত পরীক্ষার পর যাহারা আবশ্যকীয় গুণের অধী-কারী বলিয়া বোধ হইবে ও বুদ্ধিমান ও আশাপ্রদযুবক বলিয়া মনে হইবে তাহারা উপরিস্তর ও কেন্দ্রস্থিত স্কুলে প্রেরিত হইবে। বিশেষ চেষ্টা করা উচিত যাহাতে ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ হয়। তাই আমাদের প্রথম কাজ"। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে পাদ্রীগণ অনেক

যুক্তি দেখান তাহার কতকগুলি নিম্নে দিতেছি। "ইংরেজী শিখিতে এ দেশের অনেক লোকের একান্ত আগ্রহ হইয়াছে এ কথাটি ঠিক। এ দেশের লোকগণের ইংরেজী শিখিতে পারদর্শিতা আছে এ কথা ঠিক। এ ভাষা অবলীলাক্রমে বলিতে ও শিখিতে পারে এ কথা ঠিক। এ দেশীয় অনেক যুবক ইংরেজ যুবকদিগের ন্যায় সকল ভাবে পারদর্শিতা লাভ করিতেছে একথা ঠিক। অতএব ইহা ঠিক যে এ দেশীয় লোকগণ খৃষ্টানী ধর্ম্ম পুস্তক আভাষে অনুবাদ করিতে বিলক্ষণ সুযোগ্য। তাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরেজীতে লিখিত পুস্তক পাঠ করিতে বিলক্ষণ সুযোগ্য। নিশ্চয়ই ইহা বড় সহজ আশীর্ব্বাদের কথা নহে।"

তৎকালীন শিক্ষা সম্বন্ধে পাদ্রীগণ অনেক কথা বলিলেন, "যখন স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়, তাহার পরিচালনা সমিতিতে কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান সদস্য গ্রহণ করা হয় এ সকল লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম বিস্তারের সর্ব্বতোভাবে বিপক্ষে ছিলেন। কতকগুলি লোক ছিলেন (ইংরেজ) যাঁহারা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। আর কতকগুলি আগ্রহযুক্ত খৃষ্টান ছিলেন। এই সোসাইটি যাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে অন্য সদস্যগণের (হিন্দু ও মুসলমানের) কুসংস্কার মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে ও তাহার ফলে এই সোসাইটীর খৃষ্টানি মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। সোসাইটীর সে খৃষ্টানী মূর্ত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই তাহার কারণ মিশনারীগণের সহকারীতা ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা হইয়াছে।" যে পত্র হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত করিলাম তৎকালীন কলিকাতা স্থিত ১৫জন পাদ্রী (সেপ্টেম্বর ১৮৩৯) তাহার সাক্ষরকারী। এদেশের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে পাদরীগণের স্থান, তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের কর্ম্ম পদ্ধতি, তাহাদের সহিত তৎকালীন ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের সহযোগীতা, তাহাদের সহযোগী হিন্দু ও মুসলমান সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের অবস্থা বুঝিতে এই পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান্।

ঐ সকল পাদ্রীগণ প্রস্তাবিত সর্ব্বসম্প্রদায় মিশনারী লইয়া একটি সাধারণ কলেজ খুলিবার সম্বন্ধে পাদ্রী ডফকে যে পত্র লিখেন তাহা হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ দিলাম।

"কলিকাতায় বাঙ্গালীদের নিকট ইংরেজী ভাষা এরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছে যে তাহারা প্রতিদিন ইহার শিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ঠ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। কলিকাতা সহরে দুই সহস্রের উপর হিন্দু যুবক ইংরেজী শিক্ষা করিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এত বালক পড়িতেছে না। এই শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এক প্রশংসনীয় ভাব উদয় হইয়াছে। তাহারা স্বদেশবাসীগণের নিমিত্ত অবৈতনিক ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতেছে। এই সকল স্কুলের সংখ্যা অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে আমরা চিন্তা করি যে এই সকল বিদ্যালয়ে কোন প্রকার খৃষ্টানী শিক্ষা দেওয়া হয় না ইত্যাদি।"* *

নৈতিক ও ধর্ম্মের মূলবাদ দিয়া জ্ঞান বিস্তারের প্রয়াস এই নগরে হিন্দুদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে করা হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। যাহারা শিক্ষা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সজীব খৃষ্টানীতে পৌঁছে নাই। সেই কারণে আমরা অন্তরের সহিত অনুমোদন করিতেছি যে, যে প্রস্তাবিত মিশনারী স্থাপিত কলেজ নিয়মিতরূপে খ্রীষ্টানী ধর্ম্মপুস্তক প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় প্রদান ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সকল গ্রন্থের নিয়মিত ও ধারাবাহিক পাঠ নির্দ্দিষ্ট হয়।"

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে প্রস্তাবিত কলেজ স্থাপিত হয় নাই তাহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায় পরিচালিত কলেজ স্থাপন করে। মোট কথা, এই সময় পাদ্রীগণ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইলেন ও যাহাতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় তাহার চেষ্টা ও আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও যথাসাধ্য নিজেরা ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গালীরা ও শিক্ষা।

(১৮২০-৩০)

১৮২০সালে হিন্দু কলেজ চার বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। মিশনারীগণ তখন ইংরেজী শিক্ষার কথা ভাবে নাই। মুসলমান বালকদিগের জন্য মাদ্রাসা তখন একমাত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজ। চুঁচুড়ার পাদরী পরিচালিত স্কুল সমূহ তখন গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের একমাত্র উদাহরণ। বাঙ্গালীরা তখন কলিকাতায় ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুল খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা তখন অর্থকরী বিদ্যা হইয়া আসিতেছে। অধিকাংশ স্কুলে অতি অল্প মাত্রই ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত বালকেরা অনেক স্থলে অতি অল্প দিনই পড়িত। কোন প্রকারে ইংরেজীর সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হইলেই স্কুলে লেখাপড়া শেষ করিত।

তখন দেশে আরও অনেক কাণ্ড ঘটিতেছিল। মিশনারীগণ তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শ্রীরামপুর মিশনারীদিগের কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা ভিন্ন কলিকাতা Diocesan Society প্রভৃতি আরও অপরাপর মিশনারী দল দেশমধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতেছিল। সকল দলই একই প্রণালীতে স্বধর্ম্ম প্রচার করিত। দেশের লোকের সহিত ইংরেজগণ ও তাহাদিগের শাসন প্রণালীর ও বাণিজ্য পদ্ধতির পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হইতেছিল। এ সময়ে যাঁহারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা দেশের জন্য কি করিতেছিলেন? আমাদের সৌভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই এ শ্রেণীর লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেই অর্থশালী ছিলেন। সকলেই ইংরেজী প্রভৃতি

ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা এ সময়ে কি ভাবিতেছিলেন, কি করিতেছিলেন ?

১৮২৩ সালের আরম্ভে কলিকাতা সাহিত্য সমিতি (The Calcutta Literary Society) স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীরাই এসমিতি স্থাপন করেন। যাঁহারা তখন দেশের অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের উদ্যোগে এ সমিতি গঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব অনুমোদিত হয় তাহার মূল ও অনুবাদ নিম্নে দিলাম ঃ—

The native Literary Society was organized in 1823, and after the address there alluded to, the following resolutions as its basis were adopted.

1. That a Society shall be formed, of the respectable and learned natives of this country.

2. That the objects of it are to be considered the encouragement and diffusion of knowledge.

3. That ; with this view, translations of works from other languages into Bengali shall be prepared and published at the Society's expense.

4. That the Society shall endeavour to check and suppress all deviations from law and morality amongst their countrymen.

5. That with this intent, small pamphlets in Bengali and English shall be composed and published at the Society's charge.

6. That a library shall be formed of all useful and celebrated books.

7. That a collection of philosophical apparatus shall be procured.

8. That when the funds of the Society will admit, they shall be applied to the purchase of a house, to be appropriated to the Society's use: till then the meetings shall be held at College.

Upon the motion of Baboo Dulal Sarcar, seconded by Baboo Radha Kanta Deb, it was resolved, that the proceedings of the meeting should be made generally known and agreeably to this determination a subsequent meeting resolved to publish the pamphlet, from which the preceding account has been extracted.

On the 11th of Chaitra another meeting was held, and very respectably attended. On this occasion a subscription was entered into, to give effect to the previous resolutions, the particulars of which were reported in the Samachar Chandrika of the 12th of Chaitra, (24th of March). The amount of the immediate donations was Rupees 2159 that of the quarterly subscriptions was 2,64. A provisional Committee was nominated to conduct the interests of the Society and Baboos Prasanna Kumar Tagore and Ram Kamal Sen were appointed Secretaries. If was also very wisely determined to confine the attention of the Society, for some time at least, to objects of a purely literary and Scientific nature.

অনুবাদ।

(১) এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক লইয়া সাহিত্য সমিতি নামে একটি সভা গঠিত হইবে।

(২) শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান সমিতির উদ্দেশ্য।

(৩) এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অপরাপর ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষার পুস্তক সমিতির ব্যয়ে অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

(৪) নীতি ও শাস্ত্রানুমোদিত পথ হইতে দেশের লোক বিপথগামী না হয়, তাহার নিমিত্ত এসমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

(৫) এইকার্য্যসাধন করিতে সমিতির ব্যয়ে বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় ক্ষুদ্রপুস্তিকা লিখিত হইয়া বিতরণ করা হইবে।

(৬) প্রয়োজনীয় ও বিখ্যাত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকাগার (Library) স্থাপিত হইবে।

(৭) শিক্ষার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র সংগৃহীত হইবে।

(৮) সমিতির অর্থ পর্য্যাপ্ত হইলে সমিতির নিমিত্ত একটী গৃহ খরিদ করা হইবে। ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজের গৃহে সমিতির অধিবেশন হইবে। এ সময়ে হিন্দুকলেজ স্বাধীন ছিল ও নিজেদের গৃহে বসিত।

রামদুলাল সরকার প্রস্তাব করিলেন, রাধাকান্ত দেব সমর্থন করিলেন যে সমিতির কার্য্য বিবরণ সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন ও পরবর্ত্তী এক অধিবেশনে তাহাই করা স্থির হইল।

১১ই চৈত্র (১২২৯ সালে) আর একটি অধিবেশন হয়; অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সমিতির উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত চাঁদাতোলা হয়—সভাতেই ২১০০/ টাকা উঠে ও ত্রৈমাসিক দেয় ২৬৪/ টাকা প্রতিশ্রুত হয়। একটী কার্য্যকরী সমিতি

গঠিত হইল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রাম কমল সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সভাতে স্থির হইল যে অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা বিস্তার (সাহিত্য বিজ্ঞান) সভার প্রধান কার্য্য হইবে।

তৎকালীন বাঙ্গলা কাগজ সমাচার চন্দ্রিকায় সমিতির কার্য্যাবলী প্রকাশ হইত।

প্রথমদিন অধিবেশনে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা হয়। কে এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। বক্তৃতাটির মূল ও অনুবাদ নিম্নে দিলাম—

"In the days of remote antiquity, the people of Bharat Varsha, or Asia possessed a superiority over all nations in their love of knowledge, and regard for the general good. This region was also the choicest portion of habitable globe, and the original site of the human race.

Amongst the tribes of Bharatvarsha, those of Hindustan were, above all, valiant, powerful, energetic, merciful, sincere and wise. Hindustan was the garden of Empire, and the treasury of knowledge, and consequently the people were happy, independent and addicted to honourable practices.

Owing to various causes, however, the Hindu monarchies were destroyed, and the Hindus lost their learning, became conceited, blind with passions dark to knowledge and animated only to selfish considerations. In consequence, they were reduced to the last degree of dependency and degradation, immersed in an

ocean of suffering, and fallen to the abyss of sensual enjoyment.

Many defects in the constitution of our Society are owing to the distinction of Castes, Family, Rank, and Wealth. Those who possess these in a high degree seldom visit other persons, except on occasions of business and emergency ; and, on the other hand, they evince little affability towards those, who are compelled to seek their presence; the intercourse, therefore, that now exists amongest ourselves, is confined to the interchange or solicitation of assistance, to the observance of ordinary forms and modes of insincere civility; or, in a word, it springs from motives of self-interest, and never from a feeling of affection or esteem. It is obvious that, as long as no one feels an interest in the good of others, or is actuated by any but notions of self interest, agreemeut or concurrence in opinion on any subject can not be expected; the truth remains that we have been reduced to the lowest stage of insignificance. If we compare them now with other nations in wisdom and civilization,our regret must be inexpressible.

But while we are thus situated, owing to our arrogance to many new and absurd customs, that have crept in amongst us and to our mutual disagreements, we are not the less apt to consider ourselves as happy,

superior and independent, never to think of our condition in true light, nor to acknowledge it as it is. Consequently, any endeavour to change or improve it is out of the question."

"The chief causes of our depressed situation may we think be regarded as the following wants:—

"That of social and mutual intercourse
of mutual agreement
of travel
of study of different shastras.
of love of knowledge
of good will to each other

other causes are especially indolence, insatiable appetite for riches, and the desire for improvement unknown, the parties being incapable of correcting their mutual errors.

"We therefore beg to call your attention to the necessity, which evidently exists, that all the respectable and opulent men of this country should unite, and use their individual and combined efforts in the cause of knowledge at least for a time: and we are confident, that they will rouse and excite an appetite in our countrymen, in general, for knowledge and improvement."

ভারতবর্ষে সকল জাতির মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসীগণ সকল জাতি অপেক্ষা পরাক্রমশালী, উদ্যোগী দয়াদাক্ষিণ্যপূর্ণ, সরল চিত্ত ও বিদ্যাদি জ্ঞানে বিভূষিত ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত সমস্ত প্রদেশের উত্থানস্বরূপ ছিল—সমস্ত জ্ঞানের আধার ছিল ; সেই হেতু, সে দেশনিবাসীগণ সুখে, স্বাধীনতায় ও শ্লাঘ্য এবং সম্মানিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দিনযাপন করিত।

অনেক কারণহেতু হিন্দুদিগের রাজত্ব বিনষ্ট হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের লোপ হইল। হিন্দুগণ গর্ব্বিত, জ্ঞানান্ধ, ইন্দ্রিয় পরবশ ও স্বার্থপর হইল। তাহার ফলে পরাধীনতা ও নীচতার চরম-সীমায় উপস্থিত হইল। দুঃখসাগরে নিমর্জ্জিত হইল ও সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য বলিয়া পরিগনিত হইল। যদি জ্ঞান ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে অপর জাতিদিগের সহিত এখন তুলনা করা হয়, তাহা হইলে আক্ষেপের পরিসীমা থাকে না।

আমাদের এখনকার অবস্থা এইরূপ। বৃথা অভিমান আমাদিগের মধ্যে আসিয়াছে। অনেক নূতন ও বিবেকবিবর্জ্জিত আচার আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে একতা নাই, তথাপি আমরা ভাবি যে আমরা পরমসুখে দিনযাপন করিতেছি—আমরা একটি শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন জাতি। আমরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সমন্ধে চিন্তা করি না, তাহা স্বীকার পর্য্যন্ত করি না। এ অবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার অসম্ভব।

আমাদের এইরূপ পতিতাবস্থায় উপনিত হইবার কারণ বোধ হয় এইগুলি—

(১) সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্মিলনের অভাব।

(২) পরস্পরের মধ্যে একতার অভাব।

(৩) দেশ ভ্রমণ অভাব।

(৪) শাস্ত্র পাঠের অভাব।

(৬) বিদ্যানুরাগের অভাব।

(৬) পরস্পরের ম্যধ্য সম্প্রীতির অভাব।

এতদ্ব্যতীত অলসতা, অযথা অর্থলালসা ও ইন্দ্রিয় সেবন আম্মদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

সমাজ মধ্যে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মূল জাতিগত পার্থক্য, বংশগত পার্থক্য, মর্য্যাদাগত পার্থক্য এবং অর্থগত পার্থক্য। যাঁহারা এই সকলের অধিকারী তাঁহারা অপর লোকের সহিত কার্য্যানুরোধ অথবা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন না। প্রয়োজনানুরোধে সাক্ষাৎ হইলেও শিষ্টাচার পর্য্যন্ত প্রদর্শন করেন না। এইরূপ ঘটিয়াছে যে আমরা যদি পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করি তাহা হয় সাহায্য ভিক্ষার নিমিত্ত ও শিষ্টাচার অথবা কপট ভদ্রতার অনুরোধে। এক কথায় স্বার্থহেতু ভিন্ন কখনও পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করি না। ইহাতে স্নেহ অথবা শ্রদ্ধার লেশমাত্র নাই। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পরের মঙ্গল নিমিত্ত চিন্তা না করিব, ও স্বার্থপরতা সকল অনুষ্ঠানের মূল হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়েই মনোমিলন অথবা একমত হওয়া অসম্ভব। পরস্পরের সহিত পরিচয় অভাব হেতু যাহা সত্য তাহা কখনও প্রকাশ হয় না, এক অপরের ভ্রম সংশোধন করিতে পারে না।

দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের একত্রিত হইয়া ব্যক্তিগত ও সমবেত উদ্যোগ দ্বারা দেশমধ্যে জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত চেষ্টা করা অতিশয় প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি ও আমাদের স্থিরবিশ্বাস যে এই সকল ব্যক্তিগণ আমাদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কারের লালসা উত্তেজিত করিয়া দিবে।"

উপরে লিখিত বক্তৃতা ও সাহিত্যসমিতির নিয়মাবলি বিশেষ মনো-

যোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবার সামগ্রী। ইংরেজদিগের সহিত পরিচয়ের প্রথম ফল কি হইয়াছিল তাহা জানিতে সকলের ইচ্ছা হইবে। এই সভার উদ্যোগকারীগণ তখন দেশের অগ্রনী ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান অথবা ইংরেজী শিক্ষার তখন দেশে প্রচলন ছিলনা; তথাপি ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। ইংরেজ জাতি, তাহাদের ভাষা, তাহাদের সাহিত্য, তাহাদের ইতিহাসের সহিত পরিচয় ফলে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল :—"Reduced to the last degree of dependency and degradation, immersed in an ocean of suffering and fallen to the lowest stage of insignificance." কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে তাহাও নির্দ্দেশ করিলেন—আমাদের অজ্ঞতা, বিদেশ ভ্রমণে অনিচ্ছা, আর পরস্পরের মধ্যে পরিচয়, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব। প্রতিকার সম্বন্ধে বলিলেন যে দোষ সংশোধন করিতে হইবে। জ্ঞানের বিশেষ পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে। এসব কর্ম্ম নিজেদেরই করিতে হইবে—আন্দোলন করিয়া কিম্বা অপরের সাহায্যে দেশের মঙ্গল সিদ্ধ হইবে তাহার উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত নাই। একটু চিন্তা করিলে গুটিকতক কথা পরিস্ফুট হয়। দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অর্থশালী ব্যক্তিগণ দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন নিজেদের দোষ স্বীকার করিলেন, দোষ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন, নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিলেন ও নিজেদের দায়ীত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহা একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শীঘ্র শীঘ্র আর এক শ্রেণীর লোক ইঁহাদের স্থান অধিকার করিল।

পাদরীগণ দেশমধ্যে যে প্রকারে ধর্ম্মপ্রচার করিত ও তাহাতে যে ফল হইত সে সম্বন্ধে ইঁহারা উদাসীন ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রস্তাব করেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

We must now call your attention to an important subject; and direct your notice to the manner, in which, for some twenty years, the English Missionaries have treated the natives of Bengal. What man of any observation is there, who does not perceive its injurious operation on our existing laws, and who is uninformed of the lamentable condition of those who, deserting their own faith have become Native Christians?

The Missionary teachers imperfectly informed of the principles of our Shastras, our Devatas and our institutes, have translated as description of them detached passages; they have printed pamphlets against us, replete with the most intemperate and abusive terms, and distributed them to the world.

"Further, they have made a practice of traversing the country and defying the Brahmins, Pandits and other Hindus frightened at the very sight of a European, to controversial disputation, have challenged them to discuss religious topics, and the merits of their Shastras in the public road and have treated them with the greatest opprobrium. They have handled the Vedas, Smritis, and other books, in a manner never practised by Aurungzeb, Humayun, and other Moslems and Mlechha princes, determined as they were to overturn the Hindu faith; these they have partially translated for the purpose of reviling such parts as are repugnant to their own notions, to the inexpressible disgrace and affiiction of the Natives of this country. Again for the subversion of our faith and institutes and for the seduction of the Hindus into illicit paths, they have translated the

Testament into various languages, printed it and carrying it about to fairs and ferries in fields and in high ways, distribute it gratuitousiy to all who will receive it.

Finally, they have allured by the hopes of profit a few persons of low caste—persons not knowing right from wrong, to become Christians. These unhappy men are exhibited about as their converts to revile the Hindu faith and books in public places, while they are deserted by all their friends and connections and plunged into a depth of misery, of which no one can form a conception who has not heard its description from themselves.

" It thus appears that the Hindoo who has always been submissive, humble and inoffensive, is now exposed to unprovoked attacks; and is injured in his reputation and consequently, even in the means of subsistence, by persons who profess to seek his good. As yet this cruelty and calumny have been little heeded, and scarcely an effort to repel them has been attempted; had such conduct been offered to the Musalmans, they would instantly have combined to resent it and in like manner it is now incumbent on the opulent and respectable Hindus, who delight not in the abuse of their Shastras and practices, and who wish to cherish and preserve them to consider well these circumstances, and upon full deliberation to unite to publish replies to the charges made against us, or to represent our grievances to the Govenment by whose wisdom no doubt a remedy will be devised."

অনুবাদ।

একটী গুরুতর ব্যাপার সম্বন্ধে আপনাদের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি। আজ বিশ বৎসর হইল ইরেজখৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাঙ্গালীগণের সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতেছে এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি প্রদান প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক বিধির উপর ইহাদ্বারা যে অনিষ্টকর ফল ফলিয়াছে একথা যাঁহাদের চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদের অবিদিত নাই। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে সকল হিন্দুরা খৃষ্টান হইয়াছে, তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা কে না জানে? মিশনারী প্রচারকগণ আমাদিগের ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্বন্ধে. আমাদের দেবগণের সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক গঠন, এই সকল সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহারা এই সকল সম্বন্ধে আমাদের ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে অসংলগ্ন খণ্ড ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। আমাদের বিপক্ষে পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকশে করেন। এই সকল পুস্তিকা শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষা ও গালিতে পূর্ণ। ইহাই তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন।

তাঁহারা নিয়মিত ভাবে দেশমধ্যে পর্য্যটন করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অপরাপর হিন্দুদিগকে উপযাজক হইয়া বিচার বা বাক্‌যুদ্ধ করিতে আহ্বাম করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি ইংরেজ দেখিলে ভীত হয়। সাধারণপথে তাহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে, শাস্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে আহ্বান করেন, ও তাহাদিগের সহিত অতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার করেন। মিশনারীগণ বেদ স্মৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করেন তাহা আরঙ্গজেব, হুমায়ুন কিংবা অপরাপর মুসলমান বা ম্লেচ্ছ অধিপতিগণ (যদিও তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প ছিলেন) কখনও করেন নাই। উপরি উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া, তদ্বারা যে যে অংশ তাহাদের

কল্পিত নীতি জ্ঞানের বিরোধী, সেই সেই অংশের উপর গালি বর্ষণ করেন। এইরূপ আচরণে এ দেশবাসীগণের মনে বর্ণনাতীত অবমাননা ও কষ্ট হয়। পুনশ্চ, আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজের উচ্ছেদ সাধন ও হিন্দুদিগকে কুপথগামী করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল বহুভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং এই সকল পুস্তক হাটে ঘাটে মাঠে রাস্তায় যাহারা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহাদিগকে বিতরণ করেন।

পরিশেষে লাভের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া কতকগুলি নীচ জাতীয় লোককে যাহাদিগের ভাল মন্দ বিচার জ্ঞান নাই খৃষ্টান করিয়াছেন। এই হতভাগ্য লোকদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের উপর গালি বর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সাধারণের সমাগম স্থানে প্রদর্শন করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ, আত্মীয় কুটম্বগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় পতিত হয়। যাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের অবস্থা শুনিয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগের দুর্গতির মাত্রা কল্পনা করিতে পারেন।

ইহার ফলে ঘটিয়াছে, যে হিন্দুগণ যদিও চিরকালই আজ্ঞাপালন করে, স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি এবং কখন কাহারও অনিষ্ট করে না তথাপি এখন যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা হিন্দুদিগের মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের দ্বারা তাহাদের উপর অকারণ আক্রমন হইতেছে। হিন্দুদের সুনাম নষ্ট হইতেছে, এমন কি সেই কারণে তাহাদের জীবিকার উপায় সংগ্রহের হানি হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই নৃশংসতা ও মিথ্যা অপবাদ রটনার উপর কেহ দৃষ্টিপাত করেন নাই, ও ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নাই। যদি মুসলমানদের প্রতি এরূপ আচরণ হইত তাহা হইলে তাহারা তখনই ইহার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিতে দলবদ্ধ হইত। এ কারণে সম্ভ্রান্ত ধনীহিন্দুগণের (যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু আচ-রের উপর গালি বর্ষণে আনন্দ বোধ না করেন, যাঁহারা শাস্ত্র এবং আচার

আদর ও রক্ষা করিতে যত্ন করেন) বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন হইতেছে এবং এ বিষয়ে যুক্তি করিয়া আমাদের বিপক্ষে যে সকল অপবাদ রটনা হইয়াছে, তাহার উত্তর প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। অথবা গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদন করা প্রয়োজন। এইরূপ আবেদনে নিশ্চয়ই প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।"

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।